উজান স্রোতে

শ্রীহারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,
প্রণীত।

আশ্বিন—১৩৪৩

দেড় টাকা

প্রকাশক :—
শ্রীভুবন মোহন মজুমদার বি, এসসি,
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার :—
শ্রীশরৎ কুমার হোড়
শ্রীগোবিন্দ প্রেস
পি ৫৫ নং (সি, আই, টি)
শোভাবাজার, কলিকাতা

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

সন্তানের প্রত্যক্ষ দেবতা পিতা,
তাঁহারই করকমলে প্রদত্ত হইল।

তারাগুণিয়া
২৪ পরগণা

সেবক
হারাধন।

এই লেখকেরই অন্যান্য গ্রন্থাবলী—

শিক্ষা, দীক্ষা, ভক্তি, প্রেম, স্বদেশপ্রীতি প্রভৃতি সর্ব্ব-রসাশ্রিত, উপন্যাস-রাজি—সমুদ্র-প্রমাণ ঘটনা-স্রোতে প্লাবিত।

১। **স্মৃতি রেখা**—নূতন ধরণের লেখা—চিত্তাকর্ষক—কৌতুক রসাত্মক। খাঁটি বাঙ্গালীর ঘরের কথা—প্লট্‌টা গভীর রহস্য-জালে সমাচ্ছন্ন।

২। **মৃত্যুপণ**—নব যুগের কাহিনী—তরুণের মৃত্যুপণ—হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্যতা ব্যাধির চিত্র—নূতন সমাজ গঠনের ইঙ্গিত—দেশপ্রেমের জ্বলন্ত কাহিনী।

৩। **সাথী**—প্রেম বড় কি সামাজিক অত্যাচার বড়? নারী-প্রেমের মাধুরী—অপূর্ব্ব সুষমায় মণ্ডিত।

আনন্দ বাজার, ভগ্নদূত, বিচিত্রা, য়্যাড্‌ভান্স প্রভৃতি সংবাদ পত্রে উচ্চ প্রশংসিত।

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উজান স্রোতে

—বাঙ্‌লার ছেলে—

বর্ত্তমান যুগের আশা ও আকাঙ্ক্ষা

—বাঙ্‌লার ছেলে—

পল্লী জীবনের স্বাভাবিক ভাব

—বাঙ্‌লার ছেলে—

জাতি যে যুগ ধর্ম্মের সন্ধান পাইয়াছে

—বাঙ্‌লার ছেলে—

যুবকগণ দেশকে কিরূপে বরণ করিয়াছে

—বাঙ্‌লার ছেলে—

অভিনব—উদ্দীপনাপূর্ণ—রোমাঞ্চকর ঘটনা—

—বাঙ্‌লার ছেলে—

ভাষা সুন্দর—বর্ণনা ভঙ্গী মনোরম

—বাঙ্‌লার ছেলে—

উপন্যাস জগতের অপূর্ব্ব সৃষ্টি

(শীঘ্রই দেখিতে পাইবেন)

মেঘমেদুর দিবস। সারাদিন ধরার বক্ষে বৃষ্টি পড়্ছে—টুপ্, টুপ্ টুপ্

চুঁচড়া সহরতলীর দ্বিতল প্রকোষ্ঠে দাঁড়িয়ে একটী মেয়ে চেয়েছিল—দৃষ্টি নিবদ্ধ করে নাতিদূরস্থ গঙ্গাবক্ষে—চক্ষু অশ্রুসিক্ত।

সহসা দিগন্ত রাঙিয়ে বিজলী চমক খেলে গেল; আর সঙ্গে সঙ্গে কড়্ কড়্ শব্দে নিখিল বিশ্ব যেন কেঁপে উঠ্লো।

মেয়েটী ভয়ে ও ত্রস্তে সরে এসে জানালার কবাট শক্ত করে আঁকড়ে ধরে দাঁড়াল, আর ঝরে পড়্লো নিঃশব্দে বুকভাঙ্গা একটা দীর্ঘশ্বাস।

"নমিতা!"

মেয়েটী চম্‌কে উঠে বললে,—"কে, দিদি?"

"সন্ধ্যে বয়ে গেল; ঘরে এখনো আলো জ্বল্লো না—এতে আর লক্ষ্মী ভাগ্যি হবে কোথা থেকে?" ব'লে সরমা মুখখানা বেজার করে দাঁড়িয়ে রইলো।

নমিতা ধরা গলায় বল্‌লে, এই যে যাচ্ছি দিদি।"

না থাক্, তোমাকে আর কষ্ট করতে হ'বে না। বিনা মাইনের এমন দাসী বাঁদী থাক্‌তে তোমার আর কাজে মন লাগবে কেন ?

আয়ত চক্ষুযুগল বিস্ফারিত ক'রে ছল ছল করুণ চাহনি নিক্ষেপ করে নমিতা বাধা দিয়ে বল্‌লে, "দিদি, তুমিই তো সব। দাসী বাঁদী যদি কেউ এ বাড়ীতে থাকে, সে তো আমি।

প্রচণ্ড রোষে সরমার চোখ ছুটো জ্বলে উঠ্‌লো ধক্ ধক্ করে—বল্‌লে, বটে! এতদূর! বেশ, তোমার সংসার তো তুমি ইচ্ছা করলে নিজেই বুঝে নিতে পার। আমার কি? একটা পেট, যেখানে গতর খাটাবো সেখানেই এক বেলা ছ'মুটো ভাত জুটবে। আসুক আজ মণি ঠাকুরপো; তারপর তোমার সংসার তোমাকে বুঝিয়ে দিয়ে তবে আর কাজ।

একে মনসা তায় ধূনোর গন্ধ। নমিতার বুকের মধ্যে গুড়্ গুড়্ করে কেঁপে উঠ্‌লো—আসন্ন বিপদ সূচনায়। স্বামী তো দিদির হাতের পুতুল, ইঙ্গিতে চলেন ফেরেন। তবুও নমিতা বল্‌লে,—তুমি কেন তা করতে যাবে দিদি? আমিই বরং তোমাদের সুখের অন্তরায়। আমাকে বিদেয় করে দাও—তোমাদের সংসারে সুখ শান্তি ফিরে আসুক।

নমিতা, তোর মুখ যে একেবারে খুলে গেছে দেখছি। বল্‌তে বুঝি আর বাধ্‌ছে না? তোর স্বামী—তোর সংসার—আমি তো পরগাছা মাত্র—আমাকে নিয়ে না পোষায় বলে কয়ে বিদেয় করে দিতে পারিস।

নমিতা শিউরে উঠে বল্‌লে, ও কথা মুখে এনো না দিদি—আমি কে যে তিনি আমার কথা শুন্‌বেন। আর কি অধিকারে আমি সেকথা বল্‌তে যাব?

সরমা বিদ্রূপপূর্ণ স্বরে বল্‌লে, ওঃ তাই নাকি! ন্যাকা সাজ্‌তেও তোর বাধে না দেখ্‌ছি।

নমিতা কাতর আঁখি সরমার মুখের উপর নিবদ্ধ করে ছল ছল নেত্রে বল্‌লে, তোমার পায়ে পড়ি দিদি। আর কেন?

সরমা ঝাঁঝের সহিত বল্‌লে, এ হ'ল তোর কেমন জানিস? বামুনকে জুতো মেরে গরু দান। স্বামীর ফিরবার সময় বুঝ্‌তে পেরে এখন দেখান হচ্ছে যেন দোষটা সব আমার—না? অর্থাৎ সমস্ত ঝড়টা আমার উপর দিয়ে বয়ে যাক।

নমিতা ভীত ও শঙ্কিত হয়ে বল্‌লে,—স্বামীর উপর আমার কোন জোর নেই দিদি।

সরমা তীক্ষ্ণস্বরে বল্‌লে,—তবে কার আছে শুনি? তাতো জানতাম না। একেই বলে লেখাপড়া জানা মেয়ে। বাপরে বাপ্‌! একটা পাশ করেই এই।

নমিতার সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেল। সে ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে বল্‌লে, সে জোর যদি থাকৃতো তাহ'লে এত হেনস্থা সহ্য করে আমাকে থাকৃতে হ'তো না।

সরমাও উদ্ধত স্বরে বল্‌লে, অর্থাৎ সে হেনস্থার কারণ আমি। আমিই যেন তোর স্বামীকে বশ করে ফেলেছি—না?

নমিতা কাঠের পুতুলের ন্যায় স্থির ও নিস্পন্দ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো—চক্ষে পলক ছিল না।

সরমা বল্‌তে লাগ্‌লো—ধন্যি মেয়ে তুই নমিতা। কলঙ্কের ছাপ দিতেও বকটা একটুও কাঁপ্‌লো না। ছিঃ ছিঃ! কি হ'বে গো—

কোথায় যাব গো। বাকি ছিল কলঙ্কের ছাপ তাও দিতে ছাড়্‌লি নে। আরো কত কি সরমা বিনিয়ে বিনিয়ে বল্‌তে সুরু করে দিল।

নমিতা ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লে, কি বল্‌ছো দিদি ?

গলার স্বরটা সপ্তমে চড়িয়ে সরমা বলে উঠ্‌লো,—আর কি বল্‌বি ? না হয় আমি তোর মত লেখাপড়াই শিখিনি, তাই ব'লে তো আর নাকে ভাত দিইনে। ওমা, কি হ'বে গো! স্বামী পুত্রহীনা বলে কি এত হেনস্থা!

নমিতা ভয়ে জড়সড় হ'য়ে সরমার পায়ের উপর হাত রেখে বল্‌লে,— আমায় ক্ষমা কর দিদি। যদি না বুঝে কিছু বলে থাকি—

সরমা সজোরে পা সরিয়ে নিল, আর পায়ের আঘাত নমিতার কপালে লেগে সে দু'হাত ছিট্‌কে গিয়ে পড়্‌লো। সরমার সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। সে বল্‌তে লাগ্‌লো,—আর কি বল্‌তে বাকি রাখ্‌লি! শেষে কিনা মণিঠাকুরপোর সঙ্গে......তাও পর্য্যন্ত নিজ মুখে শুনিয়ে দিলি।

নমিতা তখন কপালে হাত দিয়ে মেঝের উপর উপুড় হ'য়ে পড়েছিল, আর মনে মনে ভাবছিল নিজ দুর্ভাগ্যের কথা।

সরমা সহজে নিস্কৃতি দিল না, আবার বল্‌তে লাগ্‌লো—ছিঃ ছিঃ! কি ঘেন্নার কথা! মা, কোথায় যাব গো—আমার মুখের দিকে চাইবার যে কেউ নেই গো। তারপর সে জোরে জোরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌তে আরম্ভ করে দিল।

আরক্ত আঁখিতারা ডাগর ডাগর করে নমিতা উঠে দাঁড়াল ও কম্পিত কণ্ঠে বল্‌লে,—তোমার মুখের দিকে চাইবার লোক এ'ল বলে। তারপর

দু'জনে মিলে আমায় মারতে মারতে বিদেয় করে দিয়ো। এতদিন যদিও বা কোন ক্রমে এ বাড়ীতে মাথা গুঁজবার স্থান জুটেছিল, এরপর তাও আর জুটবে না।

সরমা ক্রোধে আঁখি রক্তবর্ণ করে কাঁপ্তে কাঁপ্তে বল্লে,—তোর স্থানের আবার অভাব। বাপ আছে—উইল আছে—আর আছে প্রাণের সুভাষ ঠাকুরপো। তবুও তোর অভাব! আমার কি আছে বল্ তো? আমার যে শুধু গাছতলা সার। কি সর্ব্বনেশে মেয়ে তুই নমি! আমি বিধবা—আর আমার মুখের দিকে চাইবার লোক হ'ল তোর স্বামী। মুখে আগুন—মুখে আগুন। এই জন্যই তোর স্বামী তোকে দু'চোক্ষে দেখ্তে পারে না। মন গুণে ধন—জিভ খসে যাবে।

ইতিমধ্যে মণিময় এসে পৌঁছে গেল। ঘর অন্ধকারময়; অথচ ঘরের মধ্যে তখন রুদ্র অভিনয় চল্ছিলো। মণিময় চুপটী করে দরজার অন্তরালে দাঁড়িয়ে ছিল; আর মাঝে মাঝে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় চক্ষুতারকা অন্ধকার ভেদ করে জ্বল জ্বল করে উঠ্তে লাগ্লো।

নমিতা শঙ্কিতা হরিণীর ন্যায় ত্রস্তে দু'হাত পিছিয়ে গেল।

মণিময় বজ্র গম্ভীর স্বরে বল্লে,—ঘরে যে এখনও আলো জ্বলে নি?

সরমা কাঁদ্তে কাঁদ্তে বল্লে, সেই কথা বল্তে এসেই তো কুরুক্ষেত্র বেধে গেল। তোর বউ বলে কিনা—

নমিতার বক্ষঃস্থল দুরু দুরু কেঁপে উঠ্লো।

বাধা দিয়ে গম্ভীর স্বরে মণিময় বল্লে,—আমি সব শুনিছি—তুমি যাও—ঘরে আলো দেবার ব্যবস্থা করগে।

সরমা জোরে জোরে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বল্‌লে,—তা যাচ্ছি—কিন্তু এত হেনস্থা স'য়ে আমি এখানে আর এক তিলও থাক্‌তে রাজী নই—বলে কিনা আমি তোর—

আবার বাধা দিয়ে তীব্র স্বরে মণিময় বল্‌লে—হাঁ হাঁ, সেকথা আমি শুনিছি। আজই তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করে তবে এ বাড়ীতে জলগ্রহণ কর্‌বো। তুমি যাও তোমার কাজে।

নমিতার সমস্ত দেহটা থর থর করে কাঁপতে লাগ্‌লো।



(২)

মণিময় চুঁচড়া কোর্টের একজন জুনিয়র উকিল। জুনিয়র হ'লে কি হয়, অল্পদিনের মধ্যে ওকালতি লাইনে সে বেশ পসার করে ফেলেছে। তার উপর সে নিজেও বেশ সুপুরুষ। সহজেই তার উপর অনেকের নজর পড়ে গেল, বিশেষ করে একজন অবসরপ্রাপ্ত সাব্‌জজের— নামটি তাঁর সুধীর রঞ্জন ঘোষ।

সুধীরবাবুর বিবাহযোগ্যা একটী কন্যা ছিল। নিজে ছিলেন তিনি বিপত্নীক, সংসারে একমাত্র অবলম্বন তাঁর এই একমাত্র কন্যা—নমিতা। নমিতা তখন পড়্‌তো ইংরাজি স্কুলের প্রিপারেটরী ক্লাসে। সুধীরবাবু মণিময়ের মাকে রাজী করিয়ে এক শুভ-দিনে (?) শুভ-মুহূর্ত্তে নমিতাকে মণিময়ের হাতে তুলে দিলেন।

বিবাহের সময় নমিতা যে দু'চারদিন স্বামী গৃহে কাটিয়ে গেল, তাতে তার এই নূতন জীবন বেশ ভালই লাগ্‌লো। সংসারে আর কেহই ছিল না—শুধু স্বামী, আর এক শাশুড়ী। স্বামীকে এত অল্প সময়ের মধ্যে চিনে উঠ্‌তে না পারলেও তার উপর যে তাঁর ভালবাসার কোন্ অভাব আছে এ ধারণা তার মনের কোণে স্থান পায়নি, বরং তুচ্ছ দু'একটা ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে তার এই প্রতীতিই জন্মেছিল যে স্বামী তাকে পছন্দই করেছেন। তার উপর শ্বশ্রূমাতার অকৃত্রিম—

আন্তরিক স্নেহের আবেষ্টনে এসে পড়ে নমিতার মনে হ'য়েছিল সে যেন এতদিনে সত্য সত্যই তার নিজের মাকে ফিরে পেয়েছে।

ঠিক এই ধারণা মাথায় নিয়ে চারদিন শশুরবাড়ী ঘর করে নমিতা বাপের কাছে ফিরে এল—হাসি মুখে—স্বচ্ছন্দচিত্তে। পিতার বুকটাও আনন্দে দশহাত হ'য়ে গেল।

শ্রাবণ মাসে মণিময়ের বিবাহ হ'ল, আর আশ্বিন মাসের প্রথমে মাতা পুত্রকে বল্‌লেন,—পূজার সময় বৌমাকে নিয়ে দেশে যেতে চাই। তুই কি বলিস্?

পুত্রের আপত্তি করবার কিছু ছিল না; বিশেষ যখন পূজার ছুটীতে কোর্ট বন্ধ থাক্‌বে। মণিময় বল্‌লে,—বেশ তো, যাওয়া যাবে।

মা বল্‌লেন,—তাহ'লে বে'য়াইকে একবার ব'লে রাখা দরকার।

পুত্র বল্‌লে,—এখনও তো দেরী আছে। আর এতে বল্‌বারই বা কি আছে মা—আমাদের দরকারে আমরা নিয়ে আস্‌বো।

মাতা একটু ইতস্ততঃ করে বল্‌লেন, তা বটে; তবে ঐ মেয়েটী তাঁর সবে ধন নীলমণি—বেশী দিন দূরে ছেড়ে থাক্‌তে কষ্ট হ'বে। আগে থেকে বল্‌লে অল্পে অল্পে মনটাকে সইয়ে নিতে পারবেন।

পুত্র ঈষৎ গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লে,—তাহ'লে মেয়ের বিয়ে না দিলেই পারতেন।

মাতা জিভ্ কেটে বল্‌লেন,—ছিঃ বাবা! তোর আগে মেয়ে হোক্—তার বিয়ে হোক্—তখন বুঝ্‌বি।

থাক্ মা, তোমার আর ও আশীর্ব্বাদ করতে হ'বে না—বলে মণিময় ঘর ছেড়ে চ'লে গেল।

মাতা তবুও বল্‌লেন,—একবার বলে রাখিস্ বাবা—বুঝ্‌লি।

পুত্র দূর হ'তে বল্‌লে,—আচ্ছা, দেখা যাবে।

* * * * *

পূজার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে হঠাৎ সুধীরবাবুর অসুখ হ'য়ে পড়্‌লো। সংবাদ শুনে মণিময়ের মাতা বড়ই চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন। বধূমাতাকে নিয়ে দেশে যাবেন—মনে কত আনন্দ। সব গোজগাজ, মাত্র আর তিন দিন বাকি; অথচ বৈবাহিকের অসুখ। এমন সময় নমিতাকে তাঁর কাছ ছাড়া করে নিয়ে এ'লে একেবারেই হৃদয়হীনতার পরিচয় দেওয়া হ'বে। তাঁর সব আশা—সব আয়োজন যেন ব্যর্থতার গভীর নৈরাশ্যে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌লো।

যাত্রার একদিন পূর্ব্বে মণিময় এসে বল্‌লে,—শুন্‌ছি শশুর মহাশয়ের অসুখ। কি করা যায়—?

মা ঢোক্ গিলে বল্‌লেন,—এ সময় বৌমাকে আনা কি ঠিক হ'বে?

মণিময় গুম হ'য়ে বল্‌লে,—কিন্তু সব ঠিকঠাক্ করে ফেলে—

বাধা দিয়ে মা বল্‌লেন,—তা আর কি হবে—চল আমরা যাই। বৌমাকে আর এক সময় নিয়ে গেলেই হ'বে।

মণিময় গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে রইলো।

মা বল্‌লেন,—তুই বরং একবার যা—বেয়াইকে দেখে আয়; আর বলে আয় আমরা দেশে যাচ্ছি—কেমন?

পুত্র বল্‌লে,—তিনি তো সে কথা জানেন—যেচে বল্‌তে গিয়ে লাভ কি? সে আমি পারবো না।

মা বল্‌লেন,—না বাবা, সেটা ভাল দেখায় না। আর ইতিমধ্যে

যদি একটু ভাল হ'য়ে থাকেন, তাহ'লে না হয়—ত র একটা ঢোক্ গিলে তিনি থেমে গেলেন।

পুত্র গভীর বিরক্তিভরে বল্‌লে—গেলে অনেক কথাই উঠ্‌বে। এই তো সে দিন গিয়েছিলাম—অসুখ এমন কিছু নয় যে মেয়ে পাঠান চলে না। কিন্তু তবুও অনেক কথাই শুনে আস্‌তে হ'ল। আমি অত কথার ধার ধারি না মা। আমি মনে করি, না যাওয়াই ভাল—মিছে কথা কাটাকাটি করে লাভ কি ?

মা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন,—তুই একবার যা না বাবা—আজ তো পাঠাবার কথাই আছে। ভাল বুঝিস্ সঙ্গে করে নিয়ে আস্‌বি। বৌমাকেই না হয় একবার জিগ্যেস করিস।

পুত্র মুখখানা লাল করে বল্‌লে,—হাঁ, সব হবে জিগ্যেস করে। কোন মেয়ে আবার ইচ্ছা করে শশুরবাড়ী আস্‌তে চায়। তোমার যেমন কথা।

মা বল্‌লেন,—একবার বলেই দেখ্ না—বৌমা আমার তেমন নয়। ক'দিন বা বিয়ের সময় ছিল, কিন্তু কি যত্ন—কি টান।

পুত্র গম্ভীর ভাবে বল্‌লে—তুমি ঐ ধারণা নিয়েই আছ—বাঁপ আর শাশুড়ী অনেক তফাৎ। সেদিনই সে কথা খুব বোঝা গেছে। তুমি জান না মা—তোমার বৌও আস্‌তে নারাজ। তারপর গোঁভরে মণিময় চলে গেল।

(৩)

এসেছ মণিময়—এস—এস বাবা। ব'লে সুধীরবাবু উঠে বস্‌তে চেষ্টা করলেন।

মণিময় সাম্‌নের একখানা চেয়ারে বসে পড়লো।

নমিতা মাথায় ঈষৎ অবগুণ্ঠন টেনে দিয়ে পিতাকে শয্যায় শুইয়ে দিল ও ধীরে ধীরে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লো।

মণিময় একবার চোখ তুলে নমিতার মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লে; পরে চোখের দৃষ্টি নামিয়ে নিয়ে বল্‌লে—এখন কেমন আছেন? ....

সুধীরবাবু বল্‌লে, পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা ভাল, তবে বড় দুর্ব্বল হ'য়ে গেছি। তারপর সঙ্কুচিতভাবে বল্‌লেন,—আজ তো নমিতাকে পাঠানর কথা ছিল, কিন্তু—মনের কথা মুখ ফুটে তিনি বল্‌তে পারলেন না—একটা করুণ চাহনি নিক্ষেপ করে মণিময়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

মণিময় মুখখানা নীচু করে বল্‌লে,—কাল তো আমাদের দেশে রওনা হ'বার দিন। মা বলে দিলেন যদি—

সুধীরবাবু মুখখানা ম্লান করে বেদনাপূর্ণ স্বরে বল্‌লেন,—তবে যদি এসময় না নিয়ে গেলে চলে তো বড়ই ভাল হয়।

নমিতার মুখখানা অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়ে জলভরা মেঘের ন্যায় গুরুগম্ভীর দেখাতে লাগ্‌লো। একবার সে স্বামীর দিকে কাতর আঁখিতারা মেলে চেয়ে দেখ্‌লে।

মণিময় সে মুখের দিকে মুহূর্ত্তের জন্য তাকিয়ে দেখ্‌লে ; কিন্তু চকিতে দৃষ্টি নামিয়ে নিয়ে বল্‌লে—যাত্রার আয়োজন সব ঠিক—এমন কি ষ্টেসনে গাড়ী পাল্কী পর্য্যন্ত এসে ফিরে যাবে। না হয় পূজার ক'দিন—মণিময় নিঃশব্দে সুধীর বাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

সুধীরবাবু পাশ ফিরে শু'য়ে কি একটু চিন্তা করলেন, পরে দুঃখার্দ্র-কণ্ঠে বল্‌লেন,—তবে তাই হোক্।

ইতিমধ্যে নমিতার মুখের অবগুণ্ঠন অল্পে অল্পে সরে গেল। সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বল্‌লে,—তা হ'তে পারে না বাবা, এ অবস্থায় তোমাকে ফেলে আমি কিছুতেই যেতে পারবো না। তারপর সে মুখখানা অন্য দিকে সরিয়ে নিল।

মণিময় ঈষৎ রুষ্টস্বরে বল্‌লে,—তাহ'লে তো সবই মিটে গেল—আমি এখন উঠি।

সুধীরবাবু ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লেন,—না না, তাকি হয়! তারপর দু'হাত বিস্তার করে কন্যার মুখখানি নিজের মুখের কাছে টেনে এনে মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে বল্‌লেন,—ছিঃ মা! ওকথা বল্‌তে নেই। আমি তো অনেকটা ভাল হয়ে উঠেছি। ভয় কি মা? পূজার ক'দিন বাদে ফিরে এসে দেখ্‌বি আমি সম্পূর্ণ সেরে গেছি। শশুর ঘর করা যে মেয়েদের সৌভাগ্য।

নমিতার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল ঝরে পড়্‌তে লাগ্‌লো। সে আঁচল দিয়ে চোখের জল রোধ করতে চেষ্টা কচ্ছিল ; কিন্তু উদ্দাত অশ্রু সকল বাধা অতিক্রম করে শ্রাবণের ধারার ন্যায় দু'চোখ ছাপিয়ে অবিরত ঝরে পড়্‌তে লাগ্‌লো। মণিময় অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠে গম্ভীর স্বরে

বল্‌লে—যাবার কথায় যখন এত কান্নাকাটি, তখন না যাওয়াই ভাল।

সুধীরবাবুর চোখ দু'টো মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় ভাস্বর হ'য়ে উঠ্‌লো। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য, পরক্ষণেই ক্ষীণ ও কাতর কণ্ঠে বল্‌লেন,—পনেরো বছর যে সব সময় তার পিতাকে আঁকড়ে ধরে আছে, আজ সেই পিতাকে অসুস্থ অবস্থায় ফেলে যেতে তার যে কি মনের অবস্থা হচ্ছে তা তুমি বুঝ্‌বে না মণিময়।

মণিময়ের চোখ দু'টো রোষে ফুলে লাল হ'য়ে উঠ্‌লো। ঠোঁট দু'টো ঈষৎ কেঁপে উঠ্‌লো; পরে কম্পিত কণ্ঠে সে বল্‌লে,—কিছু মনে করবেন না। ওকথার উত্তরে এই বল্‌তে হয় যে, তাহ'লে মেয়ের বিয়ে দেওয়া ঠিক হয় নি। বিয়ে দেওয়ার পর ও কথা বলা চলে না।

সুধীরবাবুর মুখ দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য কথা বাহির হ'ল না। একটা দম নিয়ে তিনি বল্‌লেন—সে তো ঠিক কথা বাবা। তারপর কন্যার মুখখানা ধরে কাতর কণ্ঠে বল্‌লেন,—যাও মা, প্রস্তুত হ'য়ে নাও গে। আশীর্ব্বাদ কর্চ্ছি মনের সুখে স্বামীর ঘর কর গে।

রুদ্ধ-আবেগ বুকে চেপে ধরে নমিতা বল্‌লে,—সে হয় না বাবা। কে তোমায় দেখবে? তারপর তড়িৎস্পৃষ্টের ন্যায় সে খাট্ হ'তে নেমে পড়্‌লো ও ক্ষিপ্র ও কম্পিত পদে পাশের ঘরে প্রবেশ করলে।

সুধীরবাবু ব্যথিত কণ্ঠে বল্‌লেন,—তুমি যাও বাবা, সব ঠিকঠাক করে নাও; দেখ্‌ছো তো আমি অসহায়—অপারক।

মণিময় অবিচলিত কণ্ঠে বল্‌লে,—আমি আর কি ঠিকঠাক করে নেব? যে যাবার, সেই যখন যেতে গররাজী, তখন মিছে চেষ্টা। আমি এখন আসি। ব'লে মণিময় উঠে দাঁড়াল ও দ্বারের দিকে দুই এক পা করে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লো।

আর সুধীরবাবু সম্পূর্ণ অসহায়ের ন্যায় বেদনাতুর আঁখি মেলে চেয়ে রইলেন।

*　　*　　*　　*　　*

মণিময় কেবলমাত্র দরজার বহির্ভাগে পা দিয়ে দাঁড়াল; আর সঙ্গে সঙ্গে নমিতা এসে বল্‌লে—যেও না—দু'টো কথা শুনে যাও।

মণিময় চোখ তুলে নমিতার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। সে মুখখানা যেন বর্ষণক্ষান্ত মেঘের ন্যায় স্থির—অচঞ্চল, তবে ভাবাধিক্যের গুরুত্ব হেতু তখনও বিজলী চমকের ন্যায় মাঝে মাঝে নাতি-দীর্ঘ কপালের উপর দিয়ে ক্ষীণ চিন্তার রেখা ফুটে উঠে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছিল। মণিময় গম্ভীর ভাবে বল্‌লে—বল—কি বল্‌তে চাও?

অবনমিত চোখ দু'টো ঈষৎ উন্নত করে নমিতা বল্‌লে—এইখানে?

আপত্তি কি? ব'লে মণিময় মুখখানা ফিরিয়ে নিল।

নমিতা গম্ভীর ভাবে বল্‌লে—তোমার না থাক্‌তে পারে—কিন্তু আমার আছে।

মণিময় নমিতার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বল্‌লে—কিন্তু তোমার আপত্তিই যে আমাকে মেনে চল্‌তে হ'বে তার কি কোন মানে আছে?

হঠাৎ বৃশ্চিকদংশনে শিউরে উঠে ব্যথিত কণ্ঠে নমিতা বল্‌লে—না—সত্যিই তার কোন মানে নেই—কিন্তু আমার মনে হয়, ঠিক এমনি ভাবে দাঁড়িয়ে আমি যে কথা বল্‌তে চাই সে কথা বলা সঙ্গত হবে না—অন্ততঃ সম্ভ্রমের দিক দিয়ে না—তাতে আত্মমর্য্যাদায় আঘাত লাগ্‌তে পারে।

মণিময় বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠে বল্‌লে—কার সম্ভ্রম—কার আত্মমর্য্যাদা—তোমার—না আমার?

উভয়েরা—নমিতা নীরবে হাতের নখ খুঁটতে লাগ্‌লো।

মণিময় বল্‌লে—সে সম্ভ্রম, সে আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান থাক্‌লে তুমি আজ এমন ভাবে কখনই আমাকে অপমান করতে পারতে না।

নমিতা কোন জবাব দিল না; মুখখানা আঁধার করে দাঁড়িয়ে রইল।

মণিময় বল্‌লে—এর পরেও যে এখানে দাঁড়িয়ে তোমার কথা শুন্‌ছি—এই যথেষ্ট। এখনও বল—কি বল্‌তে চাও—জেনো আমার সময়ের মূল্য আছে।

নমিতা কি বল্‌তে গেল; কিন্তু রুদ্ধ আবেগে ভাষা ফুটে বেরুল না। পরে অতি কষ্টে মাত্র বল্‌লে,—সময়ের মূল্য—বেশ, তোমার সময়ের ক্ষতি আমি করতে চাইনে।

তাহ'লে আমি চল্লাম—ব'লে মণিময় তুই এক পা অগ্রসর হ'ল।

নমিতা কবাট ধরে কম্পমান দেহটাকে আসন্ন আঘাতের হাত থেকে রক্ষা করে মুহূর্ত্তের জন্য স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর চোখ ফিরিয়ে দেখ্‌লে কেহ কোথাও নেই—শুধু বাড়ীর দাসী এসে বল্‌ছে—দিদিমণি এখানে দাঁড়িয়ে—দাদাবাবু কি চলে গেলেন?

নমিতা মুখ চোখ উদ্ভ্রান্তের ন্যায় করে বল্‌লে—চলে গেল—না? তুই যা মোক্ষদা—জামাইবাবুকে ফিরিয়ে নিয়ে আয়—হোক্ বাবার অসুখ। আমি যাব। যা—যা—ডেকে নিয়ে আয়—তবু যে দাঁড়িয়ে রইলি?

মোক্ষদা ভয়ে ভয়ে বল্‌লে,—কিন্তু জামাইবাবু যে চলে গেছেন?

ওঃ চলে গেছেন। আচ্ছা থাক্। ব'লে নমিতা টল্‌তে টল্‌তে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে।

(৪)

পরদিন মণিময় মাকে নিয়ে দেশে রওনা হ'ল।

বাড়ী পৌঁছিতেই বর্ষীয়সী অনেক স্ত্রীলোকই এসে উপস্থিত হ'ল, কৌতূহলপরবশ হয়ে। কেউ বললে—ও দিদি, বৌমা কোথায়? এই শুনলাম ছেলে বৌ নিয়ে আস্‌ছো।

আবার কেউ বল্‌লে—ও মণির মা, বৌমাকে দেখছি না যে। পাড়াগাঁ বলে বুঝি এলেন না?

মণিময়ের মাতা বল্‌লেন,—বৌমা আমার তেমন নয়। বাপের খুব অসুখ—তাই রেখে আস্‌তে হ'ল। তোমরাই বল দিদি—বুড়ো বাপ্‌কে দেখবার তো একজন চাই।

তবুও একজন নাসিকা কুঞ্চিত করে বল্‌লে,—তা হ'লই বা বাপের অসুখ। এমন কি দূর দূরান্তরের রাস্তা যে, দু'চার দিনের জন্যও আসা চল্‌তো না।

সে কথার সমর্থন করে আর একজন বল্‌লে,—এই তো সেবার আমার বৌমার মায়ের কি অসুখটাই না হ'য়েছিল। বিপিন আন্‌তে গিয়ে তো ভেবেই আকুল। বৌমা কিন্তু চলে এলেন হাসি মুখে। আমি বল্‌লাম, এ অবস্থায় তুমি কেন এলে মা। বৌমা বল্‌লেন, তাকি হয় মা, আমার জোরের জায়গা যে শশুড়বাড়ী।

মণিময় এক পার্শ্বে দাঁড়িয়েছিল। কথাগুলি তার অস্থি পঞ্জর ভেদ করে মর্ম্ম-স্থলে গিয়ে পৌঁছে যেন জানিয়ে দিতে লাগ্‌লো—এও বৌ, সেও বৌ।

মণিময়ের মাতা বল্‌লেন,—বে'য়াইয়ের সংসারে ঐ এক মেয়ে ছাড়া যে দ্বিতীয় মানুষ নেই। অসময়ে দেখবার জন্যই তো লোক ছেলে মেয়ে কামনা করে।

একজন একটু ব্যঙ্গস্বরে বল্‌লে, ও কথা বলো না দিদি। ঈশ্বর না করুন, আজ যদি তোমারই একটা বড় অসুখ হ'য়ে পড়তো; তাহ'লে বাপের অসুখ বলে কি আর রেহাই দিতে? তা নয় দিদি, পাড়াগাঁয় আসার নাম হ'লে সহুরে মেয়েরা ছল ছুতোই খুঁজে বেড়ায়—এ তো আবার বাপের অসুখ।

মণিময়ের মাতা বিমর্ষমুখে বল্‌লেন,—বৌমা আমার একেবারেই তেমন নয়। দেখাতে পারলাম না দিদি, কি করবো। আশীর্ব্বাদ কর—মণি আর বৌমা বেঁচে থাক ও মনের সুখে ঘর সংসার করুক। আমার আর ক'দিন।

তাতো বটেই—তাতো বটেই—বল্‌তে বল্‌তে সকলেই একে একে চলে গে'ল।

*   *   *   *   *

পরদিন—

গ্রামের মাতঙ্গিনী ঠাকরুণ এলেন দেখা করতে, সঙ্গে করে নিয়ে একটী বিধবা যুবতী।

যুবতীর বয়স্‌ আঠার উনিশ, সুন্দর ছিপ ছিপে চেহারা; যাকে

বলে তন্বী। পরণে ছিল তার ধোবদস্থ কাপড়, মুখখানা ঈষৎ অবগুণ্ঠনে ঢাকা—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিরাভরণ। যুবতীটী জড়সড় হয়ে মাতঙ্গিনী ঠাকরুণের একপার্শ্বে এসে দাঁড়াল, নিজ রূপসৌন্দর্য্য জোর করে চেপে ধরে; কিন্তু তবুও যেন তার দীপ্তপ্রভা চারিদিকে ঠিক্‌রে পড়তে লাগ্‌ল।

মণিময়ের মাতা তখন পুত্রের সঙ্গে কি কথা কইছিলেন। হঠাৎ মাতঙ্গিনী ঠাকরুণের আগমনে তিনি বল্‌লেন,—এস—এস দিদি। কেমন আছ? এ মেয়েটী কে? তারপর দুঃখার্দ্র কণ্ঠে বল্‌লেন,—আহা; এত অল্প বয়সে—সঙ্গে সঙ্গে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিঃশব্দে কি যেন চিন্তা করতে লাগ্‌লেন।

মাতঙ্গিনী ঠাকরুণ গলাটা কাঁপায়ে বল্‌লেন,—আর দিদি; গঙ্গা মুখো পা হয়েছে, এখন গেলেই হয়। মাঝখান থেকে অভাগী এসে ঘাড়ে পড়লো। ফেল্‌বারও নয়—গিলবারও নয়। ত্রিকুলে কোথাও ঠাঁই জুটলো না। আছে মাতঙ্গিনী ঠাকরুণ—ছাই ফেল্‌তে ভাঙা কুলো—কাজে লেগে গেল।

মণিময়ের দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ ছিল মেয়েটীর উপর, যেন বুভুক্ষুর ন্যায় হাঁ করে সে তার রূপসৌন্দর্য্য পান করছিল। কৌতূহলী মেয়েটীরও নয়নযুগল স্থির ছিল না, ভেসে বেড়াতে লাগলো ঘোমটার ফাঁকে ফাঁকে অনুসন্ধিৎসু—উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে। দুই একবার চোখে চোখে মিলন হ'বার সঙ্গে সঙ্গে সে অবগুণ্ঠনটা আরো বেশী করে মাথার উপর টেনে দিল।

মাতঙ্গিনী ঠাকরুণ বল্‌লেন,—আঃ কপাল! মণিকে দেখে আবার একগলা ঘোমটা দিচ্ছিস্—ও যে সম্পর্কে তোর দেওর হয়। দেখ দিদি, একবার সরোর কাণ্ড কারখানা।

মণিময়ের মাতা একটু হেসে বল্লেন, চেনাশুনা নেই, লজ্জা হয় বৈকি। আহা! এমন মেয়ের কপালে এমনও ঘটে!

মাতঙ্গিনী ঠাকরুণ গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্লেন,—ওর পোড়া অদৃষ্ট দিদি—তাই কপালে সইলো না। ও আমাদের নিতাইয়ের বৌ—নিতাইয়ের কথা তো তোমার মনে আছে।

উত্তরে মণিময় বল্লে,—ওঃ নিতাই দা! কি আমুদে লোকই না ছিলেন। কি হ'য়েছিল তাঁর?

মাতঙ্গিনী ঠাকরুণ বল্লেন,—কি আর হবে? অমন অবস্থা—নেশা-ভাঙ করে সব উড়িয়ে দিল; শেষে অভাগীকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে গেল।

মণিময় নীরবে কি চিন্তা করতে লাগলো। মাতা সহানুভূতি দেখিয়ে বল্লেন,—সত্যি দিদি, নিতাইয়ের গায়ে অসুরের মত জোর ছিল। কি চেহারা! সে যে এত শীগগির চলে যাবে—একথা কেউ কোনদিন ভাবতেও পারেনি। একমাত্র ভরসা—তুমি আছ।

আর দিদি! আমার থাকা না থাকা দুই সমান। যম যে কেন ভুলে আছে বুঝতে পারি নে। একে ওর সোমত্ত বয়েস, তায় পাড়াগাঁ জায়গা—সদাই ভয় হয় ওকে নিয়ে। তাই বল্ছিলাম কি—তোমার তো লোকের অভাব—বৌমা তোমার ছেলে মানুষ—সরোকে না হয় এবার তোমার সঙ্গে পাঠিয়ে দেব।

মণিময়ের মাতার মনটা কেমন ছ্যাঁক্ করে উঠ্লো, বল্লেন,—কিন্তু তোমার তো তাহ'লে কষ্ট হবে দিদি। বুড়ো বয়সে যা হ'ক দু'টো রাঁধা ভাত পাচ্ছো।

বলে তন্বী। পরণে ছিল তার ধোবদস্থ কাপড়, মুখখানা ঈষৎ অবগুণ্ঠনে ঢাকা—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিরাভরণ। যুবতীটী জড়সড় হয়ে মাতঙ্গিনী ঠাকরুণের একপার্শ্বে এসে দাঁড়াল, নিজ রূপসৌন্দর্য্য জোর করে চেপে ধরে; কিন্তু তবুও যেন তার দীপ্তপ্রভা চারিদিকে ঠিক্‌রে পড়্‌তে লাগ্‌ল।

মণিময়ের মাতা তখন পুত্রের সঙ্গে কি কথা কইছিলেন। হঠাৎ মাতঙ্গিনী ঠাকরুণের আগমনে তিনি বল্‌লেন,—এস—এস দিদি। কেমন আছ? এ মেয়েটী কে? তারপর দুঃখার্দ্র কণ্ঠে বল্‌লেন,—আহা; এত অল্প বয়সে—সঙ্গে সঙ্গে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিঃশব্দে কি যেন চিন্তা করতে লাগ্‌লেন।

মাতঙ্গিনী ঠাকরুণ গলাটা কাঁপায়ে বল্‌লেন,—আর দিদি; গঙ্গা মুখো পা হয়েছে, এখন গেলেই হয়। মাঝখান থেকে অভাগী এসে ঘাড়ে পড়্‌লো। ফেল্‌বারও নয়—গিলবারও নয়। ত্রিকূলে কোথাও ঠাঁই জুটলো না। আছে মাতঙ্গিনী ঠাকরুণ—ছাই ফেল্‌তে ভাঙা কুলো—কাজে লেগে গেল।

মণিময়ের দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ ছিল মেয়েটীর উপর, যেন বুভুক্ষুর ন্যায় হাঁ করে সে তার রূপসৌন্দর্য্য পান করছিল। কৌতূহলী মেয়েটীরও নয়নযুগল স্থির ছিল না, ভেসে বেড়াতে লাগলো ঘোমটার ফাঁকে ফাঁকে অনুসন্ধিৎসু—উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে। দুই একবার চোখে চোখে মিলন হ'বার সঙ্গে সঙ্গে সে অবগুণ্ঠনটা আরো বেশী করে মাথার উপর টেনে দিল।

মাতঙ্গিনী ঠাকরুণ বল্‌লেন,—আঃ কপাল! মণিকে দেখে আবার একগলা ঘোমটা দিচ্ছিস্—ও যে সম্পর্কে তোর দেওর হয়। দেখ দিদি, একবার সরোর কাণ্ড কারখানা।

মণিময়ের মাতা একটু হেসে বল্‌লেন, চেনাশুনা নেই, লজ্জা হয় বৈকি। আহা! এমন মেয়ের কপালে এমনও ঘটে!

মাতঙ্গিনী ঠাকরুণ গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌লেন,—ওর পোড়া অদৃষ্ট দিদি—তাই কপালে সইলো না। ও আমাদের নিতাইয়ের বৌ—নিতাইয়ের কথা তো তোমার মনে আছে।

উত্তরে মণিময় বল্‌লে,—ওঃ নিতাই দা! কি আমুদে লোকই না ছিলেন। কি হ'য়েছিল তাঁর?

মাতঙ্গিনী ঠাকরুণ বল্‌লেন,—কি আর হবে? অমন অবস্থা—নেশা-ভাঙ করে সব উড়িয়ে দিল; শেষে অভাগীকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে গেল।

মণিময় নীরবে কি চিন্তা করতে লাগলো। মাতা সহানুভূতি দেখিয়ে বল্‌লেন,—সত্যি দিদি, নিতাইয়ের গায়ে অসুরের মত জোর ছিল। কি চেহারা! সে যে এত শীগগির চলে যাবে—একথা কেউ কোনদিন ভাবতেও পারেনি। একমাত্র ভরসা—তুমি আছ।

আর দিদি! আমার থাকা না থাকা দুই সমান। যম যে কেন ভুলে আছে বুঝতে পারি নে। একে ওর সোমত্ত বয়েস, তায় পাড়াগাঁ জায়গা—সদাই ভয় হয় ওকে নিয়ে। তাই বল্‌ছিলাম কি—তোমার তো লোকের অভাব—বৌমা তোমার ছেলে মানুষ—সরোকে না হয় এবার তোমার সঙ্গে পাঠিয়ে দেব।

মণিময়ের মাতার মনটা কেমন ছ্যাঁক্ করে উঠ্‌লো, বল্‌লেন,—কিন্তু তোমার তো তাহ'লে কষ্ট হবে দিদি। বুড়ো বয়সে যা হ'ক দু'টো রাঁধা ভাত পাচ্ছো।

তাতো পাচ্ছি দিদি ; কিন্তু তাই বলে ওর আখেরের দিকেও তো চাইতে হ'বে। তবু তোমার কাছে থাকলে সত্যিই আমি নিশ্চিন্ত হই দিদি।

য়র মাতা আর কি করেন, অবশেষে বললেন,—আচ্ছা, দেখা ফিরবার তো এখনও দেরী আছে।

নী ঠাকরুণ বললেন,—আমি কিন্তু নিশ্চিন্ত রইলাম দিদি।

তোমাকে করতেই হ'বে।

য়র মাতা হাসতে হাসতে বললেন,—আচ্ছা, তাই হ'বে।

৫

মাতঙ্গিনী ঠাকরুণ একদিন মণিময় ও তার মাকে নিগমন্ত্রন করলেন্।

সরমা সকাল হ'তে বিপুল উৎসাহে রান্না সুরু করে দিল। মাতঙ্গিনী ঠাকরুণেরও তত্ত্বাবধানের ক্রটী ছিল না। ভাল রাঁধুনী বলে তাঁর গ্রামের মধ্যে বেশ একটু খ্যাতি ছিল। কাজেই এক্ষেত্রে যাতে তার কোন ব্যতিক্রম না ঘটে সে দিকে তাঁর সবিশেষ লক্ষ্য ছিল।

মণিময় সকাল সকাল এসে হাজির হ'ল। মাতঙ্গিনী ঠাকরুণ বল্লেন,—ওরে সরো, মণিময় এসেছে।

মণিময় বল্লে,—এত ব্যস্ত কেন দিদিমা? বেশী তাড়া দিলে হয়তো তরকারীত নুন দিতেই ভুল হ'য়ে যাবে।

তা যা বলেছিস ভাই। একে তো তোকে দেখ্লেই লজ্জায় একেবারে জড়সড় হ'য়ে পড়ে। তবে কি বা রান্না হ'চ্ছে যে ভুল হ'য়ে যাবে।

সত্যি কি রান্না হ'চ্ছে, দিদিমা?

বেশ তো দেখেই আয় না। সরো তো আর তোর ভাদ্দর-বৌ নয়।

মণিময় হাস্তে হাস্তে রান্নাঘরের দিকে গেল ও দাওয়ায় উঠ্তে উঠ্তে বল্লে,—কি রাঁধ্ছো বৌদি?

সরমা ঝাঁ করে মাথার উপর সামান্য একটু ঘোমটা তুলে দিয়ে নিজ কার্য্যে মন দিল, আর তার মুখখানা দেখাতে লাগলো প্রভাত বায়ুতাড়িত সদ্য ফোটা ফুলের মত—আনত ও ব্রীড়াময়ী।

মণিময় একটু ইতস্ততঃ করে বল্‌লে—আমি এলাম বৌদি রান্নার খবর নিতে, আর তুমি কিনা মুখ ফিরিয়ে বসে রইলে—এমন কি মুখের কথা—বস্‌তে পর্য্যন্ত বল্‌লে না। নেমতন্ন কোরে এনে এমন অপমান করবে জান্‌লে কখনই আমি আসতাম না।

সরমা মুখ চোখ লাল করে অপ্রতিভ কণ্ঠে বল্‌লে,—হাতটা সক্‌ড়ী ছিল ঠাকুরপো। পরে হাতটা ধুয়ে ফেলে তাড়াতাড়ি একখানা খুরসী এগিয়ে দিল।

মণিময় বস্‌তে বস্‌তে বল্‌লে,—কিন্তু মুখতো আর সক্‌ড়ী ছিল না বৌদি।

সরমার মুখের উপর দিয়ে এক ঝলক হাসির বিজলী খেলে গেল, সে আরক্ত মুখে বল্‌লে,—কি যে বল ঠাকুরপো।

মণিময় এবার হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে,—সত্যি বৌদি, ভাল রাঁধুনী যারা তাদের হাত ও মুখ দুই চলে—হাত ব্যস্ত থাকে রন্ধন কার্য্যে—আর মুখ ব্যস্ত থাকে রন্ধন দ্রব্য চাক্‌তে।

সরমা হাসির বেগ চাপ্‌তে না পেরে খিল খিল করে হেসে উঠ্‌লো।

মণিময় বল্‌লে,—আচ্ছা তুমিই বল বৌদি, এ সত্যি কি না!

সরমা আয়ত চক্ষু যুগল ডাগর ডাগর করে বল্‌লে,—হাঁ তুমি যেন দেখতে গিয়েছিলে?

মণিময় বল্‌লে, তুমি স্বীকার করছো না বৌদি; কিন্তু ছেলেবেলায়

বাড়ীর কাজকর্ম্মে মা রাঁধতে রাঁধতে ছুটে এসে আমায় ডেকে নিয়ে গিয়ে বল্‌তেন,—দেখ্‌তো তরকারীটা চেকে—নুন ঝাল সব ঠিক হ'ল কি না। আমিও চাক্‌তে সুরু করে দিতাম। তাহ'লে বোঝা যাচ্ছে বৌদি, তরকারী রেঁধে চাকার লোক একজন চাইই—চাই। কিন্তু যেখানে সে লোক নেই, সেখানে নিজে চাকা ভিন্ন—বুঝ্‌লে কিনা বৌদি—

সরমা বাধা দিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে,—থাক ঠাকুরপো, অনেক হ'য়েছে। তোমার ও ওকালতির জেরার উত্তর দেবার ক্ষমতা আমার নেই। ঐ যা, মাছের কালিয়ায় নুন দিলাম কিনা মনে পড়্‌ছে না তো—বলে সরমা যেন গভীর চিন্তামগ্ন হ'য়ে পড়্‌লো।

মণিময় হেসে উঠে বল্‌লে,—কেমন, হ'ল তো বৌদি? আমার কথা একেবারে বেদবাক্য—হাতে হাতে ফলে গেল। এবার হয় নিজে চাক্‌তে হ'বে—

মাছের কালিয়া চাক্‌বো আমি?

ওঃ! তাও তো বটে। তাহ'লে তো বৌদি তোমাকে আমার শরণাপন্ন হ'তেই হ'ল।

সত্যি ঠাকুরপো, একটু চেকেই দেখনা? কৈ—ধর।

অগত্যা মণিময় বিনা বাক্যব্যয়ে হাতখানা বাড়িয়ে দিল।

সরমা হাতায় করে একটু তুলে ফুঁ দিতে দিতে মুখখানা লাল করে বল্‌লে,—একটু সবুর কর। একেবারে যে জিভ দিয়ে জল পড়ে যাচ্ছে। দেখ্‌ছো না গরম্‌—হাত পুড়ে যাবে যে। তারপর "নাও বলে" মণিময়ের হাতে ঢেলে দিল।

মণিময় চেকে বল্লে,—বাঃ, ভারী সুন্দর হয়েছে—সুন—ঝাল সব ঠিক। এমন চাকনদার কিন্তু তুমি আর পাবে না বৌদি।

সরমা ফিক্ করে একটু হেসেই বল্লে,—তা বটে, বিশেষ যখন ছেলে বেলা থেকেই তুমি চেকে চেকে বেড়াচ্ছ।

মণিময় মুখখানা তুলে একবার বৌদির মুখের দিকে চেয়ে দেখ্লে।

সরমা তাড়াতাড়ি বল্লে—তারপর বৌ কেমন হ'ল? ভালই হয়েছে নিশ্চিত, দেখে শুনে পছন্দ করে যখন বিয়ে করেছ্।

মণিময় গম্ভীর ভাবে বল্লে, সে কথায় আর কাজ নেই বৌদি।

কথাগুলো সরমার মনের কোণে কোথায় গিয়ে যেন বেসুরো বেজে উঠ্লো। সে বল্লে,—সে কি ঠাকুরপো! এত ভাল চাকনদার হয়ে কি নিজের বেলায় ভুল করে ফেল্লে? তা অমন হয়—কথায় বলে ঘরামীর মটকা আল্গা।

মণিময় অবাক হ'য়ে বৌদির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

সরমা বল্লে,—তা আর কি করবে ঠাকুরপো? এখন শিখিয়ে পড়িয়ে মনের মত করে নাও।

মণিময় উদাসীন ভাবে বল্লে, সে আমার ক্ষমতায় নয় বৌদি। তবে ভরসা এই তোমার কাছে থেকে যদি কোন দিন সে মানুষ হ'তে পারে।

আত্মপ্রশংসায় সরমার চোখ দু'টো প্রোজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্লো। বিস্ময় প্রকাশ করে বল্লে,—কি বল্ছো ঠাকুরপো!

মণিময় বল্লে,—সত্যি বৌদি, মা বল্ছিলেন তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন।

তাই নাকি? কিন্তু—

মণিময় বল্‌লে,—বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?

তা নয়, তবে আমি হ'লাম মুখ্যু পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, আর সে হ'ল লেখাপড়া জানা সহুরে মেয়ে।

তা হোক্ বৌদি, সে তোমার কড়ে আঙ্গুলেরও যোগ্য নয়।

এমন সময় মাতঙ্গিনী ঠাকরুণ এসে পড়লেন ও বল্‌লেন, আর দেরী কত? মণির যে সকাল সকাল খাওয়া অভ্যেস।

এই যে হয়ে গেছে। বলে সরমা ঠাঁই করতে চলে গেল।

(৬)

এক সপ্তাহ পরে মণিময় মাতাকে নিয়ে চুঁচড়ায় ফিরে এল, সঙ্গে এল সরমা। মণিময়ের মাতার আদৌ ইচ্ছা ছিল না সরমাকে নিজের কাছে এনে রাখ্তে; কিন্তু মাতঙ্গিনী ঠাকরুণের বিশেষ অনুরোধ তিনি শেষ পর্য্যন্ত উপেক্ষা করে চল্‌তে পারলেন না।

চুঁচড়াঁর বাড়ীতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরমা সমস্ত কাজ নিজ হাতে তুলে নিল। মণিময়ের মাতা কত বাধা দিতেন; কিন্তু সে কোন ওজোর আপত্তি শুনতো না। ক্রমে ক্রমে নিজ কর্ম্মনৈপুণ্যে সে তাঁকেও পর্য্যন্ত নিজ আয়ত্তের মধ্যে এনে ফেল্‌লে।

এ ছাড়া মণিময়ের খুঁটিনাটি সমস্ত কাজ নিয়মিত ভাবে এমনই নিপুণতার সহিত সে করে যেত যে, মণিময় কোথা দিয়েও একটু ত্রুটী খুঁজে পেত না। পূর্ব্বে আইনের পুস্তকগুলি এলোমেলো ভাবে টেবিলের উপর পড়ে থাকতো। আজ কাল কোর্ট হ'তে ফিরে এসে সে দেখ্‌তে পায় বইগুলি টেবিলের উপর গুচ্ছাকারে সাজান। সর্ব্বত্রই সর্বদিকেই একখানা নিপুণ হস্তের কারিকুরী তার চোখের সাম্‌নে ভেসে বেড়াত।

সময় সময় বৌদির অদৃষ্টের কথা ভেবে মণিময়ের প্রাণে ব্যথার রেখা ফুটে উঠ্‌তো। মনে হ'ত এমনই একটা অমূল্য জীবন বিফলে চলে যাবে, আত্মাহুতি দিয়ে—নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়ে পরের সেবায় —পরের তৃপ্তি সাধনে। কিন্তু বিধবা রমণীর তা ছাড়া আর কি কাম্য থাকতে পারে? ওঃ কি কষ্ট! মনের সহস্র সহস্র বাসনা যা যৌবনের

নূতন আকর্ষণে মাথা খাড়া করে ওঠে, তাকে সবলে নিষ্পেষিত করে সংসারের বুকে চলা ফেরা করতে হবে। গভীর সমবেদনায় মণিময়ের প্রাণটা আকুল হয়ে উঠ্‌তো।

সে দিন কোর্ট হ'তে ফেরার পর সরমা খাবারের থালা ও গ্লাস হাতে করে মণিময়ের সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। মণিময় বল্‌লে,—আচ্ছা বৌদি, তোমার কি কোন কাজে একটুও ভুল হয় না?

থালাখানা ও গ্লাসটা টেবিলের উপর রাখ্‌তে রাখ্‌তে সরমা বল্‌লে,—এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে ঠাকুরপো? তুমি যে মক্কেলদের কাজ কর—কোন্ দিন কোন্ এজলাসে কার মকর্দ্দমা—কোন্ সময় উপস্থিত থাক্‌তে হ'বে—এ সব কি তোমার ভুল হয়?

তুমি এত খোঁজও রাখ বৌদি—বলে মণিময় খিল্ খিল্ করে হাস্‌তে লাগ্‌লো। তারপর বল্‌লে,—তুমি আবার বল বৌদি যে, তুমি শিক্ষিতা নও। আজকালকার অনেক শিক্ষিতা মেয়ের তুমি কাণ কেটে দিতে পার।

বৌদি হাস্‌তে হাস্‌তে বললে,—পারি—না?

নিশ্চিতই পার বৌদি—সে কথা আর বল্‌তে।

কিন্তু সকলের নয়—কেমন?

কেউ বাদ যাবে না—বৌদি।

একজন অবশ্য বাদে। সে পথ খোলসা রেখেই বোধ হয় "অনেক" কথাটা ব্যবহার করেছ?

মণিময় বিস্মিত হ'য়ে তাকিয়ে রইলো; পরে বল্‌লে,—এখন না হয় স কথা প্রত্যাহার করে নিচ্ছি।

জজে কিন্তু সে কথা মেনে নেবে না ঠাকুরপো।

মণিময় খিল্ খিল্ করে হেসে উঠ্‌লো।

সরমা বল্‌লে,—একেবারে যে হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে দিলে ঠাকুরপো?

উপায় কি বৌদি—তোমর কথায় যে না হেসে থাকা যায় না।

এখনই এই, নমিতা এলে তো আর হাসি রাখ্‌বার জায়গাই খুঁজে পাবে না। বেশী হাসি কিন্তু ভাল নয়।

নমিতার নামোল্লেখে মণিময়ের মুখ হ'তে হাসির ফোয়োরা যেন নিঃশেষ হয়ে গেল। সে বৌদির মুখের দিকে ব্যথিত করুণ চাহনি নিক্ষেপ করে চেয়ে রইলো।

সরমা গম্ভীর স্বরে বল্‌লে,—এবার নমিতাকে নিয়ে এস। এখন তো বাপের অসুখ ভাল হয়ে গেছে। যাঃ, ওদিকে বোধ হয় ডালের জল শুকিয়ে গেল। বলে তুড় তুড় করে সরমা ঘর ছেড়ে চলে গেল।

মণিময় অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলো। খাবারের থালা সামনেই ছিল। সে দিকে মণিময়ের দৃষ্টি ছিল না। সে নীরব নিস্পন্দ হ'য়ে আকাশ পাতাল চিন্তা করতে লাগ্‌লো।

কিছুক্ষণ পরে সরমা ফিরে এসে বল্‌লে,—এখনও খাওনি? এদিকে যে লুচিগুলো জুড়িয়ে গেল।

মণিময় অপ্রতিভ হয়ে বল্‌লে,—তাই তো কেমন ভুল হয়ে গেছে।

তুমি হাসালে ঠাকুরপো। সাম্‌নে খাবার রেখে কারো ভুল হয় নাকি? তারপর মৃদু হেসে পানের ডিবাটা টেবিলের উপর রেখে ধীর ও মন্থর গতিতে ঘর ছেড়ে চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল,—আর যেন খাবার কোলে করে বসে ভেব না—উপস্থিত বাড়ীতে নেই ঠাকুরপো।

(৭)

দিনের পর দিন এইরূপ সামান্য সামান্য ঘটনার মধ্য দিয়ে মণিময়ের সময় কেটে যেতে লাগ্‌লো। আর তার আকর্ষণটা ততই যেন বৌদির উপর বদ্ধমূল হয়ে পড়তে লাগ্‌লো। তুচ্ছ খুঁটিনাটি ঘটনা যাহা সংসারে দিন রাত ঘটে, অথচ কেহই গ্রাহ্যের মধ্যে আন্‌তে চায় না, তারই মধ্য দিয়ে ভালবাসা অলক্ষ্যে নিজের মোহজাল বিস্তার করে দেখা দেয় এ চিন্তা কারো স্মরণ-পথেও পড়ে না।

এক্ষেত্রেও সেই চিরন্তন ধারার কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। মণিময় যে জিনিষটা তুচ্ছ উপেক্ষার বিষয় বলে মনে করেছিল, সেই জিনিষই যে কোন দিন তার নিকট গভীর ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়াবে তা সে কল্পনায়ও আন্‌তে পারে নি। মণিময় সময় সময় চম্‌কে উঠ্‌তো; আর ভাব্‌তো—সে যেন দিনের পর দিন ধাপে ধাপে নেমে চলেছে—কোথায় কতদূরে যে তার পরিসমাপ্তি তা যেন সে নিজেই জানে না।

ঠিক এই ভাবনা মাথায় নিয়ে সে দিন মণিময় বাড়ী ফির্‌লো—সন্ধ্যার কিছু পরে ও নিঃশব্দে কোর্টের পোষাক ছেড়ে বৈঠকখানা ঘরে এসে বস্‌লো। এমন ভাবে দোটানার মধ্যে থেকে তার জীবনটা যেন হাঁপানী রোগীর ন্যায় দিনরাত হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে উঠ্‌ছিল। তাই সে আজ মনস্থ করেই এসেছিল একটা বোঝা পড়া করে ফেল্‌তে হ'বে—

যেমন ভাবেই হোক্ না কেন। যদি ডুব্‌তেই হয়, ডুব্‌বে; কিন্তু তবুও সে চায় নিজেকে মুক্তি দিতে—নিজের পথ বেছে নিতে। সংশয়ও সন্দেহের মাত্রা বাড়িয়ে তুলে সে আর একদিনও চল্‌তে রাজী নয়।

ঘড়ির কাঁটার ন্যায় যে তার নির্দ্ধারিত সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করে যেত, সেই সরমাও আজ ভেবে পেলে না—কেন আজ ঠাকুরপোর ফিরতে এত দেরী হচ্ছে? রান্নাঘরের কাজ সেরে সে ধীর ও মন্থর গতিতে বৈঠকখানা ঘরের দিকে অগ্রসর হ'ল ও দরজায় পা দিয়ে থম্‌কে দাঁড়াল। মণিময় নিজ চিন্তায় বিভোর ছিল—বৌদির আগমন সে অনুভব করতে পারলে না। সরমা নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে স্মিত হাস্যে বল্‌লে—কি ভাবছো ঠাকুরপো?

মণিময় উৎফুল্ল হয়ে বল্‌লে—তোমারই কথা বৌদি—একেই বলে providential—

সরমা কৃত্রিম রাগভরে মুখখানা ফিরিয়ে নিয়ে বল্‌লে—না হয় আমি ইংরাজী জানিনে ঠাকুরপো—তাই বলে—

সাময়িক উত্তেজনায় ঝোঁকের মাথায় মণিময় বৌদির হাত দু'খানা বিপুল আবেগে চেপে ধরে ভাব বিজড়িত কণ্ঠে বল্‌লে—সত্যিই বলছি বৌদি তোমার ভাবনা—তুমি কি বুঝ্‌তে পার না?

একটা বিপুল ঝাঁকুনি দিয়ে হাত দু'খানা মুক্ত করে নিয়ে সরমা বল্‌লে—ছিঃ ঠাকুরপো! তারপর উত্তরের কোন প্রতীক্ষা না করে দ্রুত গতিতে সে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

মণিময় হতভম্বের ন্যায় চেয়ে রইলো, উদাস সকরুণ দৃষ্টি তুলে—যতক্ষণ না সে দৃষ্টিপথের অন্তরালে গিয়ে দাঁড়াল। আর মনের মধ্যে

এই প্রশ্ন বার বার আঘাত করতে লাগ্‌লো—তবে কি আমি এত দিন ভুলই বুঝে এসেছি?

মণিময় ধীরে ধীরে চেয়ারে বসে পড়্‌লো ও গালে হাত দিয়ে কত রকম চিন্তা সুরু করে দিল। কিন্তু ব্যর্থতার ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে কে যেন তাকে জানিয়ে দিতে লাগ্‌লো—স্ত্রী চরিত্র বড়ই দুর্জ্ঞেয়—সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে এসেও কোন রকমে ধরা দেয় না—দিতে চায় না। কিন্তু কি চায় সে?

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সশব্দে সরমা ঘরে ঢুকলো, তার চিন্তা ধারায় বাধা দিয়ে। মণিময় তাকিয়ে দেখ্‌লে—বৌদির এক হাতে একখানা খাবারের রেকাবী—অপর হাতে এক গ্লাস জল—আর মুখখানা যেন স্বচ্ছ—সুন্দর—উদ্বেগহীন।

সরমা টেবিলের উপর রেকাবী ও গ্লাসটী সযত্নে রেখে দিয়ে মৃদু হাসির রেখা অধরে ফুটিয়ে তুলে বল্‌লে—বসে বসে ভাব্‌লে তো আর পেট ভরবে না। মুখও চলুক—ভাবনাও চলুক—নচেৎ যে একটা ইন্দ্রিয় খোরাক অভাবে দুর্ব্বল হয়ে পড়্‌বে।

মণিময় উদাস ও ক্ষীণস্বরে বল্‌লে—কিন্তু ঐ এক চিন্তাই যে সকল ইন্দ্রিয়কে দুর্ব্বল করে ফেলে বৌদি—খোরাক কোন মতেই যেন কার্য্যকরী হতে চায় না।

ঈষৎ অপসারিত মাথার কাপড়ের খুঁটটুকু সংযত করে দিতে দিতে সরমা বল্‌লে—তা জানি গো জানি—এখন যা বল্‌ছি করে যাও—একটা ইন্দ্রিয় তো সবল হ'য়ে উঠুক—তারপর না হয় অন্য ইন্দ্রিয়ের ভাবনা ভেবো।

মণিময় নিঃশব্দে খাওয়া সুরু করে দিল।

সরমা এবার মুচ্‌কি হেসে বল্‌লে—এখন বল তো ঠাকুরপো—আমার জন্য সত্যিই তোমার কি ভাবনা?

মণিময়ের মুখ দিয়ে প্রথমটা কোন কথা সরলো না—ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে সে চেয়ে রইলো—দৃষ্টি অর্থহীন—আবেগ মাখা। তারপর বার দুই বিড়্ বিড়্ করে বল্‌লে—ভাবনা—ভাবনা।

বিদ্যুৎবিকাশের ন্যায় সরমা চোখমুখ রাঙিয়ে তুলে বল্‌লে—এই তোমার ভাবনা ঠাকুরপো—যার স্বরূপ কি নিজেই তুমি জান না। তার চেয়ে নমিতাকে নিয়ে এস—সকল ভাবনার অবসান হ'য়ে যাবে।

মণিময় বিস্ময় প্রকাশ করে বল্‌লে—কি বল্‌ছো বৌদি? পরক্ষণেই চোখ দু'টো তার ধক্ ধক্ করে জ্বলে উঠ্‌লো ও সুতীব্র কণ্ঠে বল্‌লে—ভালবাসা মনের নিজস্ব সম্পত্তি—তাকে জোর করে বিভিন্নমুখী করা যায় না।

সরমাও ততোধিক উষ্ণকণ্ঠে বল্‌লে—তা যায় না সত্যি; কিন্তু—না—হাঁ—তবু—না—তুমিই বল ঠাকুরপো—কি করতে চাও?

মণিময় ভীত ও কম্পিতকণ্ঠে ডাক্‌লে,—বৌদি।

বল—বল ঠাকুরপো—তোমাকে বল্‌তেই হ'বে। ছিঃ? এত দুর্বল—এত কাপুরুষ তুমি! সরমার সমস্ত দেহটা থর থর করে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো, আর চোখের তীব্র জ্বালাময়ী দৃষ্টি শাণিত ছুরিকার ন্যায় ঝক্ ঝক্ করে উঠ্‌লো।

মণিময় ছুটে এসে বৌদির কম্পমান দেহটাকে বিপুল আবেগে চেপে ধরে স্নিগ্ধ কোমল স্বরে ডাক্‌লে—বৌদি। সরমা উত্তর দিল না—

চোখ দু'টো নিমীলিত করে নিজেকে সম্পূর্ণ তার আয়ত্তের মধ্যে ছেড়ে দিল।

ঠিক এমন সময় মণিময়ের মাতা বাহির হ'তে ডাকলেন,—সরমা—

এই যে—যাই। বলে বিপুল ঝাঁকুনী দিয়ে সরমা উঠে পড়লো ও টলতে টলতে একেবারে রান্নাঘরে প্রবেশ করলে।

মণিময়ের মাতা নীরবে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের ঘরে এসে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন।

সুগৃহিণী বলে মনে মনে তাঁর একটা ধারণা ছিল। সেই ধারণার মূলে আজ কে যেন কুঠারাঘাত করে তাঁকে সচেতন করে দিল। মর্ম্মান্তিক অন্তর্দাহনে তিনি মুসড়ে পড়লেন।

কিন্তু উপায় কি? তিনিই তো সরমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। আবার তিনিই তো তাকে সর্ব্ব বিষয়ে প্রশ্রয় দিয়ে নিজের বিপদ স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছেন। বিষবৃক্ষ নিজ হাতে রোপণ করে আজ যখন তার শিকড় মাটীতে দৃঢ়ভাবে গ্রথিত হ'য়ে গেছে, তখন তার মূল উৎখাত করা কি সম্ভব? নিজ অবিমৃষ্যকারিতার ফলে আজ তাঁর সোণার সংসার বিষে ভরে উঠেছে। অমন দুর্গা প্রতিমার ন্যায় বৌ পর হয়ে গেল। পুত্র ভ্রমক্রমেও তাকে আনতে চায় না—বললেও কথা কাণে তোলে না।

দুর্ভাবনায় মাতার শরীর ভেঙ্গে পড়লো। ঐ এক দুর্ব্বহ চিন্তা মাথায় ধরে তিনি দিন কাটাতে লাগলেন, শুধু শেষের দিনের প্রতীক্ষায় —যে দিন এক লহমায় সকল ভাবনার অবসান হ'য়ে যাবে।

তবু মায়ের প্রাণ বোঝে না। সে দিন কি মনে করে আবার তিনি

বল্‌লেন,—বৌমাকে একবার নিয়ে আয় বাবা। আমার শরীরের অবস্থা দিন দিন যে রকম হচ্ছে, তাতে বৌ নিয়ে ঘর করা বোধ হয় আমার ভাগ্যে নেই।

মণিময় বল্‌লে,—আন্‌তে গিয়ে একবার অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছি। তুমি কি বল্‌তে চাও ফের অপমানিত হয়ে ফিরে আসি ?

মাতা বল্‌লেন,—সেবার বাপের অসুখ ছিল। এখন তো তিনি সেরে উঠেছেন।

মণিময় বল্‌লে,—সে তো লোকের মুখে শোনা কথা—গেলেই আবার হয় তো নতুন কোন অসুখের কথা শুন্‌তে হ'বে।

ছিঃ বাবা! আকাশে খুঁটি দিয়ে কি কেউ ঘর করে ?

সরমা সেখানে উপস্থিত ছিল। সে বল্‌লে,—সত্যি ঠাকুরপো, কবে কি হয়ে গেছে, তাই মনের মধ্যে গিরো দিয়ে বসে থাকা কি ঠিক ? তুমি আজই চলে যাও ও নমিতাকে নিয়ে এস। তোমার সঙ্গে যখন আস্‌বে, তখন তো দিন-অদিন দেখাই দরকার করে না।

মণিময় চক্ষুদুইটী বিস্ফারিত করে একবার সরমার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। মনে হ'লো মুখচোখের উপর দিয়ে যেন মুহুর্মুহু তড়িৎপ্রবাহ খেলে যাচ্ছে; আর ওষ্ঠে দুষ্টুমীভরা হাসির অস্ফুট বিকাশ। মণিময় মুখখানা নীচু করে কি যেন চিন্তা করতে লাগ্‌লো।

সরমা আবার বল্‌লে,—মিছে ভেবে কি হ'বে ঠাকুর া। ঘরের বৌ কতদিন বাপের বাড়ী ফেলে রাখ্‌বে ?

মণিময় গম্ভীরভাবে বল্‌লে,—কিন্তু আমি বল্‌ছি বৌদি, মিছে যাওয়া—সে আস্‌বে না। তুমি তাকে [illegible]ান না।

সরমা মুচকি হেসে বল্‌লে—তা বটে ; কিন্তু চেষ্টা তো করতে হবে। নচেৎ তোমাকেই লোকে দোষ দেবে। তারপর সরমা মুখখানা ঝটিতে সরিয়ে নিল।

মাতার চক্ষুঃদ্বয় জ্বল জ্বল করে উঠ্‌লো। তিনি মুখখানা আঁধার করে নীরবে বসে রইলেন।

মণিময় বল্‌লে,—বেশ, তোমাদের সকলের মতের বিরুদ্ধে আমি কিছু করতে চাইনে। কিন্তু আজ আর হয় না। জানি না আবার কি অপমান মাথায় করে ফিরতে হ'বে।



(৮)

সুধীরবাবু ইতিমধ্যে অনেকটা সুস্থ হ'য়ে উঠলেন ; কিন্তু দুর্ব্বলতা
নিবন্ধন এখনও পর্য্যন্ত চলাফেরা কর্ব্বার ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে ফিরে পাননি
তিনি কয়েকবার মণিময়কে খবর দিয়ে পাঠালেন—একবার অন্তত
কিছুক্ষণের জন্য দেখা করে যেতে। কিন্তু নানারকম কাজের অজুহাত
দেখিয়ে মণিময় বারবারই তাঁর সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেনি। অবশেষে
সত্য সত্যই তিনি বড় চিন্তিত হ'য়ে পড়্লেন।

একবার চিন্তা মনের মধ্যে প্রবেশ করলে সহজে তার হাত থেকে
মুক্তি পাওয়া ভার। ভাব্তে ভাব্তে তিনি এমনি এক জায়গায় এসে
পৌঁছিলেন যেখান থেকে আর তিনি পথ খুঁজে বার হ'তে পারলেন্ না।
মাঝে মাঝে তিনি কন্যার মুখের দিকে চেয়ে দেখ্তেন। মনে হ'ত
সে মুখখানাও যেন তাঁরই মত চিন্তাক্লিষ্ট—যেন ক্ষীণ বিষাদের ছায়া
স্বচ্ছ সুন্দর চাঁদমুখখানাকে ঘিরে রেখেছে। তাঁর বুকের মধ্যে
তোলপাড় করে উঠ্তো ও মুখখানা অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে আপনমনে
উদাসীন ভাবে চেয়ে থাকতেন।

নমিতার মন ডুক্‌রে কেঁদে উঠতো; কিন্তু উচ্ছ্বসিত আবেগ সংরুদ্ধ করে কাজের অছিলায় অন্যত্র চলে যেত। মণিময়ের অসন্তোষের কারণ পিতা ও কন্যা উভয়েরই সুপরিজ্ঞাত ছিল, অথচ কেহ সাহসী হ'ত না সে কথা মুখ ফুটে আলোচনা করতে—যে যার চিন্তা বুকে বহন করে নিঃশব্দে নিজ নিজ কাজ করে যেত।

দুর্ব্বহ চিন্তার ভারে সুধীরবাবুর ভগ্নস্বাস্থ্য যেন আরো ভেঙ্গে পড়্‌তে লাগলো। নমিতা মনে মনে শিউরে উঠ্‌লো। যে পিতার জন্য সে একদিন তার স্বামীর কথা অবহেলা করেছে, তারই চিন্তা আজ যদি তাঁকে অসুস্থতার শেষ সীমায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করায়, তাহ'লে তার বেঁচে থেকে লাভ কি? স্বামীর উপর—ক্ষোভে—রোষে—অভিমানে নমিতার মন পূর্ণ হ'য়ে উঠলো। একটা অনুরোধ—এমন কি দু'টো কথা পর্য্যন্ত শুন্‌বার অবসর হ'ল না। সময়ের মূল্য! স্নেহ—দয়া—ভালবাসা—প্রেম—প্রীতি—এসবের কি কোন মূল্য নেই? প্রীতির আকর্ষণ কি সময়ের মূল্যের অনুপাতে নির্দ্ধারিত হয়?

দুই ফোঁটা জল নমিতার চোখ বেয়ে ঝরে পড়লো। নমিতা চোখের জল আঁচল দিয়ে মুছতে লাগ্‌লো, আর ভাবতে লাগ্‌লো—এই মেয়েদের জীবন—একেবারে পরাধীন—নিজের স্বাধীন ব্যক্তিত্ব বলে কিছু নেই। একদিকে পিতা—অন্যদিকে স্বামী—একজন সম্পূর্ণ অসুস্থ—পরমুখাপেক্ষী,—আর একজন সম্পূর্ণ সুস্থ—আত্মনির্ভরশীল। দু'য়ে অনেক পার্থক্য—তবুও তিনি বুঝ্‌লেন না—বুঝ্‌তে চাইলেন না—কোথায় আমার ব্যথা—কেন আমি তাঁর আদেশ পালনে পরাঙ্মুখ। কিন্তু সেই পিতা আজ আমারই জন্য চিন্তাক্লিষ্ট—আমারই জন্য দিনে দিনে তাঁর

দেহ ভেঙ্গে পড়ছে। তাঁকে মুক্তি দিতে হ'বে—যেমন কোরেই হোক।

অসমাপ্ত চিন্তাধারায় বাধা দিয়ে সুধীরবাবু এসে ডাক্‌লেন—মা নমিতা।

নমিতা থতমত খেয়ে বল্‌লে—বাবা।

পিতা সস্নেহে কন্যার মুখখানিতে হাত দিয়ে বল্‌লেন—মুখখানা এত ভার ভার কেন মা? কি হয়েছে আমায় বল?

নমিতা জোর করে মুখে হাসি এনে বল্‌লে—কই—কিছুনা।

পিতা মৃদুহেসে বল্‌লেন—সত্যিই কিছু না?

নমিতা পিতার হাতদু'খানা ঈষৎ চেপে ধরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

পিতা একটু ঢোক্ গিলে বল্‌লেন—মণিময়কে খবর দিলেও আসে না—সেই যে রাগ করে চলে গেল—

নমিতা বাধা দিয়ে বল্‌লে—ভালকথা বাবা, সরকারম'শায় চিঠি দিয়েছেন। তোমার কাশীর বাড়ী তৈরী হ'য়ে গেছে—

পিতা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন—আমার বাড়ী! তোর নয়—না? তারপর কন্যার মুখখানি সস্নেহে আঁকড়ে ধরে বল্‌লেন—আমার কাশী—গয়া—বৃন্দাবন সব যে তুই।

নমিতার চোখদু'টো আনন্দের আতিশয্যে জলভরা মেঘের ন্যায় ভারী দেখাতে লাগ্‌লো।

পিতা মুহূর্ত্তের জন্য কন্যার মুখপানে তাকিয়ে রইলেন, বল্‌লেন—কিন্তু মা, মণিময় একবার না এলে মনে কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না। তোকে চিঠি পত্র দেয় তো? ওকি মা, মুখখানা যে ঘুরিয়ে নিলি। ছিঃ মা! লজ্জা করিস্ নে বল্।

নমিতা গম্ভীরভাবে মুখখানা নত করে, দাঁড়িয়ে রইলো। পিতা ততোধিক গম্ভীরভাবে কি যেন চিন্তা করতে লাগ্‌লেন। পরে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিতকণ্ঠে বল্‌লেন—তুই না বল্‌লেও, তোর মুখচোখের চেহারা দেখে আমি সব বুঝে নিয়েছি। আমি মনে করেছি, আজই একবার যাবো।

নমিতা ব্যস্ত হয়ে কম্পিতস্বরে বল্‌লে—এই দুর্ব্বল শরীর নিয়ে! এখনও পর্য্যন্ত দুধ খাওনি—খাবে এস—অনেক দেরী হ'য়ে গিয়েছে।

পিতা মৃদু হেসে বল্‌লেন—তা হোক্ মা—না হয় আরো একটু হবে। কিন্তু তাই বলে—

বাধা দিয়ে নমিতা উদ্দীপ্তকণ্ঠে বল্‌লে—যাওয়া কিছুতেই হ'তে পারে না। কেন তুমি যাবে? না—যেতে আমি দেব না—এই শরীর নিয়ে তুমি যাবে,—অথচ—নমিতার গলার স্বর স্তব্ধ হ'য়ে এল ও প্রবল উত্তেজনায় সমস্ত শরীরটা যেন ফুলে ফুলে উঠ্‌তে লাগ্‌লো।

পিতা মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। উত্তেজনার ঝোঁকটা প্রশমিত হ'বার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বল্‌লেন—নমিতা মা আমার; তোকে নিয়েই আমার সংসার। তুইও যদি আমার মনের ব্যথা না বুঝিস— কে আর বুঝ্‌বে মা?

নমিতার ডাগর ডাগর চোখ বেয়ে মুক্তাবিন্দুর ন্যায় স্বচ্ছ দু'ফোঁটা জল সুধীরবাবুর হাতে এসে ঝরে পড়্‌লো। নমিতা ধরাগলায় বল্‌লে— কর্ত্তব্যটা কি শুধু ব্যক্তি বিশেষে সীমাবদ্ধ বাবা? যদি তাই হয়, তাহ'লে আমার বাধা দেবার কিছু নেই।

সুধীরবাবু বিস্মিত হয়ে বল্‌লেন—তাকি কখন হয় মা ! তবে সব সময় কর্ত্তব্যের গণ্ডী ধরে কাজ করা যায় না—তার ফল বরং খারাপই হয়ে থাকে।

নমিতা বল্‌লে—তাই বলে আত্মমর্য্যাদা পর্য্যন্ত বলি দিতে হবে?

সুধীরবাবু হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন—স্নেহাস্পদের কাছে আত্মমর্য্যাদাও মাথা নীচু করে দাঁড়ায় মা—তাতে আত্মমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না।

নমিতা চোখদু'টো বিস্ফারিত করে পিতার মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

(৯)

সুধীরবাবু সেই দিনই মণিময়ের সঙ্গে দেখা করলেন। নমিতাকে পাঠান সম্বন্ধে কথা উঠ্‌লো। তিনি দ্বিরুক্তি করলেন না, এমন কি পরদিনই পাঠান স্থির হ'ল।

নমিতা এ'ল। শ্বশ্রূমাতা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌লেন। নূতন করে বুক বেঁধে আবার তিনি সংসার আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁর সমস্ত প্রয়াস যেন ভেসে যেতে লাগ্‌লো। শুধু নিষ্ফলতা মূর্ত্ত হ'য়ে তাঁর চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে লাগ্‌লো, বুকভাঙ্গা হাহাকার নিয়ে।

ঘরের বৌ ঘরে এল বটে, কিন্তু যেন সকল অধিকার খুইয়ে। সবদিকেই সরমার কর্ত্তৃত্ব—সবদিকেই তার সুকৌশলী চোখের কড়া শাসন—কোথাও দিয়েও ছুঁচ চালাবার এতটুকু জায়গা ফাঁক ছিল না। পুত্রও সেই কড়া শাসনের ক্রীতদাস, যেন সরমার হাতের ক্রীড়নক—ইঙ্গিতে ওঠে বসে। মাতার বুঝ্‌তে বাকি রইলো না যে, দিনে দিনে বৌমার মনের উপরও তার প্রতিক্রিয়া চল্‌তে সুরু করে দিয়েছে। বৌমার হাসি হাসি মুখখানা তাপদগ্ধ ফুলের ন্যায় যেন দিন দিন ম্লান হ'য়ে যেতে লাগ্‌লো। মাতা বৌমার ভবিষ্যৎ চিন্তায় আবার মুসড়ে পড়্‌লেন।

প্রথম প্রথম দু'চার দিন নমিতা সরমার পিছন পিছন ঘুরে বেড়াল। তারও খুব ভাল লাগ্‌লো এই হাস্যকৌতুকময়ী দিদিটীকে। তবে একটা বিষয়ে তার মনে কেমন খট্‌কা লেগে গেল। স্বামী যেন বৌদি বল্‌তে অজ্ঞান। কোন কাজ উপযাচক হয়ে করতে গেলে অমনি তিনি বলেন,—বৌদি কোথায়? তুমি সব জান না—তাঁকে পাঠিয়ে দেও।

নমিতা মুখখানা ম্লান করে ফিরে আস্‌তো ও বল্‌তো—আমার কাজ তাঁর পছন্দ হয় না দিদি। তুমি যাও—তোমাকে ডাক্‌ছেন।

সরমা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌তো—ওঃ এই! এতেই এত মনভার! আচ্ছা, আমি যাচ্ছি—বেশ করে দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে আস্‌ছি।

সরমা কোন একটা কাজের ভার দিয়ে চলে যেত ও কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বল্‌তো—খুব করে বলে এলাম নমিতা। আর কোনদিন যদি অমন করে তো আমাকে বলে দিস্—বুঝ্‌লি?

নমিতা সব ভুলে গিয়ে আবার হাসিমুখে দিদির পিছন পিছন ঘুরে বেড়াত।

নমিতা নিত্য রাত্রে আহারাদির পর কিছুক্ষণ শ্বশ্রূমাতাকে রামায়ণ অথবা মহাভারত পাঠ করে শোনাত। তারপর তাঁর যখন ঘুম এসে যেত, তখন সে ধীরে ধীরে নিজের শয়ন প্রকোষ্ঠের দিকে অগ্রসর হ'ত। ঘরে ঢুকে সে দেখ্‌তো—শয্যা খালি—স্বামী তখনও পর্য্যন্ত ঘরে আসেন নি। প্রথম প্রথম সে জড়সড় হয়ে শয্যার একপার্শ্বে শু'য়ে পড়্‌তো ও প্রতি-মুহূর্ত্তে স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করতো। তারপর আস্তে আস্তে সে ঘুমিয়ে পড়্‌তো ও সকালে ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ার পরও সে স্বামীকে শয্যায় দেখতে পেত না।

নমিতার মনে কেমন সন্দেহের ছাপ পড়ে গেল। রাত্রে তো দেখা হয় না, এমন কি সকালে তার পূর্ব্বে তিনি শয্যা ছেড়ে চলে যান। বিবাহের সময় যে দু'চার দিন সে এখানে ছিল, কই তখন তো তিনি কোনদিন এমন করেন নি—নিত্য দেখা হত। তিনিই তো তার আগমন প্রতীক্ষা করতেন। রাত্রে আস্‌তে দেরী হ'লে বল্‌তেন—আজ এত দেরী? এ ছাড়া সব সময় ছুতা-অছুতায় তাঁর চোখ দু'টো যেন উৎসুক হ'য়ে তারই সন্ধানে ঘুরে বেড়াত। আর আজ?

সেদিন রাত্রে নমিতা ঘরে এল যেমন রোজই আসে। আজ আর তার চোখে ঘুম ছিল না। মিনিটের পর মিনিট কেটে যেতে লাগ্‌লো। ক্রমে ঘড়িতে এগারটা বেজে গেল। নমিতা দ্বারের দিকে একবার চেয়ে দেখ্‌লে। তারপর একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে শয্যার উপর ঢলে পড়লো।

মিনিট পনেরো পরে মণিময় দ্বার ঠেলে ঘরে ঢুক্‌লো। নমিতা শয্যার উপর সচকিতে উঠে বস্‌লো।

মণিময় বল্‌লে, আজ যে এখনও ঘুমোও নি?

নমিতা চুপ করে বসে রইলো—উত্তর দিতেও ইচ্ছা হ'ল না।

অনেক রাত হ'য়ে গেছে। ঘুমিয়ে পড়। বলে মণিময় আলোটা নিবিয়ে দিয়ে শয্যার একপার্শ্বে শু'য়ে পড়্‌লো।

শয্যা যেন আজ নমিতার নিকট কণ্টক স্বরূপ বলে মনে হ'ল —একবার এপাশ, একবার ওপাশ করতে লাগ্‌লো।

মণিময় বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লে, কি হ'ল আজ? নিজেও ঘুমোবে না, আমাকেও ঘুমুতে দেবে না।

কক্ষ অন্ধকারময়। নমিতার মুখের চেহারা মণিময়ের নিকট অদৃশ্যমান রয়ে গেল। নচেৎ সে বুঝ্‌তে পারতো কি দুঃসহ বেদনায় তার মুখখানা ছেয়ে গেছে। ক্লিষ্ট ও ক্ষীণ কণ্ঠে নমিতা বল্‌লে,—ঘুম যেন আজ আস্‌ছে না। তোমার অসুবিধা হয়, বল নীচে চলে যাচ্ছি ?

মণিময় বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বল্‌লে,—যেতে হ'য় যাও। অভিমানটা আছে দেখ্‌ছি বিলক্ষণ। সমস্ত দিন খাট্‌বো—ঘুমুতে না পারলে যে কি কষ্ট হয় তুমি তার কি বুঝ্‌বে ?

নমিতা কেমন বলে ফেল্‌লে,—এতক্ষণ তো কোন কষ্ট হয়নি ? ওঃ, আমার কাছে এলে তোমার যত কষ্ট হয়।

নমিতা—

কি বল ? সত্যিই যদি আমি তোমার কষ্টের কারণ হ'য়ে থাকি, তুমিই বলে দাও কি করলে সে কষ্টের লাঘব হ'তে পারে ?

শোন নমিতা, রাত দুপুরে আমি তোমার গজর গজর শুনতে রাজী নই। তোমার না পোষায়, বাবাকে লিখে স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পার।

নমিতা তবুও সাহসে ভর করে বল্‌লে,—কিন্তু কেন ? কেন আমি যাব ?

মণিময় রুক্ষস্বরে বল্‌লে,—কেন জানিনে, তবে সেই পথই তোমার প্রশস্ত বলে আমার মনে হয়। যাও—মিছে বিরক্ত করো না—সারমন্ লেক্‌চার শুনবার প্রবৃত্তি আমার নেই।

নমিতা বল্‌লে,—তা জানি, আমার কথা তোমার নিকট সারমন্ লেক্‌চার বলেই মনে হ'বে, কিন্তু আর একজনের কথা সমস্ত দিন রাত শুন্‌লেও—

ছোট মুখে বড় কথা সাজে না নমিতা। মুখ সাম্‌লে কথা বলো।
ণিময় বিপুল ঝাঁকুনী দিয়ে শয্যার উপর উঠে বস্‌লো।

নমিতা প্রস্তুত ছিল না, তার বুকটা দুরু দুরু কেঁপে উঠ্‌লো।

মণিময় বল্‌লে—এখানে যদি থাকতে চাও তো আমার মতানুযায়ী চল্‌তে হ'বে। তোমার ও সব ভাবের অভিব্যক্তি শুন্‌বার স্পৃহা আমার এতটুকু নেই। তারপর মণিময় আবার শয্যা গ্রহণ করলে।

নমিতা কোন উত্তর দিল না, কম্পিত চরণে নীচে নেমে এল ও মেঝের উপর উপুড় হ'য়ে পড়ে রইলো, আর চোখের দরবিগলিত অশ্রুধারায় সিমেণ্ট করা মেঝে সিক্ত ও আর্দ্র হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো।

(১০)

নমিতার মনের কোণে যে ঈষৎ কালো মেঘের সঞ্চার হ'য়েছিল রাত্রের ঘটনার পর হ'তে সে মেঘ যেন তার সমস্ত মনের উপর ছড়িয়ে পড়্লো—কোথাও একটু ফাঁক ছিল না—একেবারে ঘন কালো মেঘ, স্তরে স্তরে সাজান।

নমিতার মন বিদ্রোহী হ'য়ে দাঁড়াল। এ বাড়ীর বাতাস যেন তার নিকট তিক্ত ও বিষাক্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। কি দুঃসহ অপমান! নিজের স্বামী, অথচ তার কোন অধিকার নাই। ওঃ, কি অসম্বন্ধ আচরণ! ছিঃ ছিঃ, ঘৃণায় মাথা হেঁট হ'য়ে আসে। আর চোখের সাম্‌নে নিত্য সেই দৃশ্য দেখে দিনের পর দিন এ বাড়ীতে মাথা গুঁজে থাক্‌তে হ'বে? কেন? কিসের জন্য?

কিন্তু স্বামীর ভিটাই তো রমণীর কাম্য—সতী নারীর তীর্থক্ষেত্র। স্বামী চিরদিনই স্বামী—জীবন মরণের সঙ্গী। সতী নারীর কাজই তো বিপথগামী স্বামীকে সুপথে ফিরিয়ে আনা। নমিতার চোখ ফেটে জল ঝরে পড়্‌তো ও চোখের জলে বুকের ব্যথা ধুয়ে গিয়ে বুকটা যেন কতকটা হাল্কা হ'য়ে উঠ্‌তো। নমিতা ভাব্‌তো—তারই স্বামী-তাঁর উপর তার ন্যায্য অধিকার—সম্পূর্ণ অবিভক্ত। যেমন করেই হোক

তাঁকে সে অধিকার ফিরিয়ে আনতে হ'বে, নচেৎ মিছে তার নারীজন্ম মিছে তার জীবন বহন।

আজকাল নমিতা সব সময় সরমার কথা শুনতে চাইতো না—সাহস করে অগ্রসর হ'ত স্বামীর অনেক কাজ নিজ হাতে করতে। কিন্তু পরক্ষণেই ভৎসনার অপরিসীম ব্যথা বুকে ধরে ফিরে আসতো মুখখানা আঁধার করে। কিছু কিছু ঘটনা শ্বশ্রূমাতার নজরে পড়্তো। তিনি অনেক সময় সরমাকে বল্‌তেন,—মণিময়ের কাজগুলো তো এখন বৌমার উপর ফেলে দিতে পার—সেও যখন করতে চায়। তোমারই তো উচিত মা তাকে শিখিয়ে নেওয়া।

সরমা মুখখানা আষাঢ়ের মেঘের ন্যায় জলদগম্ভীর করে বল্‌তো—আমি তো বলি করতে। সেও তো করে না এমন নয়, কিন্তু তার কোন কাজই যে আপনার ছেলের পছন্দ হয় না। আমাকে আবার নতুন করে করতে হয়।

মাতা বল্‌তেন,—তা বেশ তো, তুমিই না হয় দু'চার দিন সঙ্গে পিঠে করে শিখিয়ে দিও। বৌমা তো আর বোকা মেয়ে নয় যে, দেখিয়ে দিলেও শিখ্‌তে পারবে না।

সরমা ফোঁস্ করে উঠে বল্‌তো—আমার কি শিখাতে অসাধ; কিন্তু সব জায়গায় যে সে আমার উপর টেক্কা দিয়ে কাজ করতে যায়।

মাতা বল্‌তেন,—বৌমা তো তেমন নয়।

আর যায় কোথায়। সরমা একেবারে কেঁদে উঠ্‌তো ও বল্‌তো—নমিতা আসার পর থেকে আপনি শুধু আমারই দোষ দেখে আসছেন। আমি আর এখানে থাকতে চাইনে—আমায় আজই পাঠিয়ে দিন।

আপনার ছেলে—আপনার বৌ—আমি তো পরগাছা মাত্র। তারপর চোখের জ'ল ফেল্‌তে ফেল্‌তে সে নিজের ঘরে গিয়ে গুম্ হ'য়ে ব'সে থাক্‌তো ও কোন কাজে হাত দিত না।

এদিকে মণিময় এসে দেখ্‌তো—সব ব্যবস্থা ওলোট পালট ও সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার সুরু করে দিত।

নমিতার বুকের মধ্যে থেকে থেকে কেঁপে উঠ্‌তো, বিপুল আশঙ্কায়। নমিতা ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হত—স্বামী কি বল্‌ছেন শুন্‌বার জন্য।

মণিময় তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে বল্‌তো—তোমায় কে ডেকেছে। মিছে কেন বিরক্ত করতে এসো। কিছু জান না—কিছু পার না, অথচ সব কাজেই এগিয়ে আসা চাই।

নমিতা বুঝে পেত না—কি তার অপরাধ। সে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করতো—তুমিই বলে দেও কি দোষটা হ'ল?

মণিময় চীৎকার করে বল্‌তো—সে সময় আমার নেই। আগে কিছুদিন তোমার দিদির নিকট আপ্রেন্টিস্ খাটো, পরে এসো কাজ করতে। যাও—যাও—অন্য কাজ দেখগে।

অগত্যা নমিতা মুখখানা ম্লান করে ফিরে আস্‌তো।

মণিময় বৌদি—বৌদি বলে চীৎকার আরম্ভ করে দিত, তবুও কোন উত্তর পেত না।

মা বল্‌তেন,—এত চেঁচাচ্ছিস কেন? বৌমা কোথায় গেল?

মণিময় মুখখানা বেজার করে বল্‌তো—যাবে আর কোথায়? আছে কোথাও—খুজে দেখ। আর থেকেই বা কি? কাজের তো না।

তোর বাপু সব সৃষ্টিছাড়া কথা। সে যদি তোর কাছে একটুও ভাল মুখ না পায়, তা হ'লে তোর কাজ সে করে কি করে বল্‌তে পারিস্‌?

মণিময় বল্‌তো—যে কিছুই জানে না, সে আসে আবার কাজ করতে। তোমার যেমন খেয়ে কাজ নেই, এসেছ আবার সুপারিশ্‌ করতে?

মাতা ঈষৎ রুষ্টস্বরে বল্‌তেন,—কেন, সব কাজই তো বৌমা জানে। ছিঃ বাবা! তোর সব কাজেই তো বৌমার ন্যায্য অধিকার। সে থাকৃতে অন্য কারো সে কাজ করা শোভা পায় না।

মণিময় বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বল্‌তো,—যখন কাজ করতে শিখ্‌বে, তখন যেন অধিকার ফলাতে আসে—তার আগে নয়।

মা বল্‌তেন,—কিন্তু গোড়া থেকে সে অধিকার না দিলে কেমন করে শিখ্‌বে বল?

তা আমি জানিনে—যাও। বলে মণিময় মুখ ফিরিয়ে নিত।

মা বল্‌তেন,—বুড়ো বয়সে আমার বাপু এ সব কেলেঙ্কারী ভাল লাগে না। তার চেয়ে আমায় কাশী পাঠিয়ে দে। তারপর তোরা যা খুসী তাই করিস। নিজের বৌ হ'য়ে গেল পর, আর কোথার কে—গ্রাম সম্পর্কে বৌদি—সেই হ'ল তোর বেশী আপন? লোকে শুন্‌লে যে ছি-ছ্যাক্‌কার করবে। তারপর তিনি নিরুপায় হ'য়ে চলে যেতেন।

মণিময় রাগে গর গর করতে করতে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বল্‌তো—সেই ভাল, তুমি কাশী যেতে চাচ্ছ তাই যাও।

(১১)

এক সপ্তাহ পরের কথা।

স্ত্রী সব সহ্য করতে পারে; কেবল পারে না স্বামীর ভাগ কাকেও দিতে। সে চায় স্বামীর হাসি ঠাট্টা যা কিছু সব তাকেই কেন্দ্র করে বর্ষিত হোক। তার ব্যতিক্রম ঘট্‌লে কোন নারীই তা নির্ব্বিবাদে সহ্য করতে পারে না। নমিতার বুকের মধ্যে দিনরাত আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত চল্‌ছিল। সজোরে বুক চেপে ধরে সে বুকের ব্যথা সহ্য করে আস্‌ছিল বটে, কিন্তু প্রতি-মুহূর্ত্তেই তার মনে হচ্ছিল—আর সে পারে না—ঐ বুঝি বুকের আগুন ছুটে বেরুল,—বিশ্ব-ধ্বংশকারী মূর্ত্তি নিয়ে। তবুও শাশুড়ীর মুখ চেয়ে সে নীরবে সব সহ্য করে চল্‌তে লাগ্‌লো। তিনি ছিলেন যে তার একমাত্র সান্ত্বনাস্থল।

সেদিন রাত্রে রামায়ণ পাঠ শুন্‌তে শুন্‌তে শাশুড়ী ঘুমিয়ে পড়লেন। নমিতা স্থির নিষ্কম্প হ'য়ে কিছুক্ষণ সে মুখের পানে তাকিয়ে রইলো। তারপর আস্তে আস্তে সে উঠে দাঁড়াল, মুখখানা বেদনা মাখা।

ধীরে ধীরে নমিতা অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লো—নিজ কক্ষাভিমুখে। পা যেন তার আর চলে না। মাঝে মাঝে থম্‌কে দাঁড়াতে লাগ্‌লো।

পাশের ঘরে বড় ঘড়িতে বারোটা বেজে গেল। নমিতা চম্‌কে উঠ্‌লো, মনে মনে বল্‌লে,—বারোটা! না, শুন্‌তে বোধ হয় ভুল হয়েছে। তাই হবে। সে আবার কম্পিত পদে অগ্রসর হ'ল।

পাশের ঘরে না এখনও কথাবার্ত্তা চল্‌ছে? নমিতার চোখদু'টো অন্ধকারে জ্বল্ জ্বল্ করে উঠ্‌লো। বুকের মধ্যে অসহ্য বেদনায় কেমন তোলপাড় সুরু করে দিল। বুকখানা সজোরে দু'হাতে চেপে ধরে সে কাণ খাড়া করে দাঁড়াল। আর ইস্পাতের ন্যায় ধারাল দৃষ্টি চক্ চক্ করতে করতে অন্ধকার ভেদ করে দুয়ারের উপর ঠিক্‌রে পড়ে যেন প্রতিহত হয়ে ফিরে আস্‌তে লাগ্‌লো।

আজ তো আর ইংরাজীর পড়া দিলে না বৌদি?

তুমি দিতে দিলে কই ঠাকুরপো? অমন করে মাষ্টারী করা চলে না। তোমার মত মাষ্টারের কাছে লেখাপড়া হয় না ঠাকুরপো—হয়—

কি হয় বৌদি?

কি হয় জান না—না? যাও—

তা যাচ্ছি, কিন্তু—এবার থেকে তোমায় বৌঠাম বলে ডাক্‌বো।

নমিতা উৎকর্ণ হ'য়ে দাঁড়াল, শুন্‌তে উত্তরে সরমা কি বলে। কিন্তু বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগ্‌লো।

একটা চাপা হাসির আওয়াজ নমিতার কর্ণে এসে পৌঁছে গেল। নমিতা শুন্‌তে পেলে সরমা বল্‌ছে—ওঃ! "চোখের বালী"র বৌঠান পাতাতে চাও বুঝি। দুষ্টু কোথাকার। যাও—শোও গে—রাত যে বারোটা বেজে গেল।

ভয়ে ও এস্তে নমিতা দু'পা পিছিয়ে এল। কি জানি যদি স্বামী বেরিয়ে এসে তাকে এই অবস্থায় দেখেন। ছিঃ ছিঃ! কি লজ্জার কথা। ধিক্কারে ও আত্মগ্লানিতে তার প্রাণ পূর্ণ হয়ে উঠ্‌লো।

স্বামী বল্‌লেন,—বেশ, তাড়িয়ে দিচ্ছ, চলে যাচ্ছি। কিন্তু মনে থাকে যেন, সাধ্‌লেও আর আস্‌ছি না।

সরমা বল্‌লে,—দেখাই যাবে—জ'ল এগোয়—না তেষ্টা এগোয় কই, তবু যে মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলে?

মণিময় বল্‌লে,—এমনই সুন্দর ও মুখখানা।

যাও, আর দুষ্টুমি করতে হ'বে না। ভারী তো মুখ! নমিতার মত নয় নিশ্চয়?

মণিময় খুব কাছে সরে এসে বল্‌লে,—কই দেখি।

যাও—আর দেখ্‌তে হবে না।

সত্যি, দেখি না একবার—কই ফের—ফির্‌বে না?

নমিতার সর্ব্বশরীর ঠক্‌ ঠক্‌ করে কেঁপে উঠে যেন অসাড় ও নিস্পন্দ হ'য়ে আস্‌তে লাগ্‌লো।

ঠিক এই সময় সরমা বল্‌লে,—না ফিরবো না—এ মুখ আর দেখাবো না। কি দেখ্‌বে আবার এ মুখের?

তাহ'লে দেখ্‌তেই হ'ল বৌঠান। সঙ্গে সঙ্গে মুখখানা হাত দিয়ে সরিয়ে নিজের মুখের কাছে টেনে এনে......বল্‌লে,—কেমন হ'ল তো? না বলার এই শাস্তি। পরক্ষণেই মুখ চোখ লাল করে মণিময় দরজার দিকে ছুটে এল ও ভেজান দরজা খুল্‌তে খুল্‌তে বল্‌লে,—কেমন, আর চালাকি করবে?

নমিতা পালাতে গিয়ে পায়ে কাপড় জড়িয়ে পড়ে গেল ও সে শব্দ ঘরের মধ্যে গিয়ে পৌঁছিল। সরমা ও মণিময় কাণখাড়া করে স্থির হ'য়ে দাঁড়াল। মণিময় তাড়াতাড়ি দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বল্‌লে,—কি শব্দ হ'ল ?

নমিতা তখন্ ছুট্‌তে ছুট্‌তে একেবারে শ্বশ্রূমাতার ঘরে এসে দাঁড়াল ও মেঝের উপর নিজ দেহ এলায়ে দিয়ে চোখ বুজে পড়ে রইলো, ভীত ও স্পন্দিত বুকখানাকে দু'হাত দিয়ে সজোরে চেপে ধরে।

(১২)

সকালে ঘুম ভেঙ্গে উঠে শাশুড়ী দেখ্‌লেন যে, নমিতা খালি মেঝের উপর অঘোরে নিদ্রা যাচ্ছে। তাঁর বুকটা কেমন দল্‌কে উঠ্‌লো। চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে তিনি ডাক্‌লেন—বৌমা—ও বৌমা।

নমিতা তড়াক করে উঠে বস্‌লো ও স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় কিছুক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলো।

শ্বশ্রূমাতা বল্‌লেন,—কাল বুঝি শুতে যাও নি? মেঝের উপরই ঘুমিয়ে পড়েছিলে?

নমিতা ডাগর ডাগর চোখ দুটো মেলে ধরে শ্বশ্রূমাতার মুখের দিকে চেয়ে রইলো, সে চাহনি কতই না ব্যথাভরা।

শাশুড়ী সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে বল্‌লেন,—আজ থেকে আর অত রাত করে কাজ নেই। সকাল সকাল গিয়ে শুয়ে পড়্‌বে। এমন ভাবে সারারাত মেঝের উপর পড়ে থাক্‌লে যে অসুখ করবে।

না মা, কোন অসুখ করবে না। কাল রাতে আমি খুব ঘুমিয়েছি। কখন যে সকাল হ'য়ে গেছে তা বুঝ্‌তে পারিনি—বলে নমিতা উঠে দাঁড়াল।

মায়ের প্রাণ বুঝে নিল বৌমার কোথায় ব্যথা। তিনি অলক্ষ্যে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লেন,—যা হ'বার হ'য়ে গেছে, আর কিন্তু কখনও এমন করো না। নিজের দাবী একবার ছেড়ে দিলে তাকে ফিরে পাওয়া কঠিন হ'য়ে যায় মা।

নমিতার আঁখিযুগল অবনমিত হ'য়ে পড়্লো। তার আবার দাবী! তার আবার ফিরে পাওয়া! দাবী দাওয়ার চরম অভিনয় তো কাল হ'য়ে গিয়েছে! এর পর আর কি দাবী তার থাক্‌তে পারে? এর চেয়ে শত তিরস্কার—শত লাঞ্ছনা যে তার ছিল ভাল। সে বুক পেতে সহ্য করতো।

চুপ করে কি ভাব্‌ছো বৌমা? কাল মণি কি তোমায় কিছু বলেছে?

নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে সে বল্‌লে,—না মা, কিছু হয় নি। কেমন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। পরক্ষণেই সে ঘর ছেড়ে কল্‌তলার দিকে চলে গেল।

শ্বশ্রুমাতার মনের সংশয় ঘুচ্‌লো না। তিনি নির্ব্বাক হ'য়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লেন

এমন সময় সরমা এসে ঘরে ঢুক্‌লো। অনেক পূর্ব্বে তার স্নান সারা হ'য়ে গিয়েছিল। এলায়িত কেশদাম পৃষ্ঠোপরি ছড়ান ছিল। পরণে ছিল তার কাল ইঞ্চিপাড় ধুতি। এখানে আসার পূর্ব্বে থান কাপড় ভিন্ন সে পরতো না; কিন্তু এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে থানের পাট ঘুচে গেল। মণিময় একদিন মাকে বলেছিল—থান কাপড় আবার মানুষে পরে। মা উত্তরে বলেছিলেন,—আমি তাহ'লে মানুষ না? পুত্র খিল

খিল করে হেসে সে প্রসঙ্গ হাল্‌কা করে দিয়ে বলেছিল,—তুমি যেন কি মা! আমি কি তাই বল্‌ছি। তবে বৌদি তো সরু নরুণ পাড় কাপড় পরতে পারেন। আমি কত বাড়ীতে পর্‌তে দেখিছি। মা গম্ভীরভাবে বলেছিলেন,—যার যেমন রুচি। তবে বিধবা-মানুষের পক্ষে থান কাপড়ই প্রশস্ত। পুত্র হাস্‌তে হাস্‌তে বলেছিল—ও সব কথার কথা মা। সেইদিনই তাঁতের ধোয়া মুগার ধাক্কা দেওয়া চুলপাড় ধুতি বৌদির জন্য এসে গেল। এখন চুলপাড় গিয়ে ইঞ্চিপাড়ে দাঁড়িয়েছে।

ঘরে ঢুকেই সরমা বল্‌লে,—নমিতা কোথায় মা? তাকে তো ঘরে দেখলাম না।

মাতা বল্‌লেন,—এই যে উঠে কল্‌তলায় গেল।

ওঃ! এখন উঠ্‌লো! বলে মুখখানা বেজার করে সরমা চেয়ে রইলো।

সকালে উঠেই বা আর কি কর্‌বে?

সরমা মুখখানা ঘুরিয়ে বল্‌লে,—ঠাকুরপো তো এদিকে চা—চা করে চেঁচামেঁচি কর্‌ছেন। স্নান কর্‌তে গিয়ে আমার দেরী হ'য়ে গেল। চা'টা তৈরী করে এতক্ষণ দিয়ে এলেই তো হ'ত। তা না, যতক্ষণে আমি সব করবো। এই জন্যই তো ঠাকুরপো রাগ করেন। পুরুষ মানুষ, তাদের সুখ সুবিধে দেখে একটু চল্‌তে হ'য়!

মাতা একেবারে অবাক হ'য়ে সরমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। পরে বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লেন,—সে আমি বুঝ্‌বো। দরদ দেখে যে আর বাঁচি নে। মার পোড়ে না পোড়ে মাসীর—ঝাল খেয়ে ম'ল পাড়া প্রতিবেশী। বৌমা নিপাট ভাল মানুষ। সকাল না হ'তে এলেন কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে। তুমি যাও, তোমার কাজ দেখ গে।

সরমা একেবারে হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠ্‌লো। পরে চীৎকার করে বল্‌তে লাগ্‌লো,—তুমিই বল আমি নমিতাকে কোন কাজ করতে দিই নে। আবার কাজ করতে ডাক্‌তে এলে তুমিই যা তা শুনিয়ে দাও। আমাকেই যে সব কাজ করতে হ'বে তার মানে কি? আমারও তো সুখ-অসুখ আছে। এই যে আজ চা'টা সময় মত করে উঠ্‌তে পারিনি, ফলে হ'ল এই যে, ঠাকুরপো এখনও পর্য্যন্ত চা পেলেন না। কিন্তু দোষটা সব হ'বে আমার—এই তো? এমন ভাবে এ বাড়ীতে আমি আর থাক্‌তে চাইনে।

ইতিমধ্যে চীৎকার শুনে নমিতা ও মণিময় এসে পৌঁছে গেল। নমিতা শ্বশ্রূমাতার একপার্শ্বে জড়সড় হ'য়ে দাঁড়াল।

মণিময় ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত স্বরে বল্‌লে,—একটা লোক খেটে খেটে মারা যাচ্ছে; আর একজন দোলার বিবি সেজে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছেন। সব সময় যদি তোমরা এমন খিটির খিটির কর, তাহ'লে সে লোকটা থাকে কি করে? তার উপর কাল একাদশী গেছে।

মা বল্‌লেন,—ওঃ, বড় দরদ! তবু যদি নির্জ্জলা কর্‌তে হ'ত।

সরমা ক্রন্দন বিজড়িত স্বরে বল্‌লে,—দেশে তাই তো করতাম। তোমাদেরই বলা কওয়ায় না হয় এখন করি না—পাছে তোমরা রাগ কর। তোমাদের মনে এক, মুখে আর এক, তাতো জানা ছিল না। এমন হ'বে জান্‌লে—

মণিময় বাধা দিয়ে বল্‌লে,—তাতে আর কি হ'য়েছে? সবাই যে নির্জ্জলা একাদশী করবে এমন কিছুই নিয়ম নেই।

মা বল্‌লেন,—তা বটে, নিয়মের মালিক যে তুমি।

মা—

মা বল্‌লেন,—কিন্তু সামান্য এই কাজ নিয়ে এত মাথাগরম কেন? এই কাজ তো আমি বরাবর একাই করে এসেছি।

সরমা ঈষৎ ক্রন্দনের সুরে বল্‌লে,—আমিও তো আসা অবধি করে আস্‌ছি। কোনদিন কোন কথা ওঠে নি। আর আজ! না, তার চেয়ে আমাকে পাঠিয়ে দাও—সব গোল মিটে যাবে। সব দোষই আমার।

মণিময় আরক্ত নেত্রে কট্‌মট্‌ করে একবার নমিতার মুখের দিকে চেয়ে ক্রুদ্ধ স্বরে বল্‌লে,—ভাল আপদ হয়েছে নিয়ে এসে। নিজের তো কোন ক্ষমতা নেই, আবার ঝগড়া বাধাতেও ওস্তাদ।

মা বল্‌লেন,—দেখ্‌ মণি, না জেনে শুনে বৌমাকে কিছু বলিস্‌ নে। বৌমা হ'ল ঘরের লক্ষ্মী। অকারণে প্রাণে ব্যথা পেলে সংসার ছারে খারে যাবে।

সরমা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌লে,—শুন্‌লে—শুন্‌লে ঠাকুরপো! এর মানে আমিই সংসারের জঞ্জাল—অলক্ষ্মী; কুলোর বাতাস দিয়ে আমাকে বিদেয় করে দাও।

মণিময় চীৎকার করে উঠে বল্‌লে,—তুমি কেঁদো না বৌদি। লক্ষ্মী-অলক্ষ্মী চিন্‌তে আমার বাকি নেই। বাড়ী নিয়ে আসা অবধি সংসারে আর শান্তি নেই। কিছু বলি না কিনা; তাই আস্পর্দ্ধা বেড়ে গেছে। দেখ মা, ওকে ভাল ভাবে চল্‌তে বলো। এখনও সাবধান করে দিচ্ছি, নচেৎ জুতো মারতে মারতে বিদেয় করে দেব।

নমিতার সহের সীমা অতিক্রম করে গেল। সে বললে,—তাই দাও, পাপ চুকে যাক্।

এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমার মুখের উপর কথা। বলে মণিময় আরক্ত আঁখি বিঘূর্ণিত করে পা হ'তে স্যাণ্ডেল একপাটী খুলে নমিতাকে প্রহারে প্রহারে জর্জ্জরিত করে তুল্‌লে। আঘাতের বেগ সহ্য করতে না পেরে নমিতা মুখ ছুব্‌ড়ে পড়ে গেল ; চক্ষে অশ্রু ছিল না।

মাতা মুহূর্ত্তের জন্য হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। একটু পরেই তাঁর সম্বিৎ ফিরে এল। ছুটে এসে তিনি নমিতাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন ও পুত্রের মুখের উপর সুতীক্ষ্ম দৃষ্টি রেখে বল্‌লেন,—ছিঃ ছিঃ! কি করলি—কি করলি? বিনা দোষে গৃহলক্ষ্মীর গায়ে হাত দিলি।

গৃহলক্ষ্মী—গৃহলক্ষ্মী—বল্‌তে বল্‌তে পুত্র রোষকষায়িত চাহনি নিক্ষেপ করে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

সরমা তার কিছু পূর্ব্বেই ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

(১৩)

'এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই সুধীরবাবু এসে উপস্থিত হ'লেন। সঙ্গে ছিল তাঁর দু'জন ভারী, বহন করে নিয়ে এসেছিল কিছু জিনিষপত্র।

বাহির হ'তে সুধীরবাবু ডাক্‌লেন,—মণিময়।

মণিময় সবে-এসে বৈঠকখানা ঘরে বসেছিল। হঠাৎ শশুরের কণ্ঠস্বর শুনে চম্‌কে উঠ্‌লো। পরে ত্রস্তে বাইরে এসে বল্‌লে ; ওঃ, আপনি ! আসুন !

সুধীরবাবু বল্‌লেন,—ভারী দু'জনকে সঙ্গে করে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যাও। আমি ততক্ষণ বৈঠকখানা ঘরে বস্‌ছি।

মণিময় বল্‌লে,—এত সব আনবার কি দরকার ছিল। তারপর সে ভারী দু'জনকে সঙ্গে আস্‌তে ইঙ্গিত করলে।

সুধীরবাবু বল্‌লেন,—হাঁ, শোন মণিময়, এই হার ছড়াটাও নিয়ে যাও—বেয়ানকে দেখাবার জন্য। নমিতার ইচ্ছা ছিল ঠিক এই রকম একছড়া হার পর্‌তে।

মণিময় এগিয়ে এসে হারছড়াটা গ্রহণ করলে ও বল্লে,—বসুন—আমি এখনি আস্ছি।

মণিময় বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করে গম্ভীরভাবে ডাক্লে,—মা

মাতা তখনও নমিতার কাছেই বসে ছিলেন; আর নমিতা শুয়ে ছিল শয্যার উপর; দারুণ প্রহারে পৃষ্ঠদেশ তার ফুলে উঠেছিল ও কপালের একপার্শ্বে রক্ত জমে গিয়েছিল।

মণিময় বল্লে,—শশুর ম'শায় এসেছেন।

মাতা উদ্বিগ্ন চিত্তে বল্লেন,—কে, বেয়াই? পরে স্থির ও অবিচলিত কণ্ঠে বল্লেন,—বেশ, ভালই হয়েছে। বৌমাকে এই সঙ্গেই পাঠিয়ে দিই।

মাতার কথাগুলো পুত্রের বুকে গিয়ে যেন বেজে উঠ্লো। সে মুখখানা ম্লান করে নীরবে কি ভাব্তে লাগ্লো।

নমিতা কিন্তু তাকে সে ভাবনা থেকে নিষ্কৃতি দিল। সে শান্ত ও সংযত স্বরে বল্লে,—না মা—আমি যাব না।

মাতা বিস্মিতকণ্ঠে বল্লে,—যাবি নে! এমন ভাবে নির্য্যাতন সহ্য করে থাক্তে পারবি?

নমিতার চোখ দুটো ছল্ ছল্ করে উঠ্লো।

শাশুড়ী বৌমার মুখ চুম্বন করে বল্লেন,—তুই যাবিনে জানি। তুই যে আমার ঘরের লক্ষ্মী। মণিময়, এখনও দেখে শেখ্। লক্ষ্মীর অমর্যাদা করে অলক্ষ্মীকে বরণ করে নিস্ নে। তারপর দুঃখার্দ্রকণ্ঠে তিনি বল্লেন,—যাই, বেয়াইকে ডেকে নিয়ে আসি—স্বচক্ষে তিনি মেয়ের অবস্থা দেখে যান

মণিময় বিচলিত হ'য়ে বল্‌লে,—তাই তো—তাই তো মা।

মাতা বল্‌লেন,—পাপ করলে তার ফলভোগ আছেই। এখন বিচলিত হ'লে চল্‌বে কেন?

নমিতা ব্যথাহত করুণ দৃষ্টি তুলে শাশুড়ীর মুখের দিকে চেয়ে রইলো, যেন সে দৃষ্টি জানিয়ে দিল—আর কেন মা? অনেক হয়েছে—মিছিমিছি ব্যথার বোঝা বাবার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে কোন লাভ হবে না। বরং তাঁর শান্ত হিয়া অশান্তিতে ভরে উঠ্‌বে।

শাশুড়ী বৌমার চিবুক স্পর্শ করে গদগদকণ্ঠে বল্‌লেন,—সতীনারী এমনি ভাবে স্বামীকে তার সকল গ্লানি হ'তে মুক্তি দেয়; কোন আওতা গায় লাগ্‌তে দেয় না। মণিময় তুই যা করেছিস, পশুতেও এমন করে না। পারিস তো এখনও বৌমার কাছে ক্ষমা চা। তাতেই নিজ কর্ম্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'বে। পরক্ষণেই তিনি ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

মণিময়ের মনটা কিন্তু সংশয় দোলায় দোল খেতে লাগ্‌লো। কি জানি যদি নমিতা আবেগ ভরে সব কথা বলে ফেলে। নিঃসন্দেহ হবার জন্য সে ডাক্‌লে,—নমিতা।

নমিতা কান দু'টো খাড়া করে উৎসুক হয়ে চেয়ে রইলো। কি প্রাণারাম আহ্বান! সে ডাক যেন তার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে গিয়ে ঝঙ্কৃত হয়ে ব্যথাহত অঙ্গে শান্তির প্রলেপ মাখিয়ে দিল।

মণিময় আবার ডাক্‌লে—নমিতা

নমিতার বুকের মধ্যে ফুলে ফুলে উঠ্‌তে লাগ্‌লো—বিপুল পুলকে—আকুল উচ্ছ্বাসে, কূলে কূলে ভরা নদীর ন্যায়।

ণময় কম্পিত কণ্ঠে বল্‌লে,—তোমাকে আর কি বল্‌বো নমিতা—তবে—

নিমিষে নমিতার সকল আনন্দ কোথায় উবে গেল। এখনও স্বামীর তাকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস। স্বামী স্ত্রীর মনোভাব অনুভবে বুঝে নিতে পারলেন না।

নমিতার গভীর নীরবতা মণিময়ের সংশয়াকুল চিত্তে সংশয়ের মাত্রা দ্বিগুণতর বাড়িয়ে দিতে লাগ্‌লো। হয়ত এখনই শশুর মহাশয় এসে পড়বেন। তখন—তখন যে তার আর কিছু বল্‌বার থাক্‌বে না। মণিময়ের অস্থিরতা বেড়ে গেল ও আকুল কণ্ঠে বল্‌লে,—নমিতা, হাঁ; কিন্তু থাক্‌।

নমিতা স্থির ও সহজকণ্ঠে বল্‌লে,—ভয় নেই—আমি কিছু বল্‌বো না।

কিন্তু যদি তোমার বাবা জিজ্ঞাসা করেন?

নমিতা মুখখানা ফিরিয়ে নিয়ে ধরাগলায় বল্‌লে,—বল্‌বো পড়ে গেছি—কলতলায়।

সত্যি?

সত্যি মিথ্যে জানিনে, তবে সেই অসত্যই আজ আমার নিকট সত্যের রূপ নিয়ে দাঁড়িয়েছে।

কি ঠাকুরপো; আজ বুঝি চা খাবার কথাই ভুলে গেলে?—বলতে বল্‌তে ঠিক সেই সময় সরমা এসে ঘরে ঢুক্‌লো।

মণিময় বল্‌লে,—এই যে—হাঁ—শশুর ম'শায় এসেছেন কিনা।

সরমা মুচ্‌কি হেসে বল্‌লে,—তা তো জানি। তিনি তো বাইরের ঘরে।

মণিময় বল্‌লে,—সেই কথাই তো বল্‌তে এসেছি বৌদি।

বেশ—বেশ—বলে সরমা ঘরের বাহির হয়ে পড়্‌লো।

মণিময় একটু ইতস্ততঃ করে বল্‌লে,—যাই চা খেয়ে আসি, আর শশুর ম'শায়কে পাঠিয়ে দি নমিতা। হাঁ, ভাল কথা, তোমার বাবা এক ছড়া হার এনেছেন তোমার জন্য—এই নাও—ধর।

রাখ - বলে নমিতা গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে রইলো।

(১৪)

নমিতার পিতা ঘরে ঢুকে কন্যার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লেন,—এমন হ'ল কি করে ?

নমিতা অশ্রু সজল আঁখি মেলে ক্ষীণস্বরে বল্‌লে,—বড্ড প'ড়ে গেছি বাবা কলতলায়।

কি করে পড়্‌লি মা ? কপালটা যে ভয়ানক ফুলে উঠেছে।

কেমন পা পিছ্‌লে গেল—বলে নমিতা মুখখানা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল।

সুধীরবাবু বল্‌লেন,—আর কোথাও লেগেছে নাকি ?

নমিতা কোন উত্তর দিল না।

মণিময় ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লে,—কপালটায় দেখ্‌ছি বেশী লেগেছে।

সুধীরবাবু বল্‌লেন,—শুধু কপালে লাগ্‌লে কি মা আমার শুয়ে থাকে ?

অন্য জায়াগায় লাগাও অসম্ভব নয়। মণিময় নমিতার দিকে একবার কাতর আঁখি মেলে চেয়ে দেখ্‌লে।

নমিতা বল্‌লে,—এই মাত্র পড়ে গেছি কিনা, তাই একটু শুয়ে আছি। তার উপর মা কিছুতেই উঠ্‌তে দিলেন না।

মণিময়ের মাতা এতক্ষণ একপার্শ্বে দাঁড়িয়েছিলেন। সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি বধূমাতার উপর বিপুল শ্রদ্ধায় তাঁর মন ভরে উঠ্‌লো। মনে হ'ল, এতেও কি তাঁর ছেলের চোখ খুল্‌বে না? তাঁর বুকের মধ্যে কেমন তোলপাড় করতে লাগ্‌লো। এত বড় একটা মিথ্যা সত্যের রূপ নিয়ে চোখের সাম্‌নে খেলা করবে, আর নীরবে তাঁকে তাই শুনে যেতে হ'বে? কি জানি যদি দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে তিনি কিছু বলে ফেলেন। তাই তিনি নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

সুধীরবাবু একটু চুপ করে থেকে বল্‌লেন,—সত্যি বল্ মা, আর কোথাও লেগেছে?

নমিতা একটু ঢোক্ গিলে বল্‌লে, কোমরটায় একটু লেগেছে—আর পিঠের দু'চার জায়গায় একটু ছড়ে গেছে। ও সেরে যাবে বাবা—তুমি অত ভেবো না।

মণিময় যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলে।

সুধীরবাবু মণিময়ের দিকে চেয়ে বল্‌লেন,—তাহ'লেও একজন ডাক্তার ডেকে এনে দেখালে ভাল হয় না?

মণিময় আম্‌তা আম্‌তা করে বল্‌লে,—তা মন্দ কি—বলেন যদি—

নমিতা ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লে,—না না, ডাক্তার এসে কি করবে বাবা? একটু পড়ে গেলেই অমনি ডাক্তার!

সুধীরবাবু বল্‌লেন,—মায়ের যখন অমত, তখন থাক। হাঁ, বল্‌ছিলাম কি মণিময়। বেয়ান ত চলে গেলেন। মা তো প্রায় তিন মাসের উপর হ'ল এসেছে। দিনকতকের জন্য যদি পাঠিয়ে দাও তো বড়ই ভাল হয়।

মণিময় বল্‌লে,—বেশ তো। তাতে আর আপত্তি কি?

নমিতা গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লে,—তা হয় না বাবা। আমি গেলে মার বড় কষ্ট হ'বে। মাকে ফেলে আমি যেতে পারবো না।

সুধীরবাবু বল্‌লেন,—শুন্‌লে মণিময়। এখন আর বুড়ো বাবা কেউ নয়। তারপর তিনি হো হো করে হেসে উঠ্‌লেন।

মণিময় কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। পরে বল্‌লে,—বৌদি যখন আছেন তখন অবশ্য মায়ের কোন কষ্ট হবে না। সে আপনি যা ভাল বোঝেন করুন।

নমিতা চোখ দু'টো ডাগর ডাগর করে বল্‌লে,—দিদি থাক্‌লেও আমি এখন যেতে পারবো না।

সুধীরবাবু হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন,—শোন মণিময়, সেবার আন্‌তে গিয়ে তুমি ফিরে এসেছিলে, মা আমার আস্‌তে চায় নি। আর এবার?

মণিময় নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলো।

সুধীরবাবু বল্‌লেন,—হার পছন্দ হ'য়েছে তো মা? কই, এখনও যে পরনি?

এই যে পরছি—বলে নমিতা হার ছড়াটা শয্যা হ'তে কুড়িয়ে নিয়ে গলায় দিল।

সুধীরবাবু আবার বল্‌লেন, কেমন মা—পছন্দ হ'য়েছে তো?

নমিতা বল্‌লে,—পছন্দ আবার হবে না।

সুধীরবাবু বল্‌লেন, তোর দিদিকে যে দেখ্‌ছি না?

নমিতা গম্ভীরভাবে বল্‌লে,—বোধ হয় রান্না ঘরে আছেন।

মণিময় বল্‌লে, রাঁধ্‌তে বাড়্‌তে সত্যিই বৌদি সিদ্ধহস্ত।

নমিতা মুখখানা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিল ও মনে হ'ল বলে—কোন্ কাজে তিনি সিদ্ধহস্ত নন ?

এদিকে কথাটা বলে ফেলেই মণিময় কেমন অপ্রতিভ হয়ে পড়্লো। তাই কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে সে আবার বল্‌লে,—বিধবা মানুষ—একটা কাজ নিয়ে তো থাকা চাই।

সুধীরবাবু সে কথার সমর্থন করে বল্‌লেন,—তা তো বটেই।

নমিতা আর চুপ করে থাকতে পারলে না, ঈষৎ রুষ্ট-স্বরে বল্‌লে,—ভারী তো কাজ! তিন জন নিয়ে সংসার।

মণিময়ের মুখের উপর কেমন অসন্তোষের চিহ্ন প্রকটিত হ'য়ে উঠ্‌লো। সে ভাব দমন করে সে বল্‌লে,—আপনি বস্থন। আমি একটু নিজের কাজ সেরে আসি। তারপর ধীরে ধীরে মণিময় ঘরের বাহির হ'য়ে পড়্‌লো।

সুধীরবাবু সংশয়াকুল চিত্তে কন্যার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

(১৫)

আরো তিন মাস পরের ঘটনা।

নমিতার পক্ষে শশুর বাড়ী ঘর করা দিনে দিনে দুঃসাধ্য হ'য়ে উঠ্‌লো। কথায় কথায় সামান্য কোন ছল ছুতা ধরে স্বামী এমন ভাবে অত্যাচার সুরু করে দিলে যে নমিতার চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরে পড়্‌তো ও মনে মনে ভাব্‌তো—কত দিনে তার এ যন্ত্রনার অবসান হবে। স্বামীর প্রহার তার অঙ্গের আভরণ হ'য়ে দাঁড়াল। তার একমাত্র সান্ত্বনা স্থল ছিল শ্বশ্রূমাতা। তিনিও আজ কাল অধিকাংশ সময় বল্‌তেন,—আর কত লাঞ্ছনা সহ্য করবি? তার চেয়ে দিন কতক বাপের কাছে যা মা। তোর কষ্ট যে আমি আর দেখ্‌তে পারিনে।

নমিতা নীরবে শুনে যেত; আবার সময় সময় বল্‌তো—তোমাকে ফেলে আমি যেতে পারবো না মা। আর চোখ্ বেয়ে দুই এক ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়্‌তো।

আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে শাশুড়ী বল্‌তেন—কিন্তু আমার যে কোন ক্ষমতা নেই মা। তার চেয়ে চল তুই আর আমি দেশে চলে যাই।

নমিতার আয়ত নয়নযুগল বিস্ফারিত হ'য়ে উঠ্‌লো; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আঁখি তারা ম্লান করে সে মেঝের দিকে চেয়ে থাক্‌তো।

শাশুড়ী বল্‌তেন,—ওঃ! সেখানে যাবার ইচ্ছা নেই। তবে তোর কপালে মার খাওয়া ভিন্ন আর কোন পথ নেই। এই বলে বিরক্তি ভরে তিনি মুখখানা সরিয়ে নিতেন।

সারল্যভরা শিশুর দৃষ্টি তুলে নমিতা সঙ্গে সঙ্গে বল্‌তো—মা, রাগ করলে? সত্যি তুমি যদি রাগ করে বল যেতে হ'বে, তাহ'লে এখুনি আমি যেতে প্রস্তুত।

শাশুড়ী ছুটে এসে নমিতার মুখখানা সস্নেহে আঁকড়ে ধরে চুমু দিয়ে বল্‌তেন,—ছিঃ মা! ঘরের লক্ষ্মীকে সে কথা কি আমি বল্‌তে পারি? তুই যে আমার মা—মেয়ে—কুললক্ষ্মী। শুধু তোরই জন্যই যে এখনও আমি সংসারে আবদ্ধ আছি। তারপর টপ্‌ টপ্‌ করে চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়তো। নমিতা সব ভুলে গিয়ে নীরব, নিস্পন্দ হয়ে বসে থাক্‌তো।

এই ভাবে নমিতার দিন কেটে যাচ্ছিল, কিন্তু মাঝখান থেকে আর এক নূতন উপদ্রব ধূমকেতুর ন্যায় দেখা দিয়ে সংসারে আরো অশান্তির অনল জ্বেলে দিল।

দূর সম্পর্কে মণিময়ের এক জ্ঞাতি ভ্রাতা হঠাৎ একদিন লাক্ষ্ণৌ হ'তে ডেরাডাণ্ডা নিয়ে এ বাড়ীতে এসে অতিথি হ'য়ে দাঁড়াল! নামটী ছিল তার সুভাষ, লাক্ষ্ণৌ ইউনিভারসিটি হ'তে সবে বি'এ পাশের তকমা সংগ্রহ করে কল্‌কাতায় আসছিল, কোন কাজের আশায়। লোক পরম্পরায় সে শুনেছিল যে, মণিদা চুঁচড়ায় বেশ প্রাকটিস্‌ জমিয়ে ফেলেছেন ও

সেখানে ফ্যামিলি নিয়েই আছেন। চুঁচড়া তো কল্‌কাতার খুব কাছে, কাজেই বরাবর সে এখানেই এসে উঠ্‌লো; সলিলকে একেবারে চমক লাগিয়ে দিয়ে। তার উপর এটাও তার জানা ছিল যে, মণিদা সম্প্রতি বিবাহ করেছেন। নূতন বৌদির সঙ্গে হাস্য-পরিহাসে দিনগুলোও কাটবে ভাল।

বাড়ীতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুভাষের কিন্তু সে ধারণা উল্টে গেল। সে দেখ্‌লে দাদা যদি যান একদিকে—বৌদি যান অন্য দিকে। সুভাষ গম্ভীর হ'য়ে একটু ভেবে নিল। তারপর মনে করলে—দেখাই যাক্, কোথার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। তবে তার সূক্ষ্মদৃষ্টি এই তথ্যটুকু আবিষ্কার করে ফেল্‌লে যে, দাদার সন্ধানী চোখ দু'টো ঘুরে বেড়ায় নিতাইদার স্ত্রীর পিছন পিছন। তবু তার মনে হ'ল, হয়ত তার ধারণাটা ঠিক নয়। নিতাইদার বৌ তো সম্পর্কে বৌদি হয়—ঠাট্টা তামাসারই পাত্র। তাই বোধ হয় মণিদার সঙ্গে একটু মাখামাখি ভাব। এতে আর দোষ কি? সেও যদি মণিদার বৌ'এর সঙ্গে দু'টো হাসি ঠাট্টার কথাই বলে, তাতে সত্যই তো কারো কিছু বল্‌বার থাকে না—থাকতে পারে না। এ যে বড় মিষ্ট সম্বন্ধ।

সুভাষ কিন্তু হতাশ হ'য়ে পড়্‌লো, প্রথম দিনেই। বৌদি যেন কেমন খাপছাড়া। সে হন্তদন্ত হ'য়ে বৌদির কাছে গিয়ে দাঁড়াল; মুখের দু'টো মিষ্ট কথা শুন্‌বার জন্য। বৌদি কিন্তু তাকে আমলই দিল না। একবার চেয়ে দেখেই মুখখানা সরিয়ে নিল।

সুভাষ নাছোড়বান্দা। কথা না কহিয়ে ছাড়বার পাত্র সে আদৌ নয়। সে ফস্‌ করে বল্‌লে,—তুমি আমায় চেন না বৌদি। আমি যে

তোমার লক্ষ্মণ দেবর, সম্বোধন শুনেই বুঝে নিয়েছ নিশ্চয়। তার অধিক পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। বিশ্বাস না হয়, মণিদাকেই জিগ্যেস্ কর।

মণিময় বল্‌লে,—থাম—থাম—আর বক্তৃতায় কাজ নেই। এত বক্‌তেও পারিস।

সরমা মুখ টিপে টিপে হেসে বল্‌লে,—আমি কিন্তু আর কথা না বলে পাচ্ছিনে। ভালই বল, আর মন্দই বল—কথার পিঠে কথা বলা আমার একটা রোগ।

সুভাষ উৎসাহ ভরে বল্‌লে,—তাহ'লে তোমার সঙ্গে আমার মিল্‌বে ভাল। আমারও ঠিক ঐ রোগ বৌদি।

মণিময় গুম্ হ'য়ে মুখখানা ফিরিয়ে নিল।

সরমা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে,—তোমার দাদাটীও কম যান না—দিনরাত মুখে খই ফুট্‌ছে।

নমিতা একপার্শ্বে জড়সড় হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল; কিন্তু হঠাৎ তার চোখের দীপ্তি চক্‌চক্ করে উঠ্‌লো।

সুভাষের নজর ঠিক ছিল। সে চট্ করে বল্‌লে,—তা বেশ হ'বে। একদিকে দাদা—আর একদিকে আমি। তারপর খিল্ খিল্ করে হেসে উঠ্‌লো।

সরমা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে,—তুমি দেখছি ঠাকুরপো, দাদারও ওপরে যাবে। কিন্তু একটা বিষয়ে—

সুভাষ একেবারেই ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লে,—কি—কি বৌদি?

সরমা মুচ্‌কি হেসে বল্‌লে,—তোমার যে আর সবুর সইছে না ঠাকুরপো। তোমার সঙ্গে কথা বল্‌তে হ'লে দেখছি দু'টো মুখ থাকা চাই।

সুভাষ একেবারে ভীষণ গম্ভীর হয়ে বল্লে,—দু'টো মুখ— তা'হ'লে double headed (ডবল হেডেড্)। হাঁ, তাকে তো বলে দু'মুখো সাপ্। সেইটে বাদে বৌদি। আর যা কিছু তুমি হ'তে চাও, হও—কেবল ঐটী বাদে। দোহাই তোমার—বলেই সে আবার খিল খিল করে হেসে উঠ্‌লো।

সরমার চোখ দু'টো বিষধর সর্পের ন্যায় ধক্ ধক্ করে জ্বলে উঠ্‌লো। নিমিষে সে-ভাব দমন করে সে মোলায়েম কণ্ঠে বল্‌লে,—আবার ভয়টাও আছে দেখ্‌ছি বিলক্ষণ।

সুভাষ ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লে,—থাকবে না? একেবারে একজোড়া বৌদির সাম্‌নে দাঁড়িয়ে কথা বলা। একি কম বুকের পাটা। শেষে কাণ দু'টো আস্ত থাক্‌লে বাঁচি। এই বলে ভয়ে ভয়ে কাণে হাত বুলুতে আরম্ভ করে দিল।

মণিময় ও সরমা যুগপৎ হেসে উঠ্‌লো। নমিতা মৃদু হেসে মুখখানা সরিয়ে নিল।

সুভাষ হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে,—দেখ্‌লে মণিদা, বৌদি যে বৌদি—হাস্‌তে চান্ না—তাঁকেও পর্য্যন্ত হাসিয়ে ছেড়েছি।

সরমা একটু টিপ্পনী দিয়ে বল্‌লে,—বৌদি তো এখানে দু'জন, কাজেই—

বাধা দিয়ে সুভাষ বল্‌লে,—কাজেই একটু ভুল হ'য়ে গেছে। তা একজনের মুখে তো কারণে অকারণে হাসি লেগেই আছে। তবুও বারদিগর যাতে সংজ্ঞার অভাবে সে ভুল না হয়, তাও ঠিক করে ফেলেছি।

সরমা গম্ভীর হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

সুভাষ ঘাড়টা ঘুরিয়ে বল্‌লে,—সংজ্ঞা নির্দ্দেশ খুব সহজেই হ'য়ে যাবে। তুমি হ'লে বৌদি—সাধারণভাবে। আর ঐ যে বৌদি মুখে চাবী এঁটে আছেন ও চুপি চুপি এক একবার চেয়ে দেখ্‌ছেন, ওঁর গায় একটা "নতুন" কথা যোগ করে দিলেই হবে—অর্থাৎ কিনা নতুন বৌদি।

মণিময় বল্‌লে,—আজ আর কেন? একদিনে সব বলে ফেল্‌লে, পরে আর কি বল্‌বি?

সুভাষ বল্‌লে,—তুমি জান না মণিদা—এ একেবারে অফুরন্ত ভাণ্ডার। তার উপর এমন সব বৌদিরা থাকতে আমার আবার কথার অভাব হ'বে? তাঁরাই কথা যুগিয়ে দেবেন। সত্যি তোমরাই বল বৌদি? আচ্ছা, তুমিই বল নতুন বৌদি?

নমিতা মুখখানা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলো।

সুভাষ একেবারে নমিতার কাছে এসে বল্‌লে,—সে হ'বে না নতুন বৌদি। বল্‌তেই হ'বে। কথা না বল্লে আমি ছাড়ছি না। বল।

নমিতার মুখ চোখ আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। কি করে বাধ্য হ'য়ে সে ক্ষীণ ও কম্পিত কণ্ঠে বল্‌লে,—আগে দিদিই বলুন, তারপর তো আমি। বড় কাছে থাকতে ছোট'র কোন কথা বলা সাজে না। তারপর নমিতা যেন হাঁপাতে লাগলো।

সুভাষ লাফিয়ে উঠে বল্‌লে,—ঠিক বলেছো নতুন বৌদি। তাহ'লে তুমিই আগে বল বৌদি?

সরমা ফিক্ করে একটু হেসে বল্‌লে,—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তোমার কথা

খুব ঠিক। তা না হয় হ'ল, কিন্তু তোমার গায়েও দেখ্ছি আমাকে ঐ "নতুন" কথা যোগ করে দিতে হ'বে।

সুভাষ পরম উৎসাহ ভরে বল্লে,—অর্থাৎ কি না আমি হ'ব তোমার নতুন ঠাকুরপো। সত্যি বেশ হ'বে। একদিকে নতুন ঠাকুরপো ও নতুন বৌদি, আর একদিকে বুঝ্লে কি না—সব পুরাতন।

এমন সময় মণিময়ের মা এসে বল্লেন,—না, তোদের দেখ্ছি আর গল্প ফুরোবে না। রবিবার বলে কি আর ক্ষিধে তেষ্টা নেই ?

তাও তো বটে। চল—চল—জ্যাঠাইমা—এস মণিদা—এস বৌদিরা —চলে এস। বল্তে বল্তে সুভাষ অগ্রসর হ'ল।



(১৬)

সুভাষের আগমনে প্রথম প্রথম সকলেই একটু সমঝে চল্‌তে লাগ্‌লো। কিন্তু একবার অসংযমের পথে পা দিয়ে সংযত ভাবে চলা মণিময়ের পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়াল। মণিময় ভেবেছিল যে, সুভাষ দু'চা'র দিনের অতিথি। কিন্তু দিনের পর দিন সে ধারণা ব্যর্থ করে দিয়ে যখন সে তার অধিকার পূর্ণ মাত্রায় এই গৃহে প্রতিষ্ঠিত করে নিতে চেষ্টা করতে লাগ্‌লো, তখন মণিময়ের মন তিক্ততায় ভরে উঠ্‌লো।

সরমার দিকে ছিল যেন তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। উভয়ের নিভৃত আলাপে সুভাষ এসে দাঁড়াত একটা কথা মুখে করে ও কথার পর কথা নানা কথার অবতারণা করে সে সময় কাটিয়ে দিত। মণিময় মনে মনে গোঙ্‌রাত; কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বল্‌তে পারতো না। সরমারও মনের মধ্যে সময়ে সময়ে অসন্তোষের আগুন জ্বলে উঠ্‌তো ও তার কিরণচ্ছটা চোখ মুখের উপর দিয়ে খেলে যেত; যেন ঠিক্‌রে বাইরে পড়্‌তে চাইছে। তবুও সুভাষ স্থির ও অবিচলিত চিত্তে অনর্গল বকে যেত; যেন এ সব তার লক্ষ্যেই পড়ে না। অথচ সকাল, সন্ধ্যা ও রাত্রে ঠিক এই ভাবে সুভাষ তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করে চল্‌তো, যতক্ষণ না মণিময় অথবা সরমা বিরক্ত হ'য়ে উঠে যেত।

দুপুরে মনিময় থাক্‌তো কোর্টে। এই সময়টা সুভাষ জ্যাঠাইমার কাছে এসে বস্‌তো ও স্নিগ্ধমধুর আলাপে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিত। প্রথম প্রথম নমিতা উঠে পড়্‌তো ও নিজের ঘরে গিয়ে ঢুক্‌তো। শ্বশ্রূমাতাও নিষেধ করতেন না। তারপর দিনে দিনে সুভাষের উপর তাঁর এমনি স্নেহের আকর্ষণ পড়ে গেল যে, তিনিই বধূমাতাকে চলে যেতে নিষেধ করতেন। কোন কোন দিন নমিতা সে আদেশ উপেক্ষা করতে সাহসী হ'ত না—নীরবে বসে উভয়ের কথাবার্ত্তা শুনে যেত। সুভাষের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর হাওয়া সত্যই অনেকটা বদ্‌লে গিয়েছিল। মণিময় আজকাল রাত্রি ৯টার পরেই নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়তো। সরমাও বেশী কিছু মিশ্‌বার সুযোগ পেত না। কাজেই সুভাষের উপর তাঁর যে একটা আন্তরিক টান পড়বে, তাতে আর বিচিত্র কি ?

ঠাকুরপোর উপর একটা শ্রদ্ধার ভাব নমিতার প্রাণে যে জেগে ওঠে নি এমন নয়। তবুও সে তার সঙ্গ এড়িয়ে চল্‌তে চেষ্টা করতো। কি জানি যদি তাই নিয়ে আবার নূতন করে আর একটা অশান্তির সূত্রপাত হয়। কিন্তু সুভাষ তাকে সে ফাঁক দিতো না—নতুন বৌদি—নতুন বৌদি—বলে কারণে অকারণে অস্থির করে তুল্‌তো। কাজেই বাধ্য হ'য়ে তাকে সময়ে সময়ে উত্তরও দিতে হ'ত ও দু'চারটা কথা না বলেও পারতো না।

সরমার দৃষ্টি সজাগ প্রহরীর ন্যায় উভয়ের পিছু পিছু ঘুরে বেড়াত ও তুচ্ছ খুঁটিনাটি কথা অতিরঞ্জিত করে নিত্যই মণিময়কে অবসর মত শুনিয়ে দিতে সে ত্রুটী করতো না। মণিময় দিনের পর দিন নীরবে শুনে

যেত, কিন্তু কোন উচ্চবাচ্য করতো না। সরমা একদিন কথায় কথায় বলে ফেল্‌লে—সুভাষ ঠাকুরপো তো দিন দিন খুবই বাড়িয়ে তুল্‌ছে—বাড়ীর উপর বসে—সকলের চোখের সাম্‌নে—এ সব কি ভাল হচ্ছে? এ সময় তোমার মা কিছু দেখ্‌তে পান না।

মণিময় ভ্রুকুটীভয়াল দৃষ্টি তুলে সরমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

সরমা একটু ঢোক্ গিলে বল্‌লে,—তুমি তো দুপুরে বাড়ী থাক না—তাহ'লে বুঝ্‌তে।

মণিময় গম্ভীর স্বরে বল্‌লে,—সুভাষ তো জেঁকে বসেছে—সহজে নড়্‌বে বলে মনে হয় না। মিছে গোলমাল না করে, ওকেই বরং দিন-কতকের জন্য বাপের কাছে পাঠিয়ে দেবো বলে স্থির করেছি।

সরমা বল্‌লে,—তাতে তো ঠাকুরপোর পথ আরো পরিষ্কার করে দেওয়া হবে। এখানে চল্‌বে দক্ষিণ হস্তের ক্রিয়া—আর বাকি সময়টা ওখানেই হাস্য-পরিহাসে কেটে যাবে।

মণিময়ের চোখদু'টো জ্বল জ্বল করে উঠ্‌লো। সে তীক্ষ্ম স্বরে বল্‌লে—তা হ'লে তুমি কি করতে বল বৌদি?

সরমা বল্‌লে,—আমি তোমায় বলে দেবো—তুমি কি করবে? তুমি না পুরুষ মানুষ!

মণিময় বিস্ময়াবিষ্টের ন্যায় চেয়ে রইলো, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে।

সরমা ঈষৎ মস্তক সঞ্চালন করে স্নিগ্ধকরোজ্জ্বল কটাক্ষ নিক্ষেপ করে বল্‌লে—ছিঃ ঠাকুরপো! তুমি যে এত ভীতু তা তো জান্‌তাম না। থাক্, তোমার দৌড় বোঝা গেছে। এর পর কিন্তু আর নমিতাকে বাগে আন্‌তে পারবে না—তোমার ঐ লক্ষ্মণ ভাইটীই হ'বে তার একমাত্র কারণ।

মণিময় স্থির ও অবিচলিত কণ্ঠে বল্‌লে,—কিন্তু যার উপর আমি কোন দাবী রাখিনে, কোন্ অধিকারে আজ তার উপর কর্তৃত্ব ফলাতে যাব? আর সেই বা আমার কথা শুন্‌বে কেন?

সরমা হতবুদ্ধির ন্যায় কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো, দৃষ্টি অর্থহীন—সংজ্ঞাশূন্য। প'রে বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠে বল্‌লে,—ওঃ, দাবীটা তাহ'লে বুঝি সুভাষ ঠাকুরপোর? কিন্তু তোমার ঐ উদাসীনতার ফল যখন ফল্‌বে, তখন স ফলের ভাগী হ'তে হ'বে তোমাকে—অপরকে নয়।

সমস্ত রক্ত মণিময়ের মস্তিষ্কের ভিতর দিয়ে যেন চন্ চন্ করে বয়ে গেল। সে দাঁতে দাঁত চেপে ধরে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বল্‌লে—অসহ্য—অসহ্য, কিন্তু কি করতে পারি—কি করতে পারি আমি?

সরমা শাণিত কটাক্ষপাত করে হাস্য বিজড়িত কণ্ঠে বল্‌লে,—নিষ্কাম কর্ম্মী তো কোনদিনই ফলের আশা রেখে কাজ করে না। তাতেও যদি ফল এসে কোন দিন গায়ে জড়িয়ে ধরে, সেজন্য সত্যিই তোমাকে কেউ দোষ দিতে পারবে না ঠাকুরপো।

মণিময় উত্তেজিত কণ্ঠে ডাক্‌লে,—বৌদি।

সরমা বিদ্যুৎবিকাশের ন্যায় মুচকি হেসে বল্‌লে,—কি ঠাকুরপো, অমন উত্তেজিত হ'য়ে উঠ্‌লে কেন?

মণিময় রোষকষায়িত নেত্রে বল্‌লে,—শোন বৌদি, আমি আজই এর ব্যবস্থা করবো,—তবে আর কাজ। এখানে আর এক দিনের জন্যও সুভাষকে স্থান দেব না—নির্ম্মম হ'য়ে তাড়িয়ে দেব—দূর দূর করে—শৃগাল কুকুরের মত।

কাকে তাড়িয়ে দেবে মণিদা—বৌদিকে? এই বলে জোরে জোরে

সুভাষ হেসে উঠ্‌লো। পরক্ষণেই আবার বল্‌লে,—সত্যিই তুমি বড় রেগে গেছ মণিদা। ওঃ চোখ মুখ দিয়ে যে আগুন ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে! দেখ—দেখ, বৌদি, নাকটা কি রকম ফুলে উঠেছে। এ বৌদি—তোমারই কাজ—বেটাছেলেকে একটু বুঝে কথা বল্‌তে হয়—নইলে এমনি হয়। তুমি শুনো না মণিদা, বৌদির কথা—মাথা খারাপ—মাথা খারাপ। দিন রাত নিতাইদার কথা ভেবে ভেবে মাথায় কি আর কিছু আছে?

সরমার মুখখানা ঘন কালিমায় ছেয়ে গেল—সে আর অপেক্ষা করলে না—খোঁজ খোঁজ করতে করতে চলে গেল।

মণিময় স্থির ও নিস্পন্দ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

(১৭)

অলস মধ্যাহ্নের শৈথিল্য ভরা মন নিয়ে নমিতা বসে ভাব্‌ছিলো কত কথা। জীবনটা যেন একটা স্বপ্ন। ঠিক স্বপ্নেরই মত কত রঙিন কুসুম মনোরাজ্যে ফুটে উঠেছিল, নব নব আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলে। কিন্তু ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ফুল ঝরে পড়ে গেল, নীরবে, ব্যর্থতার আঘাত দিয়ে। কেন এ ঘুম ভেঙ্গে যায়? যদি এ ঘুম না ভাঙ্গতো, তাহ'লে স্বপ্নস্রোতে গা ভাসায়ে দিয়ে সে চলে যেত; পিছন ফিরেও দেখ্‌তো না—কোথায়—কতদূরে চলেছে।

ও নতুন বৌদি—

নমিতা স্বপ্নোত্থিতের মত কম্পিত কণ্ঠে বল্‌লে,—কে? তুমি!

মাপ করো, নতুন বৌদি। অসময়ে এসে তোমার স্বপ্নের ঘোর ভেঙে দিলাম। যদি ঘূর্ণাক্ষরে জান্‌তাম মন তোমার বাঁধনহারা হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—অসীমের সন্ধানে, তাহ'লে কোন বেয়াকুব আস্‌তো।—বলে সুভাষ প্রস্থানোদ্যত হ'ল।

নমিতা থতমত খেয়ে বসে রইলো।

সুভাষ কিন্তু গেল না, সহসা দু'চার পা এগিয়ে এসে একটু ঢোক গিলে বল্‌লে,—ও সব মিছে ভাবনা ছেড়ে দাও, নতুন বৌদি। সত্যিকারের ভাবনা ভাব্‌তে শেখো; নইলে চোখের সাম্‌নে শুধু অন্ধকারই দেখ্‌তে হ'বে। তোমার জন্য সত্যিই আমার বড় ভাবনা হয় বৌদি।

নমিতা ঈষৎ গম্ভীরভাবে বল্‌লে—পরের জন্য ভাবনা—মিছে সময় নষ্ট করা। এর চেয়ে নিজর ভাব্‌না ভাবলে কাজ হ'বে। সঙ্গে সঙ্গে নমিতার চোখমুখ অস্বাভাবিক লাল হ'য়ে উঠ্‌লো ও লজ্জায় মাটীর সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছা হ'ল

সুভাষ বেদনাতুর চাহনি নিক্ষেপ করে বল্‌লে,—কিন্তু নতুন বৌদি, তোমার মনের উপর দিয়ে যে দিন রাত একটা প্রবল ঝঞ্ঝা বয়ে চলেছে, সে আমি এ বাড়ীতে পা দিয়েই ধরে ফেলেছি। আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি—কোথায়—কোন খানে তোমার ব্যথা; কিন্তু—

তারপর উভয়েই নীরব। ঘরটা যেন মুহূর্ত্তের জন্য সেই নীরবতা বুকে ধরে ছম্‌ ছম্‌ করতে লাগ্‌লো। নমিতা দম নিয়ে হঠাৎ বাধ বাধ স্বরে বল্‌লে,—কিসের ব্যথা? না না—তুমি কিছু জান না—কিছু জান না।

সুভাষ সে কথা চেপে দিয়ে বল্‌লে,—আচ্ছা নতুন বৌদি, এ তোমার কি অন্যায়?

নমিতা বিস্মিত হ'য়ে তাকিয়ে রইলো।

সত্যি ভারী অন্যায়। আমাকে বাদ দেওয়াটা কি ভাল হ'ল?

নমিতা ততোধিক বিস্মিত হ'য়ে বল্‌লে,—তোমাকে বাদ দেওয়া!

হাঁ, যেন আকাশ হ'তে পড়লে নতুন বৌদি, কিছুই জান না?

কিন্তু মণিদার মুখ তো আর চাপা থাকে না। তিনি যে নিজেই আমাকে বল্‌লেন।

কি বল্‌লেন, ঠাকুরপো?

ওঃ, পাছে আমি যাই, না? তা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলে কি আর ক্ষতি হত? শান্ত ছেলের মত একদিকে চুপ করে বসে দেখতাম।

নমিতা অসহিষ্ণু ভাবে বল্‌লে,—কি বল্‌ছো ঠাকুরপো? সত্যি আমি কিছু জানিনে। মিছে কেন দোষ দিচ্ছ।

মিছে! এই তো সকালে মণিদা বল্‌লেন—আজ ছ'টার সো'এ বায়স্কোপে যাবেন—তোমাকে নিয়ে।

আমাকে নিয়ে! নমিতা বিস্ময় বিস্ফারিত চোখ দু'টো উত্তোলন করে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো;

সুভাষ হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে,—তোমাকে নিয়ে নয় তো আর কাকে নিয়ে? বেশ নতুন বৌদি, সব জেনে শুনে আবার—

নমিতা মুখের কথা কেড়ে নিয়ে উদ্দীপ্তকণ্ঠে বল্‌লে,—মিথ্যে কথা ঠাকুরপো—তুমি ভুল শুনেছ।

ভুল শুনেছি! তাহ'লে যে নিজের কাণ দু'টোকে অবিশ্বাস করতে হয়, নতুন বৌদি।

কিন্তু—না—তাও বরং সম্ভব।

তাহ'লে নাচার, নতুন বৌদি।

বল—কি শুনেছ ঠাকুরপো? নমিতা কঠোর জিজ্ঞাসুনেত্রে সুভাষের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

সুভাষ একটু ইতস্ততঃ করে বল্‌লে,—মণিদা বল্‌ছিলেন—আজ রাত্রে তোর বৌদিকে নিয়ে বায়স্কোপে যাব ঠিক করেছি—ভাল বই আছে।

নমিতা একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কেমন বলে ফেল্‌লে,—সে আমাকে নিয়ে নয় ঠাকুরপো। সে ভাগ্য আমি করিনি।

সে কি নতুন বৌদি! তবে কাকে নিয়ে! ও বৌদিকে নিয়ে? সুভাষ বিরাগ ভরে মুখখানা সরিয়ে নিল। তারপর সে উদ্ধত স্বরে বল্‌লে,—তোমাকে ফেলে রেখে নিতাইদার বৌকে নিয়ে মণিদা যাবেন বায়স্কোপে? কি বল্‌ছো তুমি নতুন বৌদি?

নমিতার বুকের মধ্যে তোলপাড় করে উঠ্‌লো। মনে হ'ল ঠাকুরপো যেন তার মনের গোপন রহস্য একে একে সব নিংড়ে বার করে নিল।

সুভাষ গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেদনাপূর্ণ কণ্ঠে বল্‌লে,—কি বল্‌বো নতুন বৌদি? মণিদা রত্ন ফেলে কাঁচ নিয়ে খেলা করছেন।

কে রত্ন, আর কে কাঁচ, নতুন ঠাকুরপো? বলে মুচকি হেসে সরমা ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল।

নমিতার বুকটা বিপুল স্পন্দনে দুরু দুরু কাঁপতে লাগ্‌লো। আর সুভাষ হতভম্বের ন্যায় চুপটী করে দাঁড়িয়ে রইলো।

সরমা ঈষৎ বিদ্রূপসূচক হাসি হেসে বল্‌লে,—এতক্ষণ তো মুখে খই ফুটছিলো, আর আমি আস্‌তেই সব চুপচাপ। সত্যি বল না নতুন ঠাকুরপো, কে রত্ন, আর কে কাঁচ?

সুভাষ বল্‌লে,—তোমার যেমন কথা বৌদি। আমি কি বল্‌লাম, আর তুমি কি শুন্‌লে। আমি বল্‌লাম—মণিদা যেন রত্ন, আর তাঁর তুলনায় আমরা যেন কাঁচ।

সরমা খিল খিল করে হেসে উঠে বল্‌লে,—তোমার অনেক গুণ আছে দেখ্‌ছি, নতুন ঠাকুরপো। হয়কে নয় পর্য্যন্ত করতে পার। কে রত্ন, আর কে কাঁচ আমার কি আর বুঝ্‌তে বাকি আছে। তারপর বিদ্রূপসূচক হাসি ওষ্ঠে ফুটিয়ে তুলে বল্‌লে,—তোমার দোষ কি নতুন ঠাকুরপো? নতুন পুরান'য় অনেক তফাৎ।

নমিতার মুখখানা সাদা ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল।

সুভাষ জোর করে বল্‌লে,—তুমি ভুল শুনেছ বৌদি—একেবারেই ভুল।

তাহ'লে তোমার কথাই স্মরণ করিয়ে দিতে হয়, নতুন ঠাকুরপো।

আমার কথা!

হাঁ গো হাঁ—তোমারই কথা। একেবারে যে চম্‌কে উঠ্‌লে! তাহ'লে আমার কাণ দু'টোকে অবিশ্বাসী প্রতিপন্ন করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। কি নতুন ঠাকুরপো? মুখখানা যে শুকিয়ে গেল? তুমি কিছু মনে করো না; ও চোখের নেশা—যার যাকে ভাল লাগে। তারপর গর্ব্বোদ্ধত চাহনি নিক্ষেপ করতে করতে সরমা ঘর ছেড়ে চলে গেল।

নমিতা স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে রইলো। আর সুভাষ নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে ঘরের বাহির হ'য়ে পড়লো।



(১৮)

সেদিন বেলা চারটার কিছু পরে মণিময় কোর্ট হতে বাড়ী ফিরলো হাসিমুখে। কিন্তু মোকর্দ্দমার নথি পত্র বৈঠকখানা ঘরে রেখে যখন সে পোষাক পরিচ্ছদ ছাড়্‌তে নিজ প্রকোষ্ঠে ঢুক্‌লো, তখন তার মুখখান দেখাতে লাগ্‌লো ভীষণ ভ্রূকুটীমাখা।

নমিতা তখন সেই ঘরের পারিপাট্য সাধনে রত ছিল। সে একবার স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে সচকিতে দৃষ্টি নামিয়ে নিল ও সন্ত্রস্তপদে দ্বারের দিকে অগ্রসর হ'ল।

মণিময় বজ্রগম্ভীর স্বরে বল্‌লে,—যেয়ো না—দাঁড়াও।

নমিতার পায়ের গতি থেমে গেল। সে স্থির ও অবিচলিত হ'য়ে স্বামীর আদেশের প্রতীক্ষা করতে লাগ্‌লো।

মণিময় তীব্রকণ্ঠে বল্‌লে,—তুমি কি মনে করেছ?

নমিতা অবনত মুখে বল্‌লে,—কি আর মনে করবো?

মণিময় ছুটে এসে নমিতার গলাটা সজোরে চেপে ধরে বল্‌লে,—কিছু জান না—না?

নমিতার শ্বাসরুদ্ধ হ'য়ে এ'ল। রুদ্ধশ্বাসে হাঁপাতে হাঁপাতে সে বল্‌লে,—ছেড়ে দাও—সত্যিই আমি কিছু জানিনে।

মণিময় বিকৃতকণ্ঠে বল্‌লে,—জান না—আজ দুপুরে সুভাষের সঙ্গে—জান না—একেবারে ন্যাকা। তারপর পা হ'তে জুতা খুলে ঘা কতক বসিয়ে দিল।

নমিতার চোখে জল ছিল না। নীরবে নিঃশব্দে সে স্বামীর দান গা মাথা সর্ব্বাঙ্গে বরণ করে নিল। তবুও মণিময় রেহাই দিল না; আবার দ্বিগুণ উৎসাহে হস্ত-চালনা সুরু করে দিল। শেষে নিরাশ হ'য়ে নমিতা চেষ্টা করতে লাগ্‌লো আত্মরক্ষা করতে, কিন্তু ততই যেন আক্রমণের বেগ বেড়ে চল্‌তে লাগ্‌লো। অবশেষে নমিতা অবরুদ্ধ কণ্ঠে বল্‌লে,—এমন ভাবে দগ্ধে দগ্ধে না মেরে আমায় শেষ করে দাও। এ অপমান মাথায় ধরে আর এক মিনিটও বাঁচবার সাধ আমার নেই!

মণিময়ের দেহের রক্ত যেন পাগল হ'য়ে নেঁচে উঠ্‌লো। ক্ষিপ্তের ন্যায় রক্ত চক্ষু বিঘূর্ণিত করে সে বল্‌লে,—তাই তোর উপযুক্ত শাস্তি। দুষ্টা স্ত্রীর মরণই মঙ্গল। বলে এত জোরে জুতা দিয়ে মাথার উপর আঘাত করলে যে, রক্ত ফিণ্‌কি ধরে ছুটে বেরুল। আর নমিতা মাগো চীৎকার করে মেঝের উপর ঢলে পড়্‌লো।

সে চীৎকার শুনে পাশের ঘর হ'তে সুভাষ ছুটে এল। এখনও মণিময়ের বেহুঁস অবস্থা। তবে রক্তের ধারা দেখে মুহূর্ত্তের জন্য সে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল, আর সর্ব্বাঙ্গ বিপুল উত্তেজনায় ঠক্ ঠক্ করে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো।

মণিদা, একি করেছ?' ছিঃ ছিঃ ছিঃ! সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে নমিতার ক্ষতস্থানটা সে কাপড় দিয়ে চেপে ধরলে।

মণিময় আরক্ত নেত্রে বল্লে,—তোমায় কে ডেকেছে এখানে? যাও—চলে যাও—যাও বল্ছি।

সুভাষ ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়াল, রক্তমাখা হাত দু'খানা নিরীক্ষণ করতে করতে ও কম্পিত কণ্ঠে বল্লে,—কিন্তু মণিদা, দেখ্ছো না কি রক্ত? এমন ভাবে আর বেশীক্ষণ রক্ত পড়্লে যে, সব শেষ হ'য়ে যাবে।

যায় যাক্। সে আমি বুঝবো। মিছে তর্ক করো না সুভাষ। এখনও যাও বল্ছি।

নমিতা ক্ষীণ ও কাতর কণ্ঠে বল্লে,—তোমার পায়ে পড়ি। আমায় শেষ করে দাও। তারপর চোখ চাইতেই সুভাষের উপর নজর পড়্লো ও উত্তেজিত স্বরে বল্লে,—তুমি—তুমি এখানে কেন? দেখ্তে এসেছ? কেন? কোন্ অধিকারে? যাও—চলে যাও।

সুভাষের চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়্লো।

ওঃ, কি অপমান! বলে নমিতা মেঝের উপর স্থির ও নিস্পন্দ হ'য়ে পড়ে রইলো।

মণিময় ব্যঙ্গস্বরে বল্লে,—অপমান! সে জ্ঞান থাক্লে তো! গলা জড়িয়ে পিরীত করতে—প্রাণের কথা কইতে যার বাধে না, তার আবার অপমান!

মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় নমিতার চোখ দু'টো জ্যোতিষ্মান হ'য়ে উঠ্লো। সহসা এক ঝাকুনী দিয়ে মাথা উঁচু করে পাগ্লের ন্যায় চক্ষুতারকা সঞ্চালিত করে সুতীব্র কণ্ঠে সে বল্লে,—মিথ্যে কথা—মিথ্যে কথা।

মণিময় ছুটে এসে নমিতার গলা চেপে ধরে বিকৃত কণ্ঠে বল্লে,—মিথ্যে কথা। শয়তানী।

সঙ্গে সঙ্গে নমিতার মাথাটা মেঝের উপর ঠুকে গেল ও মুখ হ'তে একটা অস্ফুট মাগো শব্দ নিঃসৃত হ'য়ে ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো।

কি করছো মণিদা ? সত্যিই কি তোমার মাথায় খুন চেপে গিয়েছে ? ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—মরে যাবে যে—বলে সুভাষ মণিময়ের হাত ধরে টেনে নিয়ে এ'ল !

মণিময় চীৎকার করে বলে উঠ্‌লো—বড় দরদ—বড় দরদ। এখন রক্ষে করতো দেখি। ছেড়েদে বলছি, নইলে তোরও ঐ অবস্থা হ'বে। এক সঙ্গে দু'জনকে শেষ করে দেব। তারপর হাত খানা সজোরে ছাড়িয়ে নিয়ে সে আবার নমিতার দিকে ধাবিত হ'ল।

সুভাষ ছুটে গিয়ে ধরে ফেল্‌লে। মণিময় সজোরে হাতখানা ছাড়িয়ে নিল ও তড়িৎস্পৃষ্টের ন্যায় নমিতার দিকে হাতের গতি ছুটে গেল। সুভাষ সাম্‌নে এসে বাধা দিতে গিয়ে সজোরে সেই আঘাত এসে পড়লো তার কপালের উপর ও সঙ্গে সঙ্গে চোখের কোণ কেটে গিয়ে রক্ত ঝরে পড়্‌তে লাগ্‌লো।

সুভাষ সেদিকে লক্ষ্য না করে সজোরে টান্‌তে টান্‌তে মণিময়কে ঘরের বাইরে নিয়ে এ'ল ; চোখ বেয়ে তখনও তার রক্ত ঝরে পড়্‌ছিল।

তবে তুইও জাহান্নমে যা—বলে চীৎকার করে উঠে মণিময় আবার ঘুঁসি বাগায়ে দাঁড়াল। কিন্তু সুভাষের মুখের দিকে নজর পড়ায় তার যেন সম্বিৎ ফিরে এল।

ঠিক এই সময় মণিময়ের মাতা এসে এই দৃশ্য দেখে থম্‌কে দাঁড়ালেন। সুভাষ মণিময়কে ছেড়ে দিয়ে মুখখানা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলো।

মাতা উদ্বিগ্নচিত্তে বললেন--একি! কি হ'ল রে? কেমন করে কেটে গেল?

কেহই কোন উত্তর দিল না।

মাতা উৎকণ্ঠিত চিত্তে বল্‌লেন,—বৌমা কোথায়?

সুভাষ ঘরের দিকে অঙ্গুলি সঞ্চালন করে দেখিয়ে দিল।

মাতা ডাক্‌লেন—মণিময়।

তবুও কোন উত্তর এ'ল না। মাতা চোখ ফিরিয়ে ডাক্‌লেন; সুভাষ।

সুভাষ ইতিমধ্যে সে স্থান ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। আর মণিময় কাষ্টপুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়িয়ে ছিল।

মাতা শঙ্কাকুল চিত্তে ঘরে ঢুক্‌লেন ও নিমিষে বৌমার অবস্থা দেখে মুহূর্ত্তের জন্য স্থির হ'য়ে দাঁড়ালেন। তার পর ছুটতে ছুটতে গিয়ে বধূমাতাকে কোলে তুলে নিয়ে ডাক্‌লেন—বৌমা—মা আমার।

মা—মাগো—বলে নমিতা শ্বশ্রূমাতার মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

(১৯)

অধিক রক্তমোক্ষণের ফলে নমিতা মাথা তুল্‌তে পারলে না। গুরুতর প্রহারে দেহের স্থানে স্থানে ফুলে উঠে রক্ত জ'মে গিয়েছিল। এমন কি দুঃসহ বেদনায় পাশ ফিরবারও পর্য্যন্ত ক্ষমতা ছিল না।

শাশুড়ী ভীত হ'য়ে চীৎকার করে ডাক্‌লেন,—মণি—ও মণি।

কোন উত্তর এ'ল না। তারপর সরমা—সরমা বলে দু'একবার ডাক্‌লেন; কিন্তু তবুও কোন উত্তর এল না। নিরাশ হ'য়ে তিনি সুভাষকে ডাক্‌তে লাগ্‌লেন। সুভাষও সে ডাকে সাড়া দিল না। তিনি ভীতি-বিহ্বল চিত্তে বধূমাতার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। আর গভীর আতঙ্কে মনটা মুহুর্মুহু কেঁপে উঠ্‌তে লাগ্‌লো।

একটু পরেই মণিময় ঘরে ঢুক্‌লো সশব্দে। মাতা আকুল হ'য়ে বল্‌লেন, মণি, ভাল চাস্‌ তো শীগগির একজন ডাক্তার ডেকে নিয়ে আয়। কি করেছিস একবার দেখ দেখি।

মণিময় ফিরেও চাইলে না। জামা কাপড় ছাড়্‌তে ছাড়্‌তে গম্ভীর স্বরে বল্‌লে,—ডাক্তার ডাক্‌তে হয়, তুমি ডাক গে। মিছে বিরক্ত করো না।

মাতা রুষ্ট হ'য়ে বল্‌লেন,—তুই কি মানুষ? না, তোর দেহে যদি মানুষের রক্ত থাকতো, তাহ'লে এ কথা বল্‌তে পারতিস্ নে। তুই পাষাণ—হৃদয় বলে তোর কোন জিনিষ নেই।

মণিময়ের সমস্ত রক্ত টগ্‌বগ্ করে ফুটে উঠ্‌লো। সে বিকৃতকণ্ঠে বল্‌লে,—না আছে নেই। তোমার তো আছে। তুমিই ওকে আস্‌কারা দিয়ে মাথায় তুলেছ।

মাতা উত্তেজিত কণ্ঠে বল্‌লেন,—একটা লোক মরে যাচ্ছে—

বাধা দিয়ে মণিময় বল্‌লে,—যায় যাক, আমার তাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। তারপর সে আবার সশব্দে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

আর সঙ্গে সঙ্গে নমিতার স্ফুরিত অধর হ'তে গভীর মর্ম্মভেদী ছোট্ট একটা মা ডাক ঝরে পড়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে যেন তাঁর বুকের উপর আছাড় খেয়ে পড়্‌লো। মাতা ডাক্‌লেন—বৌমা।

নমিতার চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা অশ্রু নীরবে ঝরে পড়্‌লো।

* * * * *

এদিকে মণিময় সরমার ঘরে ঢুকেই বল্‌লে,—কই চল বৌদি, সময় হ'য়ে এল যে। এখনও প্রস্তুত হ'য়ে নেও নি।

সরমা স্তম্ভিত হ'য়ে চেয়ে রইলো। পরে ধীরে ধীরে বল্‌লে,—আজ থাক ঠাকুরপো—

সেকি বৌদি! টিকিট কাটা। ও সব বাজে কথা ছেড়ে দাও। চট্ করে তৈরী হ'য়ে নেও। কই, তবুও যে দাঁড়িয়ে রইলে?

ঠাকুরপো।

তুমি বুঝ্‌ঝো না বৌদি। আর মিনিঠ কুড়ি সময় আছে। তুমি দেখ্‌ছি বায়স্কোপে যাওয়াটা পণ্ড করে দেবে।

সত্যি ঠাকুরপো, আজ যেন বায়স্কোপে যেতে মন সরছে না। আজ থাক লক্ষ্মীটী।

না না। সে হবে না—যেতেই হবে। এত ভয় করতে গেলে সংসারে থাকা চলে না। সত্যি, না গেলে কিন্তু আমি রাগ করবো।

সরমা মুচকি হেসে বল্‌লে,—সত্যি রাগ করবে ঠাকুরপো?

করবো না—নিশ্চয়ই করবো।

কিন্তু কতক্ষণের জন্য ঠাকুরপো? বেশ, তাই ভাল। আজ যখন রাগের পালা সুরু হ'য়ে গিয়েছে, তখন আমিই বা বাদ যাই কেন?

কিন্তু মুখে বল্‌লে কি হয়, তোমার উপর সত্যি বৌদি রাগ আসে না।

তাই বল—বলে সরমা কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মুখখানা ফিরিয়ে নিল।

মণিময় বল্‌লে,—তবু যে নড়্‌ছো না? শেষে কি জোর করে টেনে নিয়ে যেতে হবে?

সরমা গম্ভীর ভাবে বল্‌লে,—সত্যি ছাড়্‌বে না?

তা হ'লে এত খোসামোদ করতাম না—বলে, মণিময় গম্ভীর ভাবে কি চিন্তা করতে লাগ্‌লো।

সরমা বল্‌লে,—আচ্ছা, চল যাই।

গাড়ী দরজায় ছিল। উভয়ে পাশাপাশি গাড়ীতে এসে বস্‌লো। সুভাষ ছিল রাস্তার আর এক ধারে। গাড়ীখানা সাম্‌নে দিয়ে চলে যেতেই সুভাষ কটমট করে তাকিয়ে দেখ্‌লে। সরমা এক নজর

দেখে নিল। মুহূর্ত্তের জন্য তার মনটা যেন কেঁপে উঠ্‌লো ও একটা অস্ফুট ও অব্যক্ত শব্দ করে সে মণিময়ের কাঁধের উপর মাথাটা রেখে স্থির ও নিশ্চল হ'য়ে চেয়ে রইলো।

মণিময় বিস্ময়াকুল চিত্তে বল্‌লে,—কি হ'ল বৌদি?

সরমা সজোরে মাথাটা তুলে নিয়ে বল্‌লে,—কই কিছু না। মাথাটা যেন কেমন ঘুরে গেল।

মণিময় ভীতিপূর্ণ কণ্ঠে বল্‌লে,—তবে চল আজ ফেরা যাক। কাজ নেই বায়স্কোপে গিয়ে।

সে আর হ'য় না ঠাকুরপো—বলে সরমা বাহিরের দিকে নিষ্পলক নেত্রে চেয়ে রইলো।

(২০)

সেদিন বায়স্কোপে গিয়ে কথাবার্ত্তা যেন তাদের জম্‌লো না। কোন রকমে সময় কাটিয়ে দিয়ে তারা বাড়ী ফিরলো।

সরমা বরাবর নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়্‌লো, কম্পিত চরণক্ষেপে, এদিক ওদিক চাইতে চাইতে। মণিময়েরও ঠিক সেই অবস্থা। তার মনে হ'তে লাগ্‌লো বাড়ীখানা যেন গভীর ঘুমে ঢলে পড়েছে। কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই, শুধু ঘুটঘুটে অন্ধকারে বাড়ীখানা ছম্ ছম্ করছে।

মণিময় উদ্বিগ্নচিত্তে মায়ের ঘরের দিকে তাকিয়ে রইলো। একটা প্রবল ধাক্কায় তার মনটা অস্বাভাবিক রকমে কেঁপে উঠ্‌লো। নমিতা তো এ সময় মাকে রামায়ণ মহাভারত পাঠ করে শোনায়। মণিময় জোর করে চোখ ফিরিয়ে নিল।

কেমন আছে নমিতা? সে কি রক্ত! ফিণকি ধরে পড়্‌তে লাগ্‌লো। সুভাষের দু'হাত রক্তে রঞ্জিত হ'য়ে গিয়েছিল সে রক্ত থামাতে। সুভাষই বা গেল কোথায়? বৈঠকখানা ঘরে? মণিময় টল্‌তে টল্‌তে বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করলে। যেমন ঘর তেমনই পড়ে আছে, সুভাষ তো নাই।

কোথায় গেল সকলে? উদ্ভ্রান্তচিত্তে বিক্ষিপ্ত চরণসঞ্চারে মণিময় নিজ কক্ষে এসে দাঁড়াল। ঘর খালি পড়ে আছে। মণিময় তাড়াতাড়ি বাতিটা জ্বেলে ফেল্‌লে ও আলোকদামে ঘরখানি উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌লো। ঘরে কেহ নাই; শুধু নজরে পড়্‌লো নমিতার রক্তমাখা পরিধেয় কাপড়খানি। মণিময় ত্রস্তে চোখ ফিরিয়ে নিল ও ঘর ছেড়ে একেবারে সরমার ঘরে এসে কম্পিত কণ্ঠে ডাক্‌লে,—বৌদি—ও বৌদি।

সরমা শয্যায় উপুড় হ'য়ে শুয়েছিল। চম্‌কে উঠে সে বল্‌লে,—কি ঠাকুরপো। কি হ'ল?

মণিময় ক্ষীণ কণ্ঠে বল্‌লে,—ঘরে যে আলো জ্বালনি বৌদি?

এই যে জ্বালছি—বলে সরমা ক্ষিপ্র হস্তে বাতিটা জ্বেলে দিল।

তারপর উভয়ে নীরব। কারো মুখে কোন কথা ছিল না। বিরাট নিস্তব্ধতায় উভয়ের গা যেন ছম্ ছম্ করতে লাগ্‌লো।

মণিময় ঈষৎ অস্ফুট স্বরে বল্‌লে,—কারো তো কোন সাড়া শব্দ পাচ্ছি না।

সরমা বল্‌লে,—আছে সব। কোথায় আর যাবে?

মণিময়ের কিন্তু এ উত্তর ভাল লাগ্‌লো না। প্রাণের মাঝে কোথায় যেন খচ্ খচ্ করে বিঁধতে লাগ্‌লো। সে উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে পড়্‌লো, মায়ের ঘরের দিকে।

সরমা বল্‌লে,—এত ব্যস্ত হ'য়ে কোথায় যাচ্ছ ঠাকুরপো? নমিতার খোঁজে বুঝি? তবে নাকি দরদ নেই?

মণিময়ের চোখ দুটো দপ্ করে জ্বলে উঠ্‌লো ও পায়ের গতি থেমে গেল।

সরমা অপাঙ্গে চেয়ে বল্‌লে,—থেমে গেলে যে ঠাকুরপো ? তা তোমার দোষ কি ? মনের খেলা।

এমন সময় খচ্‌ খচ্‌ জুতার শব্দ উভয়ের কর্ণে এসে পৌঁছে গেল।

সরমা বল্‌লে,—বোধ হয় নতুন ঠাকুরপো এল।

মণিময় বল্‌লে,—হবে। তারপর একটু থেমেই বল্‌লে,—হাঁ, সুভাষই। না, সঙ্গে আর কেউ নেই।

সরমা বল্‌লে,—সঙ্গে আবার কে থাক্‌বে ?

না, তাই বল্‌ছিলাম—বলে মণিময় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

সরমা বল্‌লে,—বাইরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি হ'বে যাও, হাত পা মুখ ধুয়ে এস। খাওয়ার কথাই যে ভুলে যাচ্ছ ?

হাঁ ; কিন্তু—বলেই মণিময় উৎকর্ণ হ'য়ে কি যেন শুনতে লাগ্‌লো।

মা বলছিলেন,—বৌমা এখন কেমন আছে দেখে এলি বাবা ?

সুভাষ বল্‌লে,—একটু ভাল। মাথায় আঘাতটা একটু বেশী রকম লেগেছে। ডাক্তার এসে ব্যাণ্ডেজ করে দিয়ে গেছেন।

মণিময় চম্‌কে উঠ্‌লো। সরমারও মুখ চোখে ভীতির চিহ্ন ফুটে উঠ্‌লো।

মা বল্‌লেন,—ভাগ্যিস্‌ তুই ছিলি বাবা, নচেৎ কি যে হ'ত বলা যায় না। আমি তো আর বেয়াইকে খবর দিতে পারতাম না।

সুভাষ সে কথার জবাব না দিয়ে বল্‌লে,—তালুই ম'শায় কি ভদ্রলোক, জ্যাঠাইমা। অত বড় লোক। আমার তো ভয়ে পা কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করতে লাগ্‌লো। ভাবলাম সব কথা শুনে না জানি কি করেই বসেন ! কিন্তু জ্যাঠাইমা, মাটীর মানুষ—একেবারে মাটীর মানুষ।

মণিময়ের চোখ দু'টো অন্ধকারে উল্কার মত জ্বলে উঠ্‌লো।

সুভাষ বল্‌তে লাগ্‌লো—তখনই আমার সঙ্গে বেরিয়ে চলে এলেন; দু'চোখে অশ্রুধারা। যাক্ ভালই হ'য়েছে, তিনি নিজে এসে নিয়ে গেছেন। এখানে থাক্‌লে যে কি হ'ত বলা যায় না। তারপর একটু ঢোক গিলে বল্‌লে,—আমি এখন আসি, জ্যাঠাইমা।

মণিময়ের মাতা বিস্মিত হ'য়ে বল্‌লেন,—এত রাত্রে কোথায় যাবি বাবা?

রাত কোথায় জ্যাঠাইমা? আর এ বাড়ীতে একটুও থাক্‌তে পারছি না। প্রাণ যেন হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে উঠ্‌ছে। যেখানে নারীর অপমান চোখের উপর দেখ্‌তে হ'য়, সেখানে থাক্‌তে আমায় অনুরোধ করবেন না জ্যাঠাইমা।

মণিময়ের মাতা বল্‌লেন,—তুইও যাবি? তাই যা। আমি থাক্‌তে বল্‌বো না! এ বাড়ীর বিষাক্ত বাতাসে কেউ থাক্‌তে পারবে না।

সরমার মুখ চোখের চেহারা ক্রুদ্ধা সিংহীর ন্যায় স্ফীত হ'য়ে উঠ্‌লো ও উত্তপ্ত নিঃশ্বাস মুহুর্মুহুঃ ঝরে পড়তে লাগ্‌লো।

সুভাষ জ্যাঠাইমার পদধূলি গ্রহণ করে ধীরে ধীরে বৈঠকখানা ঘরের দিকে অগ্রসর হ'ল; নিজের জিনিষপত্র গুছিয়ে নিতে।

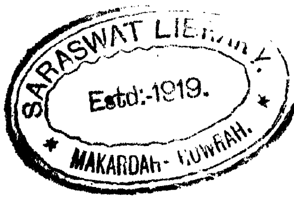
মণিময়ের মাতা বল্‌লেন,—শুধু মুখে যাবি বাবা—মুখের ভাত দু'টো খেয়ে যা।

সুভাষ বল্‌লে,—সে তো হয় না, জ্যাঠাইমা; তালুই ম'শায় যে ওখানে খাবার জন্য বিশেষ করে বলে দিলেন। আমি এই রাত্রের জন্য যে তাঁর অতিথি। ওখান থেকেই কাল সকালে কল্‌কাতা রওনা হব।

মণিময়ের মাতা বল্লেন,—তবে আর বাধা দেব না। ভগবান তোর ভাল করবে। সময় সময় দু'একখানা চিঠি দিয়ে খোঁজ নিস্—ভুলে যাস্‌নে যেন।

জিনিষ পত্র গুছিয়ে নিয়ে ফেরবার পথে মণিময় ও সরমার সহিত সুভাষের দেখা হ'য়ে গেল। সুভাষ বল্লে,—আমি এখনই চলে যাচ্ছি, মণিদা। তারপর সরমার দিকে চেয়ে বল্লে,—মনে কিছু করো না বৌদি, অনেক বিরক্ত করে গেলাম। তারপর হন্ হন্ করে সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়্লো।

মণিময় ও সরমা নির্ব্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো।



(২৮)

'আরো ছু'বৎসর পরের কথা।

এর মধ্যে কোন দিন নমিতা শশুরবাড়ী আসে নাই। ইতিমধ্যে পিতাকে বলে কয়ে আবার সে নূতন করে লেখাপড়া আরম্ভ করে ও মাস ছু'ই হ'ল ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হ'য়েছে।

এ সংবাদ মণিময়ের কাণে গেল। সেও গেজেটে নমিতার নামটী দেখে বিস্মিত না হ'য়ে পারলে না। মাতাও শুন্‌লেন। আনন্দে তাঁর মুখখানা প্রোজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস অন্তঃস্থল হ'তে ঝরে পড়্‌লো। সরমাও শুন্‌লে, কিন্তু যেন অতীব গম্ভীর হ'য়ে।

মণিময়ের মাতার স্বাস্থ্য একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছিল। আজ কিছুদিন হ'ল তাঁর খুব জ্বর, বুকে পিঠে ব্যথা। ডাক্তারে বলে গেছে নিউমনিয়া। একদিন মাতা পুত্রকে বল্‌লেন,—বৌমাকে দেখ্‌বার বড়ই ইচ্ছা যায়। হয়তো আর দেখা হবে না। কিন্তু—পরক্ষণেই তিনি যন্ত্রনায় অস্ফুট চীৎকার করে উঠ্‌লেন।

মণিময় বল্‌লে,—তাহ'লে কাশীতে একটা টেলিগ্রাম করে দিতে হয়, কিন্তু সে আস্‌বে কি?

আস্‌বে না ? আস্‌বে না ? তুই কি বলছিস্‌ ? আমার অসুখ শুন্‌লে সে আস্‌বে—হঁা, আস্‌বে। ওঃ, বড় ব্যথা—উহুহু। বলে শীর্ণ হাত দু'খানা দিয়ে বুকটা চেপে ধরলেন।

মণিময় একবার সরমার মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লে। মনে মনে সে শিউরে উঠ্‌লো।

সরমা বল্‌লে,—আমার দিকে কি চাইছো ? ঈশ্বর না করুন, মন্দ কিছু হ'লে তখন তো আমাকেই দুষ্‌বে ?

মণিময়ের মাতার চোখ দু'টো মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠ্‌লো। পরে, একটা অব্যক্ত শব্দ করে চুপ করে পড়ে রইলেন, শয্যার উপর।

মণিময় অনুনয়পূর্ণ স্বরে বল্‌লে,—তুমি একটু বসো বৌদি। আমি চট্‌ করে টেলিগ্রামটা করে দিয়ে আসি।

সরমা তীক্ষ্মস্বরে বল্‌লে,—দিনরাতই তো তোমার মায়ের কাছে বসে আছি। নতুন করে একথা বলার তো মানে খুঁজে পাইনে।

মণিময় সঙ্কুচিত হ'য়ে বল্‌লে,—না না, তাই বল্‌ছি।

সরমা বল্‌লে,—তুমিও বোধ হয় মনে কর ঠাকুরপো, আমার দ্বারা তোমার মায়ের সেবা শুশ্রূষা হ'চ্ছে না। তা এত দিন নিয়ে এলেই পারতে। আমি তো আর মাথার দিব্যি দিয়ে রাখিনি।

বৌদি—

থাক, অনেক হয়েছে। তোমাদের কাউকে চিন্‌তে আমার বাকি রইলো না। তা নতুন ঠাকুরপোই বা আর বাদ যায় কেন ? শেষে হয়তো মনে করিয়ে না দেওয়ার জন্য সব দোষটা আমার ঘাড়ে এসে পড়্‌বে। সরমা হন্‌ হন্‌ করে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

মাতা ক্ষীণস্বরে বল্‌লেন,—থাক বাবা। না বুঝে ব'লে ফেলেছি। পোড়া মন বোঝে না। আমার বড় দুঃখ রইলো যে, তুই তাকে চিনতে পারলিনে।

মণিময় গম্ভীর হ'য়ে মায়ের বিশুষ্ক মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। মনে হ'ল, শরতের শীর্ণা নদীর ন্যায় কোন রকমে নিজের জীবনটাকে তিনি বয়ে নিয়ে চলেছেন, ধিকি ধিকি, উচ্ছ্বাসহীন—উদ্বেগহীন; আর চোখের চাহনি যেন স্থির—নিশ্চল—নিষ্কম্প—নির্ব্বাত দীপ শিখারই মত। মণিময় ডাক্‌লে,—মা।

অতিকষ্টে ক্ষীণস্বরে মা বল্‌লেন,—কি বাবা? তারপর মায়ের চোখে দু'বিন্দু জল দেখা দিল।

তুমি তাহ'লে মা একটু একলা থাক—আমি টেলিগ্রাম দু'টো করে দিয়ে আসি।

সরমা কোথা হ'তে ছুটে এসে মুখ ঘুরিয়ে বল্‌লে,—একলা আবার কবে আছেন তোমার মা? এত করেও তোমাদের মন পাইনে। তোমারও কি ও কথাটা মুখে আন্‌তে আট্‌কাল না?

মণিময় আমতা আমতা করে বল্‌লে,—তুমি ছিলে না কিনা বৌদি, তাই—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সরমা মুখখানা ঘুরিয়ে বল্‌লে,—আমি যেন বাড়ী ছেড়ে নিরুদ্দেশ হ'য়ে গিয়েছিলাম। মুখের কথা বলে গেলেই তো হ'ত—বৌদি বস—আমি যাচ্ছি টেলিগ্রাম করতে। তোমার বৌ—তোমার ভাই—তুমি করবে টেলিগ্রাম। আমার তাতে বাধা দিবার কি আছে বল্‌তে পার ঠাকুরপো?

মণিময় স্থির ও অবিচলিত কণ্ঠে বল্‌লে,—তা ঠিক বৌদি। আমারই ভুল হয়েছে।

সরমা কেমন মুসড়ে গেল! হঠাৎ কথার ধারা বদ্‌লে নিয়ে শান্ত ও সংযত কণ্ঠে বল্‌লে,—যাও ঠাকুরপো। তবু যে বসে রইলে। যত শীগগির টেলিগ্রামটা গিয়ে পৌঁছিবে, তত শীগগির এসে পড়তে পারবে। একস্প্রেস করে দিও—বুঝলে? বিপদের সময় সব ভুল হ'য়ে যায়।

মণিময় গম্ভীর ভাবে বল্‌লে,—টেলিগ্রাম করতে হ'বে না।

সরমা মৃদু হেসে বল্‌লে,—অমনি রাগ হ'ল বুঝি? যাও বলছি ঠাকুরপো, মিছে দেরী হ'য়ে যাচ্ছে।

মণিময় ততোধিক গম্ভীরভাবে বল্‌লে,—কি হ'বে বৌদি আর টেলিগ্রাম করে? মিছে ঝঞ্ঝাট বাড়ান।

ওঃ, আমায় নিয়েই তো তোমার যত ঝঞ্ঝাট। বেশ তো, সে ঝঞ্ঝাট বিদেয় করে দিও সকলে এলে। তারপর তেজোদ্দীপ্ত স্বরে সরমা বল্‌লে,—মনে করো না ঠাকুরপো যে, তাই বলে মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ হবে না। সে আমি কিছুতেই হতে দিতে পারিনে। তুমি না কর, আমি নিজেই টেলিগ্রাম করে দেব।

মণিময়ের বিস্ময়ের সীমা যেন লঙ্ঘন করে গেল—অবাক হ'য়ে সে সরমার মুখের দিকে নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে রইলো।

সরমা স্নিগ্ধ মধুর চাহনি নিক্ষেপ করে অনুযোগপূর্ণ স্বরে বল্‌লে,—কি ছেলে মানুষী করছো ঠাকুরপো?

মণিময়ের মনের দৃঢ়তা কোথায় ভেসে গেল সে দৃষ্টির সংস্পর্শে। মণিময় উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে,—তাহ'লে যাই বৌদি?

সরমা বল্লে,—এখনও মত চাইছো ঠাকুরপো।

মণিময় পকেটে হাত দিয়ে কি খুঁজতে লাগ্লো।

সরমা ব্যস্ত হ'য়ে বল্লে,—টাকা নেই পকেটে? তা এই যে আমার আঁচলে পাঁচ টাকার একখানা নোট বাঁধা আছে। এই নাও। আর হাঁ, ফিরবার পথে ডাক্তারকে একবার খবর দিয়ে এসো। যে কাজটা মনে করিয়ে না দেবো, তাতো আর করবে না। আবার বাড়ী এসেই ছুট্‌বে ডাক্তারের বাড়ী। এমন করলে শরীর থাক্‌বে কি করে? একে এই ক'দিনে তো শরীর আধ্‌খানা হ'য়ে গেছে। নতুন ঠাকুরপো এলে তবু তোমার অনেকটা সুসার হ'বে।

মণিময় মুগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে ঘরের বাহির হ'য়ে পড়্‌লো।

(২২)

নমিতা পিতার সঙ্গে গঙ্গাস্নান সেরে বাবা বিশ্বনাথের মন্দির ঘুরে সবে বাড়ীতে এসে পা দিয়েছিল। ঠিক এমনই সময় দরজায় ঘন ঘন কড়া নাড়ার শব্দে বিরক্ত হ'য়ে সে বল্‌লে,—কে ?

বাহির হ'তে উত্তর এ'ল—টেলিগ্রাম মাইজী।

টেলিগ্রাম ! নমিতার বুকের মধ্যে কেঁপে উঠ্‌লো, পা উঠ্‌লো না দরজার নিকট যেতে।

সুধীরবাবু কিছু পূর্ব্বেই উপরে চলে গিয়েছিলেন। উপর হ'তে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—কে মা ?

কম্পিত কণ্ঠে নমিতা বল্‌লে,—পিয়ন এসেছে—টেলিগ্রাম নিয়ে।

সুধীরবাবু ব্যস্ত হ'য়ে নীচে নেমে এলেন ও দরজাটা খুলে টেলিগ্রামটা হাতে নিয়ে বল্‌লেন,—তোরই নমিতা। তাইতো—

নমিতা উৎকণ্ঠিত হ'য়ে বল্‌লে,—কে করেছে বাবা ? কোথা হ'তে আস্‌ছে ? খবর ভাল তো ?

তা'তো এখনও দেখিনি মা।

পিয়ন পেন্সিলটা এগিয়ে দিয়ে বল্‌লে,—এই কাগজটায় একটা সহি করে দিন বাবু।

সুধীরবাবু যথাস্থানে সহি দিয়ে বাড়ীর ভিতর ঢুকলেন ও কভারের মুখটা ছিঁড়ে ফেলেই এক নজর দেখে গম্ভীরভাবে বল্‌লেন, মণিময় করছে—তোকে যাবার জন্য। মায়ের খুব অসুখ—তোকে দেখ্‌তে চান। এই দেখ্‌।

নমিতা এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেল্‌লে, পরে নিশ্চল পাষাণ প্রতিমার ন্যায় দাঁড়িয়ে রইলো।

পিতা বল্‌লেন,—কি করবি মা?

নমিতা উদাসীন ভাবে পিতার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লে,—যেতে হ'বে বাবা—আজই।

তবু তুই যেতে চাচ্ছিস্? গত বারের কথা বুঝি মনে নেই?

নমিতা মাথা নীচু করে হাতের নখ খুঁট্‌তে খুঁট্‌তে বল্‌লে,—তবু যেতে হ'বে বাবা। ইচ্ছা ছিল আর কোনদিন যাব না; কিন্তু এ যে গুরু আদেশ বাবা।

পিতা কঠোর স্বরে বল্‌লেন,—গুরু আদেশ! আবার তোর কপালে অনেক দুর্ভোগ আছে। ইচ্ছা করে বরণ করে নিতে চাস্—নে। সেবার আধমরা করে ছেড়ে দিয়েছিল—ভুলেও একবার খোঁজ নেয়নি। সুভাষ ছিল তাই তোকে প্রাণে ফিরে পেয়েছিলাম। এবার বোধ হয় শেষ করে দিয়ে নিষ্কণ্টক হ'তে চায়।

নমিতার মনটা মুহূর্ত্তের জন্য কেঁপে উঠ্‌লো। পরক্ষণেই অবিচলিত কণ্ঠে বললে,—তুমি অমন করে বলো না বাবা। এ যে স্বামীর আদেশ।

ভালই হ'ন, আর মন্দই হ'ন, তিনি আমার স্বামী। একথা কোনদিন আমি অস্বীকার করতে পারবো না। এ যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। যেতেই হবে বাবা,—তুমি প্রস্তুত হ'য়ে নাও।

পিতা বিরাগভরে মুখখানা ফিরিয়ে নিয়ে কি যেন চিন্তা করতে লাগ্‌লেন; পরে বল্‌লেন,—তাহ'লে যাওয়াই স্থির মা?

হাঁ বাবা। তারপর ছল ছল করুণ আঁখি মেলে নমিতা ঈষৎ ক্ষুণ্ণস্বরে বল্‌লে,—গত জন্মের কি দুষ্কৃতির ফলে আজ আমি স্বামীহারা। ইহকাল তো চলে গেল শুধু ব্যর্থতার পরশ নিয়ে। পরকালও কি তুমি সেইভাবে যেতে বল বাবা?

কিন্তু—না না—তোরই ইচ্ছা পূর্ণ হোক্ মা। আমি বাধা দেব না। তবুও ভয় হ'য়—পাছে তোকে হারাই—পাছে তোকে হারাই। নমিতা—মা আমার—এত করেও তোকে সুখী করতে পারলাম না। পিতা অশ্রুপূর্ণ মুখে কন্যার মুখখানি সস্নেহে বুকের মধ্যে চেপে ধরলেন।

নমিতা নেহাৎ শিশুর ন্যায় বক্ষে মুখ গুঁজে পড়ে রইলো—অপরিসীম আনন্দে—বিপুল তৃপ্তিতে।

পরদিন সকালে এসে নমিতা চুঁচড়ায় পৌঁছে গেল। বাড়ীর সামনে এসে গাড়ী দাঁড়াল। নাম্‌তে গিয়ে নমিতার পা যেন কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। তবু সাহসে ভর করে সে নেমে পড়্‌লো ও ধীরে ধীরে দরজার দিকে অগ্রসর হ'ল। সেই বাড়ী—সেই ঘর—সবই তার পরিচিত। কোথাও কোন পরিবর্ত্তন তার নজরে পড়লো না। তবু সমস্তই যেন তার নিকট নূতন বলে মনে হ'তে লাগ্‌লো। নূতন বধূর ন্যায়

লজ্জাবনত মুখে কম্পিত চরণে ধীরে ধীরে দরজা অতিক্রম করে সে বাড়ীর ভিতর এসে দাঁড়াল।

সাম্‌নেই বৈঠকখানা ঘর। পাশেই সরমার ঘর। তারই পাশে মায়ের ঘর। নমিতা উঁকি মারতে মারতে দু'এক পা করে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লো।

পিতাও সঙ্গে সঙ্গে আস্‌ছিলেন, মুখে গভীর চিন্তা ও উদ্বেগের চিহ্ন নিয়ে—ভয়ে ভয়ে—সন্ত্রস্থভাবে পা ফেল্‌তে ফেল্‌তে।

কোথাও কোন সাড়া শব্দ নাই—বাড়ী ঘর গভীর নিস্তব্ধতায় ভরে গিয়েছে। পায় পায় জড়িয়ে গিয়ে নমিতার গতি স্তব্ধ হ'য়ে যেতে লাগ্‌লো। একে সারারাত্রি ট্রেনে কেটে গিয়েছে। তায় বিপুল উদ্বেগ ও আশঙ্কা বুকে ধরে সে আস্‌ছে। নমিতার মাথা যেন ঘুরে গেল। সরমা মায়ের ঘরের নিকট এসে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বসে পড়্‌লো—মাথার চুল রুক্ষ—চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ। তারপর ভীতিকাতর স্বরে সে ডাক্‌লে—মা—মা।

সরমা ছিল ঘরে। ছুটে এসে বল্‌লে,—কে? নমি?

হাঁ, আমি দিদি। মা—মা কোথায়?

মা নেই।

নেই! মাগো বলে নমিতা মূর্চ্ছিত হ'য়ে মেঝের উপর ঢলে পড়্‌লো।

(২৩)

শ্রাদ্ধশান্তি সব মিটে গেল। নমিতার ভাবনা হ'ল—এবার সে কি করবে? থাক্‌বে কি চলে যাবে? গর্ভধারিণী জননীর ন্যায় সব দুঃখ যিনি নিজের স্নেহ কোমল বুকের মধ্যে ঘিরে রাখ্‌তেন, তিনি তো চলে গেলেন। তবে কি সুখের আশায় সে এ বাড়ীতে থাক্‌বে? যদিও অশৌচের একমাস নিরুপদ্রবে কেটে গেছে, কিন্তু কে জানে অদূর ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত আছে?

আরো দু'চারদিন কেটে গেল। স্বামী যেন এবার বড় শান্ত ও স্থির বলেই নমিতার মনে হ'ল। সব দিকে সামঞ্জস্য রেখেই যেন চল্‌তে লাগ্‌লেন। স্বামীর এই পরিবর্ত্তন যদিও তার প্রাণে বিস্ময়ের সঞ্চার করতে লাগ্‌লো, তবুও নূতনত্বের আকর্ষণে তার মন যেন এক অপরিসীম তৃপ্তিতে ভরে উঠ্‌তে লাগ্‌লো।

স্বামীর আদর কোন্ স্ত্রীর কাম্য নয়? নমিতার মনে হ'ত, স্বামী যেন চাইছেন তাকে ভালবাস্‌তে—আদর যত্ন করতে। ঘুরে ফিরে কত সময় তার কাছে আসেন—তার মুখের দিকে চেয়ে থাকেন—পুলক-ভরা দৃষ্টি নিয়ে। আর তার হৃদয়বীণার তার গুলো এক সঙ্গে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, অপূর্ব্ব পুলকে—তারি সাড়ায়। নমিতার খুব ভাল লাগে—প্রাণটা

নেঁচে ওঠে—শিহরণ আনে, সুখ তৃপ্তি মধুর হ'তে মধুরতর হয়। সে কিন্তু ফিরে তাকাতে পারে না; যদিও তার সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হ'য়ে থাকে তাঁরই প্রতীক্ষায়। কিন্তু সে কতক্ষণের জন্য? ভয়ে ভয়ে পা ফেল্‌তে ফেল্‌তে পরক্ষণেই স্বামী চলে যান, স্নিগ্ধ করুণ চাহনি নিক্ষেপ করতে করতে। তার মুখে কথা ফোটে না—শুধু চেয়ে থাকে, আর আপনি আপনি গড়িয়ে পড়ে কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রুকণা, তার করুণ আঁখিনীর হ'তে—হ'য়তো স্বামীর নজরে পড়ে না।

*   *   *   *   *

আজকাল স্বামীর অনেক কাজ নমিতা করে যায়, নীরবে, ভয়ে ভয়ে। সরমা ছুটে আসে হাঁপাতে হাঁপাতে, বন্য হিংস্র-শ্বাপদের ন্যায়—তীব্র জ্বালাময়ী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। স্বামী যেন মুহূর্ত্তের জন্য সন্ত্রস্থ হ'য়ে পড়েন—উপায় স্থির করতে না পেরে। অবশেষে নিরুপায় হ'য়ে বসে থাকেন, বুকে চেপে ধরে সহস্র চিন্তাধারা। নমিতা বিনা বাক্যব্যয়ে নিজ কাজ সেরে চলে যায়; ফিরেও দেখে না, কাণেও শোনে না—পরে কি হচ্ছে না হচ্ছে।

সরমার তীক্ষ্ণধার শাণিত দৃষ্টি ধক্ ধক্ করে জ্বল্‌তে থাকে,—ক্ষোভে, রোষে, অভিমানে। মণিময় সাহস করে চাইতে পারে না। বিস্ফোটকের জ্বালার ন্যায় তার দেহ যেন জ্বলে পুড়ে ঝল্‌সে যাচ্ছে বলে মনে হয়। তবুও স্থির ভাবে সে বসে থাকে—নির্ব্বাক নিস্পন্দ হয়ে। সরমার রাগের মাত্রা সপ্তমে গিয়ে পৌঁছোয়; স্ফীত নাসিকা ফুলে ফুলে উঠ্‌তে থাকে—স্ফুরিত অধর অস্ফুট অব্যক্ত যন্ত্রনায় যেন আর্ত্তনাদ করতে চায়। কিন্তু মনের ব্যথা মনে রেখে দুপ্ দাপ্ করতে করতে

সে ফিরে আসে—জানিয়ে দিয়ে তার অন্তর্দাহ ও পরিণতি। মণিময় মুহূর্ত্তের জন্য আরামের নিশ্বাস ফেলে বাঁচে; কিন্তু কি এক অতর্কিত আতঙ্কে তার বুকটা যেন গুড় গুড় করতে থাকে।

কোথা হ'তে সুভাষ এসে বলে—কি ভাব্‌ছো বসে এত মণিদা?

মণিময়ের যেন চমক ভেঙ্গে যায়, অপ্রকৃতিস্থের ন্যায় সে বলে—এমনি বসে আছি। কি আর করি?

সুভাষ বলে—করবারই যখন কিছু নেই, তখন চল খুব খানিক ঘুরে আসি। বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় মনটা ঝরঝরে হ'য়ে উঠ্‌বে।

মণিময় কোন আপত্তি না করে বেরিয়ে পড়ে। আর সরমার চোখ দু'টো জ্বলে ওঠে ক্ষুধিত সিংহীর ন্যায়, যেন মুখের গ্রাস কে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল।

মণিময় বাড়ী ফিরতো সশঙ্কিত হয়ে ও চুপি চুপি নিজের ঘরে এসে বস্‌তো। সুভাষ কিন্তু হাঁক ডাক সুরু করে দিত। কখন ডাক্‌তো বৌদি—বৌদি বলে,—আবার কখন ডাক্‌তো নতুন বৌদি—নতুন বৌদি বলে। মোট কথা তার ঘন ঘন চীৎকারে বাড়ীখানা সরগরম হ'য়ে উঠ্‌তো।

প্রথম প্রথম কেহই সে ডাকে সাড়া দিত না। একদিন সরমা বেরিয়ে এসে বল্‌লে,—কি নতুন ঠাকুরপো—বাড়ীতে ডাকাত পড়লো নাকি?

সুভাষ অস্বাভাবিক হাসির লহর তুলে বল্‌লে,—তুমি থাক্‌তে আবার সে ভয়?

সরমা মুখখানা ভার করে বল্‌লে—কেন? আমি কি ডাকাত চৌকি দিয়ে বেড়াচ্ছি?

সুভাষ খিল খিল করে হেসে উঠে বল্‌লে,—সেই'তো তোমার কাজ বৌদি। তুমি ছাড়া আর কে তা করতে পারে?

ঠাকুরপো—

রাগ করলে [illegible] বৌদি? সত্যি বৌদি, তুমি যেন আজকাল কথায় কথায় কেমন রেগে ওঠো—কেন বলতো?

সরমা ক্রুর চাহনি নিক্ষেপ করে তীক্ষ্ণ স্বরে বল্‌লে,—তোমরা কি মনে করেছ ঠাকুরপো? মনে ভাব আমি কিছু বুঝ্‌তে পারি না—না?

সুভাষ বল্‌লে,—তুমি আবার বুঝ্‌তে পার না! তোমার বুদ্ধির মধ্যে ঢোকা আমার সাধ্য নয় বৌদি—একথা আমি হলফ করে বল্‌তে পারি।

সরমা সুতীব্র কণ্ঠে বল্‌লে,—হলফ করতে তোমার তো বাধ্‌বে না নতুন ঠাকুরপো—তুমি যে ফেরো গোয়েন্দার চোখ্‌ নিয়ে। ধরা পড়লে একবার কেন—একশ' বার হলফ করবে। কিন্তু কি স্বার্থ নিয়ে তুমি আমার পিছনে ঘুরে বেড়াও— তাও আমি জানি।

সুভাষ হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে,—তা আর জান না—সেইখানেই তো তোমার সব চেয়ে বড় কৃতিত্ব। কিন্তু বৌদি, তোমার কদর এর চেয়েও শত গুণ বেড়ে যেত যদি ঐ চোখ—ঐ বুদ্ধি নিয়ে গোয়েন্দা বিভাগে ঢুক্‌তে। মণিদাও মাঝখান থেকে অনেকটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌তো।

সরমা আরক্ত আঁখি বিঘূর্ণিত করে বল্‌লে,—মণিদা না বাঁচুক—বাঁচ্‌তে তুমি—তা আমি বিলক্ষণ জানি। আর মণিদা যদি আমায় নিয়ে এত অসুখী, তাহ'লে তাঁকে বলো সুখের পথ বেছে নিতে।

সুভাষ বল্‌লে—ছিঃ! বাপরে বাপ—ওটী আমার দ্বারা হবে ন

বৌদি? আমি আর ক'দিন আছি—বড় জোর দু'চারদিন। তোমরাই ডেকেছিলে—হুকুম তামিল না করে পারিনি—আমি তো হুকুমের দাস বৌদি। আবার এই যে চলে যাব, আর কখনও আসবো কিনা জানিনে, কিন্তু কি নিয়ে যাব বৌদি? একটা কিছু সম্বল করে তো নিয়ে যেতে হবে।

সরমা মৃদু হেসে বল্‌লে—সেটা বুঝি আমারই উপর দিয়ে পুষিয়ে নিয়ে যেতে চাও?

সুভাষ শশব্যস্তে বল্‌লে,—ঠিক তাই বৌদি—হুবহু ঠিক। এবার তে আর জ্যাঠাইমা নেই যে, তাঁর সঙ্গে খুব খানিক ঝগড়া করে চলে যাব—এখন যে সে স্থান অধিকার করে আছ তুমি। নতুন বৌদি তো নতুন করে সবে সংসারে ঢুকেছে—কি বা জানে, আর কি বা বোঝে? তোমারই তো কাজ হবে বৌদি তাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া—জ্যাঠাইমা বেঁচে থাক্‌লে যেমনটী করতেন।

সরমা স্থির ভাবে শুনে গেল; উত্তরে মুখ ফুটে কিছু বল্‌লে না।

সুভাষ বল্‌লে,—তোমার আর কি কাম্য থাকতে পারে বৌদি? বাসনা—কামনা—সবই তো শেষ হ'য়ে গেছে সেইদিন যেদিন নিতাইদা চলে গেছেন। সুভাষের গলার স্বর থেমে এল, ঢোক গিলে করুণার্দ্র কণ্ঠে বল্‌লে—সেই ছিল তোমার সেরা বন্ধন বৌদি—আজ তো তুমি বাঁধনহারা—সীমাহীন সাগরের মত। ইচ্ছা করলে তুমি সব ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পার—কেউ তোমার গতিরোধ করতে পারে না। আবার তোমারই স্নিগ্ধ আবহাওয়ায় গড়ে উঠ্‌তে পারে দু'টো মধুর জীবন—ফলে ফুলে সুশোভিত হয়ে।

সরমা চোখ দুটো বিস্ফারিত করে অপ্রকৃতিস্থের ন্যায় বল্‌লে,—আমি আমি—আমি !

হাঁ তুমি—তোমাকে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা কার বোাদ। তোমার কি দরকার এখানে প'ড়ে থাকা। তার চেয়ে বরং কাশী চল—নিজেকে সঁপে দাও বিশ্বনাথের চরণ সেবায়। জান তো তালুই ম'শায়ের কাশীতে বাড়ী আছে—মেয়ের মত তাঁর কাছে থাক্‌বে। যাবে—যাবে বৌদি ? সুভাষ মিনতিপূর্ণ দৃষ্টি তুলে চেয়ে রইলো।

ঈষৎ আরক্ত চোখ দু'টো ডাগর ডাগর করে সরমা তীব্র কণ্ঠে বল্‌লে,—কিন্তু কেন ? কেন আমি পরের গলগ্রহ হ'য়ে থাক্‌বো ? কে আছে সেখানে আমার ? আর কেনই বা যাবো ? তার কারণ কি ? ওঃ, তুমি চাও আমাকে তাড়িয়ে নিষ্কণ্টক হ'তে। তোমাকে আমি খুবই চিনি।

সুভাষ ভীতিব্যাকুল কণ্ঠে ডাক্‌লে—বৌদি।

সরমা উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বল্‌লে—তোমাকে কে ডেকেছে মধ্যস্থ করতে ? যাও—চলে যাও—যাও। তুমি যে কতদূর শয়তান—

বাধা দিয়ে সুভাষ বল্‌লে,—আমায় ভুল বুঝো না বৌদি।

প্রবল উত্তেজনায় উত্তেজিত হয়ে সরমা কম্পিত স্বরে চীৎকার করে বল্‌লে,—তোমাকে আমি একটুও ভুল বুঝিনি। তুমি এসেছ আমার ভুল দেখিয়ে দিতে—এ তোমার চরম স্পর্দ্ধা। এটা মনে রেখো—সবাই নমিতা নয়।

গভীর চীৎকারে মণিময় এসে উপস্থিত হ'ল ও বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টে উভয়ের পানে চেয়ে রইলো।

সরমা ক্ষিপ্তের ন্যায় চোখদু'টো লাল করে মণিময়কে লক্ষ্য করে

বল্‌লে,—কি অধিকার আছে নতুন ঠাকুরপোর এমন ভাবে আমাকে অপমান করে? তোমার উপর কুৎসিৎ ইঙ্গিত করতেও তার আটকাল না।

মণিময় রুক্ষস্বরে বল্‌লে—সুভাষ। এ বাড়ীতে তোমার আর এক দিনও স্থান হবে না।

সুভাষ ক্ষীণ কণ্ঠে বল্‌লে,—আমি থাকতে আসিনি মণিদা। একদিন স্বেচ্ছায় এবাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম, আবার আস্‌তে হ'য়েছে—তোমাদেরই ডাকে। আমি যাচ্ছি—কিন্তু যাবার দিন একটা কর্ত্তব্য তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে যেতে চাই—সে কর্ত্তব্য হ'চ্ছে তোমার স্ত্রীর সম্বন্ধে।

তারপর ধীরে ধীরে সুভাষ গৃহের বাহির হ'য়ে চলে গেল।

(২৪)

সুভাষ চলে গেল। যাবার সময় নমিতাকে বলে গেল—তুমি রইলে নতুন বৌদি; কিন্তু জানি'না তোমার অদৃষ্টে কি আছে।

নমিতা বলেছিল—সে তো বিচার বুদ্ধির বাইরে—তার জন্য এত চিন্তা কি ?

সুভাষ বিস্মিত ভাবে বলেছিল—পারবে নতুন বৌদি অদৃষ্টের নিষ্ঠুর কষাঘাত সহ্য করে চল্‌তে ?

নমিতা ঈষৎ রুষ্টস্বরে জবাব দিয়েছিল—তুমি তো পুরুষ মানুষ—তুমিই কি ইচ্ছা করলে তাকে এড়িয়ে চল্‌তে পার ?

সুভাষ বলেছিল,—কিন্তু আমাদের কথা স্বতন্ত্র—কেন না আমরা স্বাধীন—নিজের ইচ্ছামত চল্‌তে পারি।

নমিতা ততোধিক রুষ্ট স্বরে বলেছিল—তুমি কি তবে বল্‌তে চাও সেই ভয়ে আমি স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে যাই ?

সুভাষ ধরা গলায় উত্তর দিয়েছিল—না না—আমি কিছু বল্‌তে চাই নে—তবে তোমার জন্য আমার দুঃখ হয়।

নমিতা বলেছিল—কি হ'বে আমার জন্য অযাচিত দুঃখ দেখিয়ে? কোন লাভ হ'বে না—তাতে আমার চলার পথ আরো দুর্গম হয়ে দাঁড়াবে।

সুভাষ বিদায় নিয়েছিল শেষ কথা বলেঃ—তোমার আদেশ শিরোধার্য্য করে আমি চলে যাচ্ছি নতুন বৌদি—কিন্তু সামান্য কিছু দিনের মেলা-মেশায় এই ধারণা নিয়ে আমি যাচ্ছি—তুমি মানুষ নও—দেবী। তোমাকে মণিদা চিন্‌তে পারলে না। কোনদিন চিন্‌তে পারবে কিনা জানি না।

এই শেষ কথাগুলো মণিময় শুন্‌লে ঘরে ঢুক্‌তে গিয়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে রাগে তার কর্ণমূল পর্য্যন্ত আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। যেমন ভাবে এসেছিল, ঠিক তেমনি ভাবে উভয়ের অলক্ষ্যে সে চলে গেল, নিঃশব্দ পদসঞ্চারে।

সরমা কোথা হ'তে এসে বল্‌লে—কি ঠাকুরপো—গেলে আর ফিরে এলে?

মণিময় গম্ভীর ভাবে বল্‌লে—ভাল লাগ্‌লো না।

কেন? কি হ'ল?

মণিময় বল্‌লে,—কারণ জানি না বৌদি।

আজ যাহ'ক তোমার কাছে একটা নতুন জিনিষ শিখ্‌লাম—অকারণেও কাজ হয়।

মণিময় বল্‌লে,—কারণ হয়ত একটা আছে; কিন্তু সময় সময় তার স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না।

সরমা মুচকি হেসে বল্‌লে,—সে তো প্রেমের লক্ষণ ঠাকুরপো, যা মানুষকে অন্ধ করে ফেলে। তা বেশ—বেশ।

মণিময় মুগ্ধ হ'য়ে সরমার দিকে চেয়ে রইলো, অর্থহীন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

সরমা বললে,—কি দেখ্ছো ঠাকুরপো? কে দেখ্তে বেশী ভাল—না? মিছে দেখা—নূতনত্বের আকর্ষণ চিরদিনই বেশী।

বৌঠান—বলে মণিময় স্থির অপলক নেত্রে চেয়ে রইলো।

সরমা বললে,—তোমাকে তো কোনদিন বাধা দিইনি। কেন দেব? সবই চোখের নেশা।

মণিময় উদ্দীপনা পূর্ণ স্বরে বললে,—সেই নেশা যে সব সময় আমাকে মাতাল করে রেখেছে।

সরমা উত্তেজনা পূর্ণ কণ্ঠে বললে,—পুরুষ জানে শুধুই মাতলামি—নেশার ঘোরে সে পারে না এমন কোন কাজ নেই, কিন্তু সেই ঘোর যখন কেটে যায়—

বৌঠান—এত দিনেও কি তুমি আমাকে বুঝ্তে পারলে না? মণিময় ছুটে এসে সরমার হাত দু'খানা বিপুল আগ্রহে জড়িয়ে ধরলে। সরমার অসমাপ্ত কথা মুখেই রয়ে গেল।

এমন সময় নমিতা এসে উপস্থিত হ'ল ও মুহূর্ত্তের জন্য তার পায়ের গতি থেমে গেল। সরমার চোখ দুটো জ্বলে উঠ্লো—ধক্ ধক্ করে; আর মণিময় হাত ছেড়ে দিয়ে পিছু হটে এল।

নমিতা ন যযৌ ন তস্থৌ ভাবে দাঁড়িয়ে রইলো। সরমা চলে গেল, দীপ্ত সিংহীর ন্যায় ঘাড় ঘুরিয়ে।

মণিময় অবিচলিত কণ্ঠে বললে,—দেবতা তো চলে গেলেন—এখন দেবীর কি ইচ্ছা জানতে পারি কি?

নমিতা আড়ষ্টের ন্যায় দাঁড়িয়ে রইলো।

মণিময় বল্‌লে,—ইচ্ছা হয়ত তুমিও তোমার পথ বেছে নিতে পার।

নমিতা ক্ষীণ কণ্ঠে বল্‌লে,—পারি—কিন্তু প্রাণ ধরে তুমি কি তা দিতে পারবে? বল সত্যি দেবে?

সূর্য্য তখন পশ্চিম গগনে ঢলে প'ড়েছিল। জানালার ফাঁক দিয়ে ঈষৎ বিক্ষিপ্ত রক্তিম কিরণচ্ছটা নমিতার মিনতিভরা স্বচ্ছ কমনীয় মুখখানার উপর প্রতিভাত হয়ে ঝকমক কচ্ছিল, আর সান্ধ্যসমীরণ স্পর্শে তার অবিন্যস্ত অলকদাম চোখ মুখের উপর দিয়ে ফুর ফুর করে উড়ে বেড়াতে লাগ্‌লো।

মণিময় কি বল্‌তে গিয়ে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলো। মনে হ'ল, কি সুন্দর ঐ মুখখানা,—যেন শিশির সিক্ত সদ্যফোটা গোলাপ। মুহূর্ত্তের জন্য প্রাণের মধ্য দিয়ে একটা তরঙ্গ খেলে গেল—সমস্ত শিরা উপশিরাকে ক্ষেপিয়ে তুলে। মণিময় স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠে ডাক্‌লে—নমিতা।

নমিতার বুকের মধ্যে তোলপাড় করে উঠ্‌লো। চোখদু'টো ঈষৎ উন্নত করে সে চেয়ে রইলো। চোখে চোখে বিদ্যুৎস্ফুরণ খেলে গেল—নমিতার দেহের মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগ্‌লো। আরক্ত অধর স্ফীত হ'য়ে ঈষৎ কেঁপে উঠ্‌লো, পরে অর্দ্ধবিজড়িত স্বরে বল্‌লে,—বল—সত্যি দেবে?

মণিময় বিপুল আবেগ ভরে বল্‌লে,—বল—বল—নমিতা তুমি কি চাও?

নমিতা সজল চোখে কারুণ্যভরা দৃষ্টি তুলে বল্‌লে,—তোমার উপর

আমার কোন অধিকার নেই—সে অধিকার কোনদিন তোমার নিকট দাবী করতে চাইনে—তবে এক ভিক্ষা যদি সম্ভব হয় তো তোমার কাজগুলো আমার নিকট হ'তে কেড়ে নিয়ো না। কেননা তাতেই আমার চরম সুখ—চরম শান্তি। কি সেটুকু অধিকার দেবে না? বল—চুপ করে থেকো না।

নমিতা—বলেই মণিময় স্থির হ'য়ে দাঁড়াল। সাম্‌নেই সরমা; শ্যেন দৃষ্টি তুলে।

মণিময় চোখহ'টো অবনমিত করে কি যেন চিন্তা করতে লাগ্‌লো।

নমিত আর অপেক্ষা করলে না—ধীর ও প্রশান্ত গতিতে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

আর সরমার রোষদ্দীপ্ত চাহনি বিচ্ছুরিত হয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে জ্বল জ্বল করে উঠ্‌লো।



(২৫)

এই ঘটনার পর ধূমায়িত বহ্নি এমনি ভাবে প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে উঠ্‌লো যে, পরস্পর পরস্পকে এড়িয়ে চল্‌তে লাগ্‌লো। বাক্যালাপ বন্ধ—যে যার নির্দ্দিষ্ট ঘরে অবরুদ্ধ আসামীর ন্যায় দিন কাটাতে লাগ্‌লো—অনাহারে—অনশনে। সরমার উপর ছিল বাড়ীর সকল ভার—এমন কি রন্ধন কার্য্য পর্য্যন্ত। কিন্তু সেই সরমাই যখন সকল কর্ত্তব্য ভুলে শয্যা গ্রহণ করলে, তখন নমিতা ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো, স্বামীর কথা ভেবে। সে জোর করে রান্নাঘরের কাজ স্বেচ্ছায় নিজের হাতে তুলে নিল; কিন্তু নেওয়াই সার হ'ল। তার আহ্বানে কেহ সাড়া দিল না। প্রস্তুত খাদ্য দ্রব্য চোখের সামনে অভুক্তই রয়ে গেল। শেষে নমিতাও হাল ছেড়ে দিয়ে স্থির হ'য়ে বস্‌লো।

এমনি ভাবে দু'তিন দিন কেটে গেল। মণিময় নিয়মিত সময়ে কোর্টে বেরিয়ে যেত; আবার নির্দ্দিষ্ট সময়ে ফিরে আস্‌তো। নমিতা কাষ্ঠপুত্তলিকার মত সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াত ও সময়ে সময়ে দু'চারটা কথা বল্‌তো; কিন্তু কোন জবাব না পেয়ে সে ধীরে ধীরে ফিরে আস্‌তো।

একদিন মণিময় এসে সরমার ঘরে ঢুক্‌লো। সরমা তখন শয্যার উপর নিজ দেহ এলায়ে দিয়ে পড়েছিল—আলুথালু বেশ—মুখখানা বিশুষ্ক—ললাটে ঘন চিন্তার রেখা। মণিময় মুহূর্ত্তের জন্য নির্ব্বাক হ'য়ে চেয়ে রইলো। সরমাও একবার ক্ষীণ কাতর দৃষ্টি তুলে চেয়ে দেখ্‌লে; আর দু'ফোঁটা অশ্রু তার নয়ন কোণ হ'তে ঝরে পড়লো। মণিময় এগিয়ে এসে শয্যার একপার্শ্বে বসে পড়লো ও সরমার করাঙ্গুলি সোহাগভরে ঈষৎ চেপে ধরে আর্দ্রকণ্ঠে বল্‌লে,—এমন ভাবে কতদিন চল্‌বে বৌদি?

সরমা স্থির লক্ষ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কি দেখে নিল ও সজল আঁখিতারা মেলে ধরে কাতর কণ্ঠে বল্‌লে,—আমাকে আর জড়াও কেন ঠাকুরপো—যতদিন পেরেছি ততদিন তোমার কাজে আত্মনিয়োগ করে এসেছি। সেদিন চলে গিয়েছে—এখন তো পড়ে আছি একপার্শ্বে—শুধু কৃপাপ্রার্থী হয়ে। যদি তাও দিতে না চাও—বল চলে যাচ্ছি।

মণিময়ের নয়ন পল্লব বর্ষণোন্মুখ মেঘের ন্যায় ভারী দেখাতে লাগ্‌লো। ধরা গলায় সে বল্‌লে,—কেন তুমি চলে যাবে বৌদি?

সরমা বল্‌লে,—আমাকে আর কি দরকার ঠাকুরপো? তুমি না বল্‌লেও আমাকে যেতে হ'বে—শুধু নিজের পথ বেছে নিতে।

মণিময় উত্তেজিত হ'য়ে বল্‌লে—কিন্তু আমি তোমাকে যেতে দিতে পারি না।

সরমা বল্‌লে,—তবে কি তুমি চাও আমাকে এখানে রেখে তিলে তিলে দগ্ধে মেরে ফেল্‌তে।

বৌঠান—বলে মণিময় সরমার মুখের কাছে মুখটী রেখে অপলক নেত্রে চেয়ে রইলো।

সরমা বল্‌লে—আমাকে তোমার আর ভাল লাগ্‌বে না—লাগ্‌তে পারে না। একবার মনের মধ্যে অসন্তোষের আগুন জ্বলে উঠ্‌লে তাকে সহজে নিবান যায় না ঠাকুরপো। আপাতদৃষ্টে মনে হয় আগুন নিবে গেছে; কিন্তু তার ধূমাচ্ছন্ন অনলশিখা কারণে অকারণে আত্মপ্রকাশ করে, দ্বিগুণতর ভাবে।

মণিময় বল্‌লে—কেন মিছে মন্দ দিকটা অমন করে দেখ্‌ছো বৌদি? আমাকে তুমি বিশ্বাস করো না?

সরমা বল্‌লে,—বিশ্বাস! হাঁ, তার ফলেই তো আজ আমি এখানে আবদ্ধ। এর চেয়ে বিশ্বাস না করাই বোধ হয় ভাল ছিল।

মণিময়ের চোখ দিয়ে এক ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়লো। সরমা ব্যস্ত হ'য়ে মুখখানা চেপে ধরে কাঁদতে কাঁদতে ভাঙ্গা গলায় বল্‌লে—ছিঃ। কাঁদ্‌ছো ঠাকুরপো। তারপর কিছুক্ষণ নীরবে কান্নাকাটির পালা চল্‌লো। পরে উভয়ে বেরিয়ে এ'ল, হাসি মুখে—সকল সমস্যা ভঞ্জন করে।

নমিতা দূর হ'তে সে দৃশ্য দেখে বুঝ্‌লে—তার জীবন সন্ধ্যা ঘনায়ে এসেছে।

*   *   *   *

পরদিন কোর্ট থেকে ফিরে এসে মণিময় বল্‌লে,—তোমার বাবা বল্‌ছিলেন—তোমাকে নিয়ে যেতে চান।

নমিতা একটু ইতস্ততঃ করে ধরা গলায় বল্‌লে,—কেন?

মণিময় একটু ঢোক্ গিলে বল্‌লে,—তাতো বল্‌তে পারিনে। তবে—

নমিতা মুখখানা আঁধার করে বল্‌লে,--সে আমি কি জানি।

মণিময় বল্‌লে,—না, তাই বল্‌ছিলাম। তোমারও তো একটা মতামত আছে।

নমিতা ভাবলে—পাঠান না পাঠান স্বামীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। কে সে? তাকে বলা না বলা দুই সমান। তবুও সাহসে ভর করে বল্‌লে—আমার মতামতের দাম কি?

সরমা উভয়ের অলক্ষ্যে এক নজর দেখে নিল ও ফিরবার সময় জোরে জোরে পায়ের শব্দ করতে করতে চলে গেল।

মণিময়ের চিন্তার ঘোর কেটে গেল ও উচ্চকিত হ'য়ে বল্‌লে,—যদি পাঠাতেই হয়, তাহ'লে তো তার ব্যবস্থা করতে হবে। সুভাষকে দিয়ে তিনি কোর্টে খবর দিয়েছেন।

নমিতা বিস্মিত হ'য়ে বল্‌লে,—সুভাষ ঠাকুরপো! তিনি কি এখানে?

মণিময় গম্ভীর ভাবে বল্‌লে,—সে অনেক কথা। এখন বল তুমি কি কর্‌তে চাও?

নমিতা ক্লিষ্ট কণ্ঠে বল্‌লে,—আমাকে নিয়ে না পোষায় পাঠিয়ে দিতে পার।

মণিময় পৌরুষ কণ্ঠে ডাক্‌লে—নমিতা।

নমিতা সভয়ে দৃষ্টি নামিয়ে নিয়ে নীরবে হাতের নখ খুঁটতে লাগ্‌লো।

মণিময় উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বল্‌লে,—শোন নমিতা, তোমার বাবা বল্‌লেই আমি পাঠাতে পারি না। অধিকার কার? তাঁর না আমার?

নমিতা ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বল্‌লে,—বাবা তো তোমার মত জান্‌তে চেয়েছেন মাত্র।

—ওঃ, ভারী দরদী যে! বাবার নাম করলে যে গায় ফোস্কা পড়ে ওঠে। কিন্তু জানতে চাই—কি সাহসে তিনি এমন ভাবে আমাকে অপমান করলেন?

নমিতা যেন একেবারে আকাশ হ'তে পড়লো ও বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে বললে,—মত জানতে চাওয়াও কি অপমান?

মণিময় ক্রুদ্ধস্বরে বললে,—মত জানতে চাওয়া! সলা পরামর্শ সব ঠিক করে—না? এখন ন্যাকা সাজা হচ্ছে।

এমন সময় সরমা যেন কিছু জানে না এমন ভাব দেখিয়ে এসে বললে,—কি চেঁচামেচি করছো দু'জনে? কি হ'ল?

মণিময় বললে,—কি আর হ'বে? মেয়ের নামে উইল করা হচ্ছে, আর তার একজিকিউটর হচ্ছে সুভাষ। সুভাষকে করার অর্থ আর কি বুঝতে বাকি থাকে।

সরমা গালে হাত দিয়ে বললে,—সে কি! তিনি বেঁচে থাকতে একজিকিউটর হবে নতুন ঠাকুরপো!

মণিময় বললে,—বেঁচে যতক্ষণ আছেন ততক্ষণ তো সবই তিনি। হঠাৎ যদি মরে যান তারই জন্য তো উইল—একজিকিউটর।

সরমা বিদ্রূপপূর্ণ হাসি অধরে ফুটিয়ে তুলে বললে,—তা ভালই হ'ল, নতুন ঠাকুরপোর যাহ'ক একটা হিল্লে হ'ল। তা তোমার এতে এত রাগ কেন?

মণিময় উদ্ধত স্বরে বললে,—কিন্তু আমাকে বলে ক'য়ে করলে কি দোষ হ'ত? শুধু তাই নয়, সুভাষ বাবুকে করা হ'য়েছে তাঁর জমিদারীর ম্যানেজার।

তাতে তোমার কি ? বেশ তো, ভালই হ'য়েছে। নতুন ঠাকুরপো বেচারা কাজের জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। যাহ'ক তবু এখন একটা কাজ জুটলো। ওঃ, তাই বুঝি ঝগড়া করে চলে যাওয়া হ'ল। তা ভাল ভাবে গেলেই তো হ'ত।

মণিময় বল্লে,—একটা উপলক্ষ তো চাই !

পেটে পেটে এত ! তাতো জানতাম না। নিজের জামাই হ'য়ে গেল পর ; আর সুভাষ ঠাকুরপো হ'ল তাঁর বড় আপন। উচিত ছিল সুভাষ ঠাকুরপোর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়া –খাসা হত—ঘর জামাই করে রাখ্তে পারতেন।

নমিতার মুখ লজ্জায় ও ঘৃণায় মাটীর সঙ্গে যেন মিশে যেতে লাগ্লো। মনে মনে সে বল্লে,—ধরিত্রী তুমি দ্বিধা হও। এ অপমান আর সহ্য করতে পারছিনে।

মণিময় কর্কশ কণ্ঠে দাঁতে দাঁত চেপে বল্লে,—এখন বাপের বাড়ী গিয়ে উঠ্তে পারলেই হয়। একেবারে সোণায় সোহাগা—মণিকাঞ্চন সংযোগ। সেটী মনেও স্থান দিও না। এইখানে রেখে তিলে তিলে—। তারপর গলার স্বরটা বদ্লে ফেলে বল্লে,—আমাকে আবার উইলের খস্ড়া পাঠিয়ে দিয়েছেন, দেখ্বার জন্য। ইচ্ছা হ'ল জুতো মারতে মারতে তাড়িয়ে দিই। সত্যি কি রাগ যে সাম্‌লে গেছি, তা আর কি বল্‌বো ?

সরমা বল্লে,—মিছে রাগারাগি করে লাভ কি ? তার চেয়ে পাঠিয়ে দাও না। রেখে তো শুধু গোলমালের মাত্রাই বেড়ে যাবে। এখানে কি আর মন বস্‌বে ? সেখানে রইলো ভালবাসার জন।

দিদি—বলে নমিতা থেমে গেল। এক সঙ্গে দুই জোড়া প্রজ্জ্বলিত চক্ষুর তীব্র অনলচ্ছটায় যেন তার সারা দেহ পুড়ে ঝল্‌সে গেল।

সরমা বিকৃত কণ্ঠে বল্‌লে,—থাক, আর সতীপনা দেখাতে হ'বে না। আরে আমার সতীরে। তুমি চলে এস ঠাকুরপো। বলে দিও—পাঠান হ'বে না—যা করবার থাকে, তিনি করতে পারেন।

তাই ভাল। বল্‌তে বল্‌তে মণিময় সরমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাহির হ'য়ে গেল।

নমিতা পাষাণ প্রতিমার ন্যায় স্থির ও অচল হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

(২৬)

মণিময় শশুরকে জানিয়ে দিল যে, নমিতা এখন এখানে থাক্‌তে চায়—যেতে রাজী নয়। অগত্যা কাশী ফিরবার আগে তিনি কন্যার সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

মণিময় খুব ভদ্র ব্যবহারই করলে। সব সময়ে কাছে কাছে থাকা—কথাবার্ত্তা বলা—কোন বিষয়ে কোন দিক দিয়ে তার একটুও ত্রুটী হ'ল না। যেখানেই সুধীর বাবু, সেখানেই মণিময়। কন্যাকে নিভৃতে যে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন সে অবসর পর্য্যন্ত মণিময় তাঁকে দিল না। তবু সুধীর বাবু বল্‌লেন,—আমি তাহ'লে আসি মা। তোমার যখন যাবার ইচ্ছা হ'বে তখন আমাকে লিখো।

নমিতা চুপ করে রইলো, বিষণ্ণ মুখখানা অধিকতর বিষণ্ণ করে।

মণিময় উত্তরে বল্‌লে,—আমার অমত নেই—যদি যেতে চায়, আপনি নিয়ে যেতে পারেন। না হয় এক মাস বাদেই আস্‌বে। তবে নিজের সংসার—যাক, আমি কেন নিমিত্তের ভাগী হতে যাই।

কন্যাস্নেহে অন্ধ হ'য়ে সুধীর বাবু বল্‌লেন,—তাই চল্‌ মা। একমাস বাদে আমি আবার রেখে যাব—কেমন?

নমিতার কণ্ঠ হ'তে একটা শুষ্ক ও নিরস না শব্দ বেরিয়ে ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো।

পিতার বড় মুখখানা একেবারে ছোট্ট হ'য়ে গেল। বিশুষ্ক মুখে তিনি বল্লেন,—তবে তাই হোক্।

নমিতার বুকের মধ্যে যেন তুষানল জ্বলে উঠ্‌লো। ছিঃ ছিঃ! সে কি করলে—কি করলে! না বুঝে সে কি ভীষণ ব্যথা পিতাকে দিল।

মণিময় তাড়াতাড়ি বল্লে,—আপনি নিজের কাণে শুনলেন। ভালই হ'ল। পরে আমাকে দোষ দিতে পারবেন না।

নমিতার ইচ্ছা হ'ল বলে, না না, আমি যাব—প্রস্তুত, কিন্তু মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল, শুধু ডাক্‌লে—বাবা।

পিতা কন্যার বুকের ব্যথা বুঝ্‌তে পারলেন কিনা সন্দেহ, মাত্র বল্লেন,—তবে আসি মা।

কন্যা ছুটে এসে পিতার চরণে প্রণত হ'ল। পায়ের উপর মাথা রেখে সে পড়ে রইলো। উঠ্‌বার শক্তি যেন কে কেড়ে নিল, আর চোখের জলে পিতার চরণদ্বয় সিক্ত ও প্লাবিত হ'য়ে গেল।

পিতা কন্যাকে তুলে ধরে বল্লেন,—ছিঃ মা কেঁদো না। আমাকে যে আজই যেতে হবে।

নমিতা মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। পিতা ধীর ও মন্থর গতিতে ঘরের বাহির হ'য়ে পড়লেন। নমিতার এতক্ষণে যেন হুঁস্ ফিরে এল ও ছুটে দ্বারের দিকে অগ্রসর হ'ল। অর্দ্ধোচ্চারিত স্বরে বল্‌তে বল্‌তে—যেও না—যেও না, আমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাও বাবা।

পিতা তখন বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। কন্যার কথা তার কর্ণে

গেল কিনা বলা যায় না, তবে শেষের কাতির বাবা আহ্বান তাঁর প্রাণের তারে তারে বেজে উঠ্‌লো। তিনি একবার মুখ ফিরিয়ে দেখলেন, কিন্তু কাকেও দেখ্‌তে পেলেন না।

পিতা চলে গেলেন; জেনে গেলেন মেয়েই আস্‌তে নারাজ। কিন্তু তিনি কি জান্‌বেন নমিতার দুঃখের কথা। কোন কথা সে বল্‌তে পারলে না। এমনই কপাল সে করে এসেছিল।

*

আজকাল দাসী বাঁদীর ন্যায় বাড়ীর সব কাজ নমিতা করে যেত, নীরবে—নিঃশব্দে, আর রাত্রে শ্বশ্রূমাতার ঘরে সে একলা পড়ে থাক্‌তো, স্তূপীকৃত চিন্তা বুকে ধরে। প্রথম প্রথম তার ভয় হ'ত। কখনো সে এমনভাবে একা থাকেনি, বুকের মধ্যে গুড় গুড় করে উঠ্‌তো। মাঝে মাঝে চম্‌কে উঠে সে পাশ বালিশটা বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরতো, আর চোখদু'টো নিমীলিত করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে দিত।

এই তার স্বামীর ঘর করা! না না, এমন ভাবে সে থাক্‌তে পারবে না। আর তার স্বামী! ওঃ, কি দুঃসহ জ্বালা! বাবা বাবা—এস—দেখে যাও তোমার নমিতার অবস্থা। এর চেয়ে মৃত্যু সহস্র গুণে ভাল। হাঁ—মৃত্যু—মৃত্যু—মৃত্যু—অভিপ্সিত বাঞ্ছিত মৃত্যু—শোক দুঃখহারী মৃত্যু—কোথায় কত দূরে তুমি?

কিন্তু মরণেই কি সব শেষ হ'য়ে যায়? যদি না যায়, তাহ'লে? তবুও তা শ্রেয়, বর্ত্তমান দুঃখের তো অবসান হ'য়ে যাবে। নমিতা সে রাত্রে ভাব্‌তে ভাব্‌তে উঠে দাঁড়াল। আজ যেন সে নির্ভিক—

সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে একবার চারিদিকে সে চেয়ে দেখ্‌লে; তারপর আস্তে আস্তে সে সেল্‌ফের দিকে অগ্রসর হ'ল।

সেল্‌ফের উপরের তাকে থাকতো শ্বশ্রূমাতার আফিংয়ের কৌটা। ঠিক সেই ভাবে কৌটাটী সেখানেই পড়ে আছে। নমিতার মনে হ'ল, কৌটার মালিক চলে গেছে, কিন্তু কৌটাটী এখনও তাঁর অস্তিত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। এই তো জীবন! এই আছে, এই নাই। তবে তার জন্য এত আগ্রহ কেন?

কিছু না। বলেই নমিতা হাত বাড়িয়ে কৌটাটী পাড়্‌তে গেল। অসাবধানবশতঃ একটা শিশিতে আঙ্গুল লেগে শিশিটা মেঝেতে পড়ে চুরমার হ'য়ে গেল। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে শয্যায় এসে শুয়ে পড়্‌লো ও বুকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগ্‌লো।

আবার চারিদিক নিস্তব্ধ। ঘড়িতে বারোটা বাজার শব্দ তার কর্ণে এসে পৌঁছে গেল।

নমিতা উঠে দাঁড়াল। প্রদীপের আলো তখনও মিট্ মিট্ করে জ্বলছিল। সেই অস্পষ্ট আলোকে তার চোখদু'টো জ্বল্ জ্বল্ করে উঠ্‌লো ও ধীরে—অতি ধীরে—অতি সন্তর্পণে আফিংয়ের কৌটাটী পেড়ে চোখের সাম্‌নে খুলে ধরলে ও এক প্রকার কাল মসৃণ পদার্থ দেখে তার মনটা শিউরে উঠ্‌লো।

আত্মহত্যা? কিন্তু এটুকু আফিংএ যদি মৃত্যু না হয়? ওঃ, তাহ'লে? নমিতা আর ভাবতে পারলে না। কৌটাটী তাড়াতাড়ি সে বিছানার নীচে সরিয়ে রেখে শয্যার উপর ঢলে পড়লো।

নমিতার চোখে ঘুম ছিল না। আবার সে শয্যার উপর উঠে বস্‌লে। তারপর ধীরে ধীরে সে দরজা খুলে বাইরে এল।

পাশেই সরমার ঘর। চোখদু'টো অন্ধকারে বিড়ালের চোখের ন্যায় জ্বল্‌তে লাগ্‌লো। ঐ ঘরে নাকি এখনও আলো জ্বল্‌ছে? ঐ না হাসির ফোয়ারা ভেসে আস্‌ছে? ঐ না সরমা কি বল্‌ছে? তাইতো—তাইতো—

সরমা তখন বল্‌ছিলো—আঃ, মা মরে গিয়ে যে তোমার সাহস বেড়ে গিয়েছে। সত্যি, লজ্জা সরম সব যে জলাঞ্জলি দিলে? যদি নমিতা এখনও জেগে থাকে ও বাইরে এসে শোনে?

শোনে শুনুক—লুকোচুরী তো অনেক দিন ভেঙে গেছে।

তা যতই যাক্; মেয়েরা পুরুষের মত অত নির্লজ্জ হ'তে পারে না।

কি লজ্জাবতী লতারে!

ঠাকুরপো—

সত্যি রাগ করলে বৌঠান?

যাও।

নমিতা আর দাঁড়াতে পারলে না, তাড়াতাড়ি এসে দরজা বন্ধ করে দিল। মনে হ'ল মরণই তার একমাত্র পথ। এখানে এমন ভাবে সে আর থাক্‌বে না—থাক্‌তে পারে না। কিন্তু কোথায় যাবে? পিতার কাছে? কে আছে তাকে এই কার্য্যে সহায়তা করবে? পিতা তো চিঠি দিয়েও খোঁজ নেন না, চিঠি দিলেও জবাব দেন না। সত্যিই কি তিনি এত নিষ্ঠুর হ'তে পারেন? অথবা তাঁর কোন চিঠি তার হাতে আসে না? তবে কি এর জন্য দায়ী তার স্বামী? হ'য়তো তাই—

নচেৎ বাবা কখনও এত নিষ্ঠুর হ'তে পারেন না। নমিতার মুখচোখ ঘৃণা ও দুঃখে ছেয়ে গেল। সে নীরব হ'য়ে কি চিন্তা করতে লাগ্‌লো, পরে কি মনে করে চিঠি লিখ্‌তে বস্‌লো।

শ্রীচরণকমলেষু—

বাবা, আর পারি না। চিঠি দিলেও উত্তর দাও না। তুমি তো এত নিষ্ঠুর ছিলে না বাবা। যাব না বলেছিলাম বলেই কি এত শাস্তি দিতে হয়? এখানে আমার অসহ্য হ'য়ে উঠেছে। রাগ করে থেকো না বাবা। এই চিঠি পেয়ে সাতদিনের মধ্যে যদি আমায় না নিয়ে যাও, তাহ'লে জান্‌বে—তোমার নমিতা নেই—ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে। এই বুঝে কাজ করো। ইতি—

হতভাগিনী কন্যা

নমিতা

তারপর নমিতা শয্যার উপর ঢলে পড়লো, তন্দ্রার ঘোরে; কিন্তু কেমন করে যে চিঠিখানা সে পোষ্ট করবে এ চিন্তা যেন তন্দ্রার মাঝেও তাকে উত্যক্ত করতে লাগ্‌লো।

পরদিন সকাল হ'তেই সুভাষ এসে দেখা দিল। নমিতা তখন সবে উঠেছে। সে বিস্মিত হ'য়ে চেয়ে রইলো। সুভাষ বল্লে,—এই যে নতুন বৌদি। শুধু তোমারই জন্যই আবার এ বাড়ী মাড়াতে হ'ল। কিন্তু সকাল বেলাই ঝগড়া না করে পারছি না। এই যে তালুই ম'শায়ের চিঠি—পড়ে দেখ্লেই বুঝতে পারবে। ছিঃ, এমন করে!

নমিতা এদিক ওদিক চেয়ে সন্ত্রস্ত চিত্তে বল্লে,—দেখ্ছি ঠাকুরপো। একটু দাঁড়াও। বলে ছুটতে ছুটতে সে ঘরের মধ্যে চলে গেল।

সুভাষ ভাব্তে লাগ্লো—এ কি! এ যেন অনেকটা উন্মাদের লক্ষণ।

ইতিমধ্যে নমিতা ফিরে এল ও আবার চারিদিকে চেয়ে বল্লে,—হাঁ, এই চিঠিখানা ডাকে পোষ্ট করে দিও—খবরদার যেন ভুলো না—আজই—বুঝ্লে?

সুভাষ চিঠিখানা হাতে নিয়ে বিস্মিত হ'য়ে নমিতার মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

নমিতা তিরস্কারপূর্ণ স্বরে বল্লে,—হাঁ করে বোবার মত চেয়ে রইলে যে? চিঠিখানা লুকিয়ে ফেল—তবুও হাতে করে দাঁড়িয়ে রইলে!

যাও—যাও। তুমি দেখ্‌ছি আবার একটা কাণ্ড না বাধিয়ে ছাড়বে না।

সুভাষ তাড়াতাড়ি চিঠিখানা পকেটে পুরে ফেলে আড়ষ্টের ন্যায় দাঁড়িয়ে রইলো।

নমিতা ক্রুদ্ধস্বরে বল্‌লে,—আর দাঁড়িয়ে থেকো না—যাও—চলে যাও।

আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছ নতুন বৌদি? সুভাষ মুখখানা আঁধার করে অন্যদিকে চেয়ে রইলো।

হাঁ হাঁ, দিচ্ছি। দেব না? তোমরা সকলে দিন রাত আমার উপর অত্যাচার করছো, আর আমি কিছু বল্‌লেই বড় বাজে—না? এখনও যাও বল্‌ছি—চলে যাও। কেন—কেন তুমি বাবার উইলের এক্‌জিকিউটর দাঁড়ালে—কেন দাঁড়ালে? কে তোমায় এ কাজ করতে বলেছিল? আর তাঁর বিষয় সম্পত্তির ম্যানেজার হ'তেই বা কেন গেলে? কে মাথার দিব্যি দিয়ে সেধেছিল? যাও—কোন কথা আমি তোমার শুন্‌তে চাইনে—চাইনে।

সুভাষ নির্ব্বাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লো—সত্যাই কি নতুন বৌদির মাথা খারাপ হ'য়ে গিয়েছে। ক্ষুব্ধ ব্যাকুল কণ্ঠে সে ডাক্‌লে—নতুন বৌদি।

লজ্জা করে না! না না, আমি নতুন বৌদি নই। কি সাহসে তুমি এ কাজ করলে? যাও—চলে যাও।

সুভাষ মুখখানা আনত করে ব্যথিত কণ্ঠে বল্‌লে,—তাহ'লে সত্যিই আমাকে চলে যেতে হয়, তোমারই হুকুম শিরোধার্য্য করে। ছোট ভাইয়ের কি সাধ্য আছে বড়দিদির হুকুম লঙ্ঘন করে।

নমিতার চোখ বেয়ে মুক্তা বিন্দুর ন্যায় দু'ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়্লো। তারপর বড়দিদির ন্যায় স্নিগ্ধকণ্ঠে সে বল্লে—কেন তুমি এ কাজ বাবাকে করতে দিলে?

সুভাষ বল্লে,—কে করতে দিয়েছে নতুন বৌদি? মাত্র খস্ড়া প্রস্তুত হ'য়েছিল; সেই ভাবেই পড়ে আছে। তালুই ম'শায় ভেবেছিলেন যদি ভয় দেখায়ে—

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নমিতা নিজের মনেই বল্লে,—ভয়! তারপর ব্যস্ততা প্রকাশ করে বল্লে,—না, তুমি যাও ঠাকুরপো, আর দাঁড়িয়ে থেকো না। কেন মিছে অপমানের বোঝা মাথায় করে ফিরবে? ওরা বুঝ্বে না—শুন্বে না। ঐ যে দরজা খোলার শব্দ হ'ল। পালাও—পালাও—আমি চল্লাম।

নমিতা চলে গেল, ত্রস্তে ভয়ার্ত্ত হরিণীর ন্যায় লাফাতে লাফাতে।

সুভাষ স্থির হয়ে ভাব্তে লাগ্লো—নমিতার ভাগ্যের কথা। কিন্তু বেশীক্ষণ এই ভাবে দাঁড়িয়ে থাক্তে সাহস হ'ল না। নিজের জন্য তার কোন ভাবনা ছিল না। তাকে আর কি বল্বে? কিন্তু সমস্ত আক্রোশটা এখনি গিয়ে পড়বে নতুন বৌদির উপর। সুভাষ অগ্রসর হ'তে লাগ্লো, ডাক্তে ডাক্তে—মণিদা—ও মণিদা—ও বৌদি।

সরমা দরজা খুলে চৌকাঠের বাহিরে পা দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আলুথালু কেশবেশ সম্বৃত করে নিতে নিতে সে একটু সরে এ'ল ও শ্লেষপূর্ণ স্বরে বল্লে,—নতুন ঠাকুরপো যে! এত সকালে! আমার মনে হ'ত, তুমি বুঝি ডুমুরের ফুল হ'য়ে গেলে।

সুভাষ উচ্চ হাস্য করে বল্লে,—ডুমুরের ফুল তো কখনো দেখিনি বৌদি। সত্যি কেমন দেখ্তে?

সরমা বল্লে,—দেখনি! অবাক করলে নতুন ঠাকুরপো।

সত্যি বৌদি; সে ফুল শুনিছি রাতেই ফোটে, আবার রাতেই মিলিয়ে যায়। সকালে তো সে ফুল দেখা যায় না। সুভাষ খিল্ খিল্ করে হেসে উঠ্লো।

সরমা গম্ভীর স্বরে বল্লে—তা হ'বে। ওঃ, তুমি বুঝি সন্ধান নিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছ?

সুভাষ এক গাল হেসে বল্লে,—কি আর করি বৌদি? কাজ তো একটা চাই। তোমাদের মত বৌদিরা থাকৃতে—

ওঃ, এই কথা নতুন ঠাকুরপো! কিন্তু না, তুমি তো আজকাল যে সে লোক নও—একটা জমিদারীর ম্যানেজার—এমন কি মালিকের তরফ হ'তে তাঁরই কন্যার অছি পর্য্যন্ত নিযুক্ত হয়ে গেছ। নমস্কার ম্যানেজার সাহেব—প্রাতঃ নমস্কার।

সুভাষ খিল্ খিল্ করে হ'সতে হাসতে বল্লে,—প্রতি নমস্কার বৌদি—সুপ্রভাত। আমিও তাই ভাবছিলাম—বৌদির তো এটিকেটের ভুল হয় না। আজ কেন এমন হ'ল?

সরমা একবার অপাঙ্গে চেয়ে তীব্রকণ্ঠে বল্লে,—কি ক'রে বুঝলে তুমি নতুন ঠাকুরপো?

বাপ্ রে বাপ—তোমাকে সঠিক বোঝা আমার কাজ নয় বৌদি। মণিদা যে মণিদা যাঁর অন্ত খুঁজে পেলেন না; নিতাইদার মত লোক যাঁর

কাছে হার মেনে ছুটী নিয়ে পালিয়েছেন, তাঁকে বুঝ্‌বো আমি? সে স্পর্দ্ধা আমি রাখি না বৌদি।

নতুন ঠাকুরপো। কি মনে করে এসেছ আমি শুন্‌তে চাই?

সুভাষ আম্‌তা আম্‌তা করে বল্‌লে,—কিছু না। তবে হাঁ, না—

বল নতুন ঠাকুরপো, তুমি কি বল্‌তে চাও? এমন ভাবে অপমান করবার তোমার কি অধিকার আছে?

তা বটে। হঠাৎ নিতাইদার কথাটা কেমন মনে পড়ে গেল।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল—না? কিন্তু মণিদার কথা?

ওঃ, মণিদার কথা! তা মণিদা তো ঘরের লোক—আপনার জন—মনে তো পড়্‌বারই কথা।

নতুন ঠাকুরপো, তোমার ও হেঁয়ালি আমার বুঝতে বাকি নেই। তুমি এসেছ আমাকে অপমান করতে। কিন্তু কেন?

তোমাকে অপমান করতে! তা কি পারি বৌদি? কাল রাতে হঠাৎ নিতাইদাকে স্বপ্নে দেখ্‌লাম—অনেক কথা হ'ল। ওঃ, কি চেহারা! সত্যি তুমিই বল বৌদি, তোমার চেয়ে তো ভাল করে—'

বাধা দিয়ে সরমা বল্‌লে,—তুমি যাও—চলে যাও—কে তোমাকে ডেকেছে? এমন ভাবে অপমান করবার তোমার কোন অধিকার নেই। কেন, আমি তোমার কি করেছি—কি করেছি—বলে সরমা চীৎকার করে কেঁদে উঠ্‌লো।

নমিতা কাজ ফেলে ছুটে এ'ল। মণিময়ও চোখ রগ্‌ড়াতে রগ্‌ড়াতে এসে হতভম্বের ন্যায় দাঁড়িয়ে পড়্‌লো।

সরমা ফোঁপাতে ফোঁপাতে ততই ক্রন্দনের মাত্রা বাড়িয়ে তুলে বিনিয়ে

বিনিয়ে বল্‌তে লাগলো—দেখনা—সুভাষ ঠাকুরপো যা তাই আমাকে বল্‌ছে। কেন? আমি কি তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছি? তারপর মণিময়ের দিকে ক্রূর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তীক্ষ্মস্বরে বল্‌লে,—তুমিই তো যত অনর্থের মূল। তখন নমিতাকে পাঠিয়ে দিলেই তো সব গোল চুকে যেত। আমার কথা তো শুন্‌বে না। এখন বাড়ী বয়ে এসেছে অপমান করতে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! তলে তলে এত ব্যাপার তে, জানা ছিল না। আমার মাথা খাবে যদি না আজই পাঠিয়ে দেবে।

মণিময় কর্কশ কণ্ঠে ডাকলে—সুভাষ?

সুভাষ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলো। নমিতার মুখ চোখ সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেল ও সমস্ত দেহটার মধ্যে যেন কম্পন সুরু হয়ে গেল।

এসব কি ব্যাপার আমি শুনতে চাই? কি বুকের পাটা নিয়ে তুমি বাড়ী চড়াও হ'য়ে এমন কাজ করতে সাহসী হও? বল—উত্তর দাও? সঙ্গে সঙ্গে মণিময় ছুটে এসে সুভাষের গলার টুঁটি চেপে ধরলে।

সুভাষ রুদ্ধকণ্ঠে বল্‌লে,—সব মিথ্যে কথা। ওঃ, এত বড়—

চোপ রও শয়তান—বলে মণিময় সুভাষকে দূরে ঠেলে ফেলে দিল ও ছুটে এসে সজোরে নমিতাকে এক প্রবল ধাক্কা দিয়ে বল্‌লে,—শয়তানী, তোকেও আজ শেষ করে দেব।

মাগো চীৎকার করে নমিতা মেঝের উপর পড়ে গেল

কি করছো—কি করছো মণিদা—বল্‌তে বল্‌তে সুভাষ ছুটে এল। মণিময় গলাধাক্কা দিতে দিতে তাকে বাড়ীর বাহির করে দিয়ে ভিতর হ'তে দরজা বন্ধ করে দিল।

(২৮)

সেই দিনই সন্ধ্যায় ঘরে আলো জ্বালা নিয়ে যে ব্যাপার ঘটে গেল তার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। মণিময়ের ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা—নমিতার ব্যবস্থা না করে সে এ বাড়ীতে জলগ্রহণ করবে না—অক্ষরে অক্ষরে সে প্রতিজ্ঞা পালন করবার জন্য সে বদ্ধ-পরিকর হ'য়ে দাঁড়াল। বজ্র-গম্ভীর স্বরে সে বল্‌লে,—নমিতা, প্রস্তুত হও।

নমিতা মরিয়া হ'য়ে বল্‌লে,—সব সময়ই তো আমি প্রস্তুত। কিন্তু কি করিতে চাও তুমি?

তারপর কোথা দিয়ে কি হ'য়ে গেল নমিতা কিছু বুঝ্‌তে পারলে না; তবে শুধু এইটুকু তার অনুভূতিতে এল যে, সে গৃহ তাড়িতের ন্যায় রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে, প্রহারের বেগ সহ্য করতে না পেরে। পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন ভিন্ন—দেহের স্থানে স্থানে কেটে ছিঁড়ে গিয়ে রক্ত ঝর্‌ছে। নমিতা সজোরে সদর দরজায় ধাক্কা দিতে লাগ্‌লো; দরজা ভিতর হতে বন্ধ। সে চক্ষে অন্ধকার দেখ্‌লে। আজ সে শুধু নির্যাতিত নয়—বিতাড়িত—ধূলিমুঠির ন্যায় অবলুণ্ঠিত—রাস্তায় তার স্থান। নমিতার চোখ দু'টো ধক্ ধক্ করে জ্বলে উঠ্‌লো। ব্যস্ত হ'য়ে কটিদেশে সে হাত দিয়ে দেখ্‌লে। সেই আফিংয়ের কৌটা ঠিক কটিদেশেই লগ্ন আছে! মন

প্রাণ যেন তার আশার আলোকে উৎফুল্ল হ'য়ে নেচে উঠ্লো। তার শেষ আশা—অন্তিমের সম্বল তো তার করায়ত্ত। তবে ভয় কি? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নমিতার চোখের সাম্‌নে দুর্ভেদ্য ঘন অন্ধকার ঘনায়ে এল, ভীষণ ভ্রূকুটী মেলে ধরে।

নমিতা ভীতি ব্যাকুল চিত্তে দরজা ধরে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বসে পড়্‌লো ও আর্ত্তকণ্ঠে বল্‌লে,—দরজা খোল—শুধু দয়া করে মাথা গুঁজবার একটু স্থান—একটু স্থান দাও। আর কিছু চাই না—এই বাড়ীর এক কোণে শেষ নিঃশ্বাস ফেল্‌বার একটু সুযোগ—একটু অবসর দাও। এ যে আমার স্বর্গ। দেবে না—দেবে না? তবু দয়া হ'ল না? ওঃ, এত নিষ্ঠুর তুমি? এখনও—এখনও বল্‌ছি দরজা খোল। তোমার সম্মানে আমি আঘাত দিতে চাই না। খোল—খোল—খোল।

তারপর নমিতা কিছুক্ষণের জন্য দরজায় কাণ পেতে কি শুনতে লাগ্‌লো ও চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল ঝরে পড়্‌তে লাগ্‌লো। তবু দরজা খুল্‌লে না? তবে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। বল্‌তে বল্‌তে সে উঠে দাঁড়াল, চোখ দু'টো বিস্ফারিত করে—দৃষ্টি উদাসীন ও স্থির।

নমিতা এক এক করে পা বাড়াতে লাগ্‌লো—এক—দুই—তিন, আর পিছন ফিরে ফিরে দেখ্‌তে লাগ্‌লো। পরক্ষণেই সবলে চোখ দু'টো চেপে ধরে আবার পায় পায় অগ্রসর হতে লাগ্‌লো।

কে? বলে সাম্‌নে এসে একজন দাঁড়াল।

নমিতা ভয়ে দু'পা পিছু হটে এল।

কে? নতুন বৌদি?

ঠাকুরপো, তুমি—তুমি! তুমি এখন এখানে কেন? পালাও—

পালাও। যাও—চলে যাও—চলে যাও। তারপর ছুটে এসে সুভাষের হাত দু'খানা জড়িয়ে ধরে কম্পিত কণ্ঠে বল্‌লে,—তুমি আমার ছোট ভাই—নিজ মুখে স্বীকার করেছ। হাঁ, আমায় নিয়ে চল। দেরী করো না। ওরা সোজা লোক নয়, এখনই এসে ধরে ফেল্‌বে। ঐ না কি শব্দ হ'ল? ঐ—ঐ বুঝি আস্‌ছে—এসে পড়্‌লো। নমিতা শক্ত করে সুভাষকে জড়িয়ে ধরলে।

নতুন বৌদি।

না না, আমি আর নতুন বৌদি নই। বল দিদি—বড়দিদি। দেরী করো না ভাই—চ'লে এস—চ'লে এস। টল্‌তে টল্‌তে নমিতা অগ্রসর হ'ল। তারপর থম্‌কে দাঁড়িয়ে বল্‌লে,—কিন্তু কোথায় যাব? বাবার ওখানে? না না—তুমি যাও—চলে যাও। সেখানে যাওয়া হবে না—যেতে পারি না—সেখানে আমার স্থান নেই। পরক্ষণেই ছুট্‌তে ছুট্‌তে সে অগ্রসর হ'ল।

সুভাষ বল্‌লে,—ছিঃ বৌদি! কর কি?

নমিতা ঘাড় ঘুরিয়ে বল্‌লে,—আবার বৌদি! বৌদি মরে গেছে। না না, তুমি ফিরে যাও—যাও। আমি যাব না—যাব না বাবার ওখানে।

সুভাষ এগিয়ে এসে বল্‌লে,—তবে কোথায় যেতে চাও বল?

নমিতা চোখ দু'টো ডাগর ডাগর করে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌লে,—আর যেখানে খুশী।

আচ্ছা, তাই চল।

মিছে কথা বলে বুঝি আমায় প্রবোধ দিচ্ছ? না না, তোমাকেও বিশ্বাস নেই—তুমিও তো দাদার ভাই।

আমায় বিশ্বাস কর বৌদি। আমি কথা দিচ্ছি—ঈশ্বরের নামে শপথ করে বল্‌ছি—তুমি যা বল্‌বে তাই করবো।

যা বল্‌বো তাই করবে?

হাঁ, তাই করবো।

সত্যি—সত্যি বল্‌ছো? সঙ্গে সঙ্গে পাগলের ন্যায় উদ্দাম ও উদাসীন দৃষ্টি তুলে নমিতা বল্‌লে,—তবে চল। দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

সুভাষের চৈতন্য ছিল না; সম্বিৎহারার ন্যায় এলো-মেলো অসম্বন্ধ কত চিন্তাই তার হৃদয় দ্বারে এসে আছাড় খেয়ে প্রতিহ'ত হ'য়ে যেতে লাগ্‌লো। কোথায়—কার কাছে সে নমিতাকে নিয়ে গিয়ে উঠ্‌বে?

নমিতা বল্‌লে,—তবুও যে দাঁড়িয়ে রইলে। ভয় হচ্ছে—না?

সুভাষের মুখ চোখ মুহূর্তের জন্য বিবর্ণ হয়ে গেল। তারপর ঈষৎ কম্পিত স্বরে সে বল্‌লে,—এস বৌদি।

নমিতা উদ্ভ্রান্তের ন্যায় বল্‌লে,—কোথায়?

সুভাষ আবার চুপ্‌ করে ভাব্‌তে লাগ্‌লো। তার পর সহজ স্বরে বল্‌লে,—তোমাদের নিজের বসত বাড়ীতে নয়—একথা আমি জোর করে বল্‌তে পারি। তবে বৌদি, সব চেয়ে ভাল হয় যদি তুমি নিজের বাড়ীতেই গিয়ে ওঠ। যাবে? তাই—তাই চল বৌদি।

ঠাকুরপো।

সুভাষ মুখখানা আনত করে দাঁড়িয়ে রইলো।

নমিতা কম্পিত স্বরে বল্‌লে,—তুমি যাও। আমার নিজের পথ আমি নিজেই খুঁজে নিতে চাই। যাও—যাও।

সুভাষ ছল ছল করুণ আঁখি মেলে ছুটে এসে বল্‌লে,—বৌদি;

তোমার পায়ে ধরে মিনতি করে বল্‌ছি—আমায় বিশ্বাস কর। তোমাকে একলা ছেড়ে দিতে পারি না—কিছুতেই নয়—তাতে যত বিপদই কেন আমায় বরণ করে নিতে হোক না কেন। আমায় বিশ্বাস কর বৌদি।

নমিতা উৎকণ্ঠিত হ'য়ে বল্‌লে,—তবে চল; কিন্তু বাবার ওখানে আমি যেতে পারবো না—পারবো না। আর যেখানে খুশী আমি যেতে প্রস্তুত আছি।

বেশ, তাই হবে। সুভায অগ্রসর হ'ল ও নমিতাকে নিয়ে এসে উঠ্‌লো একখানা বাড়ীতে যে বাড়ীখানাও নমিতার পিতার, ভাড়া দিবার জন্য তখনও খালি পড়ে ছিল।

(২৯)

বিপুল উত্তেজনার বশবর্ত্তী হ'য়ে মণিময় যে কাজটা করে ফেল্‌লে, কিছুক্ষণ পরে তার পরিণাম ভেবে সে চম্‌কে উঠ্‌লো।

সরমা ছিল সাম্‌নে দাঁড়িয়ে। সেও কার্য্যের গুরুত্ব ও তার ভাবী পরিণাম ভেবে সশঙ্কিত চিত্তে মণিময়ের দিকে তাকিয়ে ছিল।

মণিময় ক্রোধে ও ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বল্‌লে,—চলে গেল?

সরমা ভয়ে জড়সড় হয়ে নীরবে কি চিন্তা করতে লাগ্‌লো।

না না—যায় নি—যায় নি—কোথায় যাবে? বল্‌তে বল্‌তে মণিময় দ্বারের দিকে অগ্রসর হ'ল ও ক্ষিপ্রহস্তে দরজার অর্গল খুলে ডাক্‌লে—নমিতা—নমিতা।

কোথায় নমিতা? কোথায় নমিতা? নিজের রুক্ষ কণ্ঠস্বরে মণিময় চম্‌কে উঠে বল্‌লে,—চলে গেছে—চলে গেছে। উপায়?

সরমা পিছু পিছু এসেছিল। ক্ষীণকণ্ঠে সে বল্‌লে—পুলিশে ডায়েরী করা।

মণিময়ের চোখ দু'টো খুনী আসামীর ন্যায় জ্বলে উঠ্‌লো ও হো হো করে হেসে উঠে বল্‌লে,—ঠিক বলেছো বৌদি। অকাট্য যুক্তি। নিজে খুন করে, নিজে সাচ্চা সাজা। বড় চমৎকার যুক্তি—একেবারে অকাট্য। এক ঢিলে দুই পাখীই মারা পড়্‌বে—কেমন—না?

সরমা উৎকণ্ঠিত হ'য়ে বল্‌লে,—কি করছো ঠাকুরপো। শেষে যে সব জানাজানি হয়ে যাবে; বিপদে মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ না করলে শেষে কিন্তু পস্তাতে হ'বে।

ঠিক বলেছ বৌদি। উকিল যে উকিল সেও তোমার বুদ্ধির কাছে ঘাড় হেঁট করে দাঁড়ায়। তুমি যদি উকিল হ'তে বৌদি—বলে মণিময় বিকট হাস্যে সমস্ত ঘরটা মুখরিত করে তুল্‌লে।

ঠাকুরপো।

ওঃ, হাঁ, যাচ্ছি। পুলিশে ডায়েরী। আর বল্‌তে হ'বে না। এবার সুভাষ তোমায় দেখে নেব। ফুস্‌লে ঘরের বৌ বার করা। তাই না। দাঁড়াও ভেবেনি।

সরমা তীক্ষ্ণ ও ওজস্বিনী স্বরে বল্‌লে,—ভাব্‌বার কিছু নেই। শুধু দু'টো কথা—সুভাষ ষড়যন্ত্র করে তোমার স্ত্রীকে ফুস্‌লে বার করে নিয়ে গেছে—খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ঠিক বলেছ বৌদি। তুমি না হ'লে এমন যুক্তি আর কে দেবে? বল্‌তে বল্‌তে মণিময় ঝড়ের বেগে ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়্‌লো।

সরমার বুকটা কেঁপে কেঁপে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। কি জানি ঠাকুরপো ঝোঁকের মাথায় প্রবল উত্তেজনায় কি বলে বসে। সর্ব্বনাশ! তাহ'লে একেবারেই চরম হয়ে যাবে। কিন্তু নিজের ভাল কি ঠাকুরপো বুঝবে

না? সাম্‌নে বিপদ জেনেও নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করবে? সরমা তাড়াতাড়ি অর্গল বন্ধ করে আড়ষ্টের ন্যায় মিনিটের পর মিনিট কাটিয়ে দিতে লাগ্‌লো।

৯টা বেজে গেল। সাড়ে ন'টা হ'তে আর মাত্র পাঁচ মিনিট। এত দেরী! কেন? তবে কি কোন বিপদ হল? সরমা নিশ্চল হ'য়ে ভাবতে লাগ্‌লো।

বাইরে না লোকের পায়ের শব্দ হচ্ছে? এত লোক কেন আস্‌ছে? সরমা দেওয়াল ধরে দাঁড়িয়ে পড়্‌লো।

না না, মিথ্যা ধারণা। ওঃ! কি মনের বিকার!

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হ'ল। সরমার বুকটা অস্বাভাবিক ভাবে স্পন্দিত হ'য়ে উঠ্‌লো। কম্পিত ও ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে সে বল্‌লে—কে?

দরজা খোল।

কে? ঠাকুরপো? সঙ্গে সঙ্গে সরমা দরজা খুলে দাঁড়াল।

মণিময় বল্‌লে,—তুমি ঠিক বলেছ বৌদি। সুভাষকেও পাওয়া গেল না। সেই—সেই নমিতাকে নিয়ে সরে পড়েছে; নচেৎ নমিতার বুকের পাটা হ'ত না এমন কাজ করতে।

সরমা আত্মপ্রশস্তির ভাব দেখিয়ে বল্‌লে,—গড়াপেটা আগে হ'তেই ছিল ঠাকুরপো। তবে একটা উপলক্ষ তো চাই। অনেক জিনিষই আমার নজরে পড়্‌তো। বলতাম না—পাছে তুমি বিরক্ত হও।

মণিময় বল্‌লে,—শশুরকেও কাশীতে একটা একস্প্রেস টেলিগ্রাম্ করে দিয়ে এ'লাম। ভাল করিনি?

সরমা উৎফুল্ল হয়ে ব'ল্‌লে,—ও কথাটা বলে দিতে আমার বড়ই ভুল

হয়ে গিয়েছিল। এটা খুব বুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছো ঠাকুরপো। এ বুদ্ধি যে তোমার হবে, এতো আমার ধারণায়ও আসেনি। তার পর সরমা উত্তেজিত স্বরে বল্‌লে,—এবার বাছাধনেরা যাবেন কোথায়? যেখানেই থাকুন না কেন, পুলিশের নজর এড়াতে হবে না।

মণিময় বল্‌লে,—তা বটে, কিন্তু আমাকেও যে একেবারে—

বাধা দিয়ে সরমা বল্‌লে,—তুমি কিছু ভেবো না ঠাকুরপো। এখন মুখ হাত পা ধুয়ে খাবে এস। যে চাল চালা গেছে এতে বাজীমাৎ না হয়ে যায় না। এস।

মণিময় ধীরে ধীরে সরমার অনুসরণ করতে লাগ্‌লো।

(৩০)

নতুন বৌদি।

ঠাকুরপো, ডাক্‌লে?

হাঁ, বল্‌ছিলাম কি—

বাধা দিয়ে নমিতা বল্‌লে,—দেখ ঠাকুরপো, অনেকদিনের ইচ্ছা যে একখানা চওড়া লাল পাড় শাড়ী পরি—একেবারে টক্‌টকে লাল। এনে দিতে পার ভাই?

সুভাষের মনটা কেমন চম্‌কে উঠ্‌লো। একি অদ্ভুত ইচ্ছা! তার পর একটু ঢোক্ গিলে ম্লান মুখে বল্‌লে,—সত্যি বৌদি, এত দুঃখেও যে তোমার—তারপর হঠাৎ সে থেমে গেল।

নমিতা প্রচ্ছন্ন হাসি হেসে বল্‌লে,—সত্যি ঠাকুরপো, দাও না এনে। পরবার যে কিছু নেই।

সুভাষ দুঃখার্দ্র কণ্ঠে বল্‌লে,—কিন্তু এমন করে ক'দিন চল্‌বে বৌদি? তার চেয়ে—

বাধা দিয়ে নমিতা হাসি মুখে বল্‌লে—বেশ তো। আজকের দিন তো কেটেই গেল—সন্ধ্যেও হ'য়ে গেছে। কাল সকালে তুমি যা বল্‌বে

তাই করতে রাজী আছি। আর কাপড় তো চাই। না হয় আজই একখানা কিনে এনে দিলে। নষ্ট তো হ'বে না।

সুভাষ বল্‌লে,—তব চট্ করে আমি ঘুরে আসি। কি বল বৌদি? একা থাক্‌তে ভয় করবে না তো?

নমিতা মনে মনে বল্‌লে,—সে ভয় অনেকদিনই কেটে গেছে। তারপর প্রকাশ্যে বল্‌লে,—কিছু না ঠাকুরপো। কাল রাত্রেও তো তুমি দু'দু'বার বেরিয়েছিলে, আবশ্যকীয় জিনিষপত্র ও খাবার আন্‌তে। আজ তো গা সওয়া হয়ে গেছে। নমিতা মৃদু হেসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

সুভাষ চলে গেল। নমিতা আস্তে আস্তে দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর কটিদেশ হ'তে আস্তে আস্তে সে আফিংয়ের কৌটাটী বার করে আলোর সাম্‌নে খুলে ধরলে।

বুকটা একবার কেঁপে উঠ্‌লো। পিতার স্নেহোজ্জ্বল মুখখানা তার মনে পড়লো। স্বামীর কথা মনে পড়লো—ছোট ভাইয়ের ন্যায় সুভাষের অকৃত্রিম স্নেহপ্রবণতা মাখা মুখখানা তার চোখের সাম্‌নে জ্বল্ জ্বল্ করতে লাগ্‌লো। তাকে সুখী করবার জন্য—তার মুখে সামান্য একটু হাসি ফুটিয়ে তোলবার জন্য সুভাষের কি প্রাণপণ প্রচেষ্টা। আর সব শেষে মনের কোণে ভেসে উঠ্‌লো তার শ্বশ্রূমাতার মুখখানা, যেন হাতছানি দিয়ে ডাক্‌ছে—আয়—আয়—আয়।

অধিক ভাব্‌লে পাছে সঙ্কল্পে বিঘ্ন ঘটে মনে করে নমিতা মুখের মধ্যে আফিংয়ের সমস্ত দলাটা ফেলে দিয়ে এক নিঃশ্বাসে গিলে ফেলে স্থির হ'য়ে দাঁড়াল। তারপর দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে সে শয্যায় এসে বস্‌লো ও সুভাষের পরিত্যক্ত সার্টের পকেট হ'তে পেন্সিলটা বার করে

তারই পকেটস্থ একখানা সাদা কাগজে খচ্ খচ্ করে কি লিখে কাগজখানি তাড়াতাড়ি বিছানার নীচে রেখে দিয়ে শয্যার উপর শুয়ে পড়্লো।

কিছুক্ষণ পরে সুভাষ ফিরলো—হাতে একজোড়া চওড়া লাল পাড় শাড়ী।

নমিতা টল্‌তে টল্‌তে দরজা খুলে দিয়ে কম্পিত কণ্ঠে বল্‌লে,—এনেছ—এনেছ ঠাকুরপো। কই দাও।

কাপড়টা হাতে করে নিতে গিয়ে নমিতা মাথা ঘুরে সুভাষের গায়ের উপর পড়্‌তে পড়্‌তে অতিকষ্টে নিজেকে সাম্‌লে নিল। পরে টল্‌তে টল্‌তে সে পাশের ঘরে চলে গেল ও বস্ত্র পরিবর্ত্তন করে যখন সে শয্যার উপর এসে দাঁড়াল তখন তাকে যেন মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় দেখাতে লাগ্‌লো। সে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে,—এবার বল তো ঠাকুরপো, আমায় কেমন দেখাচ্ছে ?

সুভাষ একবার চেয়েই সসম্ভ্রমে, মুখখানা সরিয়ে নিল। তখনও সুভাষের হাতে খাবারের ঠোঙা ছিল। সুভাষ বল্‌লে,—একেবারে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড় বৌদি। আমি খেয়ে এসেছি।

নমিতা বল্‌লে,—সে কথা বল্‌লে শুন্‌ছি না ঠাকুরপো। আজ আমি তোমাকে সাম্‌নে বসিয়ে খাওয়াতে চাই। তুমি আমার জন্য যা করছো, তা নিজের ছোট ভাইও করতে পারে না। দাও দেখি খাবারের ঠোঙাটা।

সুভাষ বল্‌লে,—সত্যি বৌদি, আমি খেয়ে এসেছি। ঐ খাবার তোমার জন্য এনেছি।

নমিতা ঈষৎ জড়িত কণ্ঠে বল্‌লে—তা হোক ঠাকুরপো। তোমাকে খেতেই হ'বে। তবে দুঃখ এই যে, এ সব দোকানের খাবার।

সুভাষ বল্‌লে,—আচ্ছা, সে আর একদিন হ'বে।

মুখখানা একেবারে ম্লান করে নমিতা ক্ষীণ স্বরে বল্‌লে—সেদিন—না, কই, ধর।

সুভাষ বল্‌লে,—আগে তোমার জন্য তুলে রেখে দাও বৌদি।

নমিতা অনুজ্ঞাপূর্ণ স্বরে বল্‌লে,—সে হ'বে এখন। যা বল্‌ছি শোন।

কিছু খাওয়ার পর সুভাষ বল্‌লে,—থাক্ বৌদি, আর না। এবার তুমি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়। আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি ঘুমে তোমার চোখের পাতা বুজে আস্‌ছে।

নমিতার হাত হ'তে খাবারের ঠোঙাটা হঠাৎ পড়ে গেল। সে চম্‌কে উঠে জড়িত কণ্ঠে বল্‌লে,—সত্যি ঠাকুরপো, বড় ঘুম পাচ্ছে। তুমি যাও—শোও গে। তোমাকে অনেক কষ্ট দিলাম। তবে আর বোধ হয়—নমিতার মুখ দিয়ে আর কথা বাহির হ'ল না।

সুভাষ ডাক্‌লে—বৌদি।

নমিতা ঝিমুতে ঝিমুতে কোন রকমে বল্‌লে—কি? বড্ড ঘুম—একটু ঘুমিয়ে নেই।

সুভাষ বল্‌লে,—ঘুমিয়ে পড়্‌লে যে আর খাওয়া হবে না বৌদি।

নমিতা বিরক্ত হ'য়ে মুখ তুলে বল্‌লে,—খুব হবে—খুব হবে। তুমি যাও—শোও গে। যাও—তারপর কি বল্‌তে গেল, কিন্তু সে স্বর একেবারেই অস্পষ্ট ও জড়তাপূর্ণ, আর সঙ্গে সঙ্গে নমিতার মুখখানা শয্যার উপর মুস্‌ড়ে পড়্‌লো।

বৌদি—বৌদি, কি হল? অমন করছো কেন? বলে সুভাষ উৎকণ্ঠিত চিত্তে নমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

জোর করে মাথাটা উঁচু করে নমিতা ক্ষীণ কাতর স্বরে বল্লে,—কিছু না ঠাকুরপো। মাথাটা কেমন টলে এল।

সুভাষ ভীতি-বিহ্বল কণ্ঠে বল্লে,—তোমার কথারও স্বর যে জড়িয়ে আসছে বৌদি?

নমিতা জোর করে বল্লে,—কই—না। এই তো—আবার কণ্ঠস্বর থেমে গেল ও মাথাটা শয্যার উপর নূয়ে পড়্লো।

সুভাষ বিবর্ণমুখে ডাকতে লাগ্লো—বৌদি—ও বৌদি—বৌদি।

অতি কষ্টে একটা কথা বেরুল—কি? তারপর আবার নীরব—নিস্তব্ধ।

সুভাষ ছুটে এসে মুখের কাছে মুখখানা এনে ছল ছল নেত্রে বল্তে লাগ্লো—বৌদি—ও বৌদি—অমন করছো কেন? কথা কও। বল কি হ'য়েছে?

নমিতা কোন রকমে চোখ খুলে একবার তাকিয়ে দেখ্লে ও দু'ফোঁটা অশ্রু নয়ন কোণে এসে টল্‌মল্ করতে লাগ্লো।

কি সর্ব্বনাশ করলে বৌদি, কি সর্ব্বনাশ করলে? এত করেও তোমাকে বাঁচাতে পারলাম না। কি কৈফিয়ৎ দেব তোমার বাবার কাছে? কি কৈফিয়ৎ দেব?

পিতার কথায় নমিতার প্রাণ যেন বিপুল আনন্দে শিউরে উঠ্লো ও সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্ফুট বাবা সম্বোধন ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়্লো।

আর সুভাষ উন্মত্তের ন্যায় চক্ষুতারকা বিঘূর্ণিত করে ছুটতে ছুটতে ঘরের বাহির হয়ে গেল, ডাক্তারের খোঁজে।

*   *   *   *   *

তখন ভোর হয়নি। তবে ভোরের বাতাস একটু একটু করে বইতে সুরু করেছিল। পূব গগনে রক্তিম রেখার ছাপ সবে ফুটে উঠ্‌ছিল—ঝিকি ঝিকি। গঙ্গাবক্ষ হ'তে দাঁড় টানার শব্দ ভেসে আসছিল—মিষ্ট-মধুর তালে তালে—ছলাৎ—ছলাৎ—ছলাৎ। আর দাঁড়ী মাঝির গানের সুর বাতাসে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে এসে চুঁচড়া সহরের বুকের উপর ছড়িয়ে পড়্‌ছিল।

মণিময়ের সমস্ত রজনী বিনিদ্র কেটে গিয়েছিল—গভীর উদ্বেগে—দারুণ দুশ্চিন্তায়। মাঝে মাঝে তন্দ্রার ঘোরে নমিতার বিদায় কালীন বিষাদ মাখা মুখখানা তার মানস চক্ষে ভেসে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। কত কাতর হয়ে সে এই গৃহের এক কোণে একটু মাথা গুঁজবার স্থান চেয়েছিল—দীন ভিক্ষুকের মত। তাও সে পায় নি। শেষে নিরাশ হয়ে সে চলে গেল। কিন্তু কোথায়? কোনখানে? কত দূরে? এর চেয়ে চরম নিষ্ঠুরতা আর কি হ'তে পারে?

তন্দ্রার ঘোরে একবার মণিময়ের যেন কাণে গেল কার কাতর অস্ফুট যন্ত্রণা-ধ্বনি। চোখ খুলে চাইতে গিয়ে আবছায়া নজর পড়লো—নমিতার মুখখানি, যেন ম্লান—নিষ্প্রভ—স্তিমিত দীপশিখারই মত। মণিময় শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও বিস্ময়াকুল চিত্তে পাদ-চারণা করতে করতে ভাব্‌তে লাগ্‌লো—এ কি দেখ্‌লাম? তবে কি নমিতার জীবন বিপন্ন? যদি তাই হয়, তাহ'লে সঙ্গে সঙ্গে কি তার নিজের জীবনও

বিপন্ন নয়? নিজের হটকারিতার—নিজের অদূরদর্শিতার ফল সে ছাড়া আর কে ভোগ করবে? কিন্তু এর জন্য দায়ী কে?

ঠাকুরপো?

কে? তুমি? না—না—তুমি এখন যাও—আমাকে একটু ভাবতে দাও—ভাবতে দাও। অন্ধকারে মণিময়ের চোখ দু'টো যেন দপ দপ করে জ্বলে উঠলো।

সরমার বুকটা এক অজানা আতঙ্কে কাঁপতে লাগলো, কম্পিত কণ্ঠে আবার ডাকলে—ঠাকুরপো?

তুমি যাও—যাও—যাও। হাঁ, একটু—একটু স্থান সে চেয়েছিল—শুধু মাথা গুঁজবার জন্য। কিন্তু তার বিনিময়ে? না না—অসহ্য। তুমি না নারী? তোমরা না কোমলতার আদর্শ? ভুল—ভুল—ভুল।

সরমা সাহসে ভর করে তীক্ষ্ণস্বরে বললে—কিন্তু কি তুমি বলতে চাও ঠাকুরপো?

আমি বলতে চাই—না? আজ দু'রাত তার কোন সংবাদ নেই। কি দেখলাম জান? নমিতার শীর্ণ পাণ্ডুর মুখখানা—যেন মৃত্যু পথের যাত্রী। যা দেখলাম তাই যদি সত্যি হয়, তার জন্য দায়ী কে বলতে পার?

তুমিই বল—তোমার মুখ দিয়ে শুনতে চাই—কে দায়ী?

দায়ী তুমি।

তাতো বলবে—দায়ী আমি। পুরুষ তোমরা—বলতে তোমাদের বাধে না। কিন্তু জানতে চাই—কে আমাকে দিনে দিনে প্রলুব্ধ করেছিল? তুমিই নয় কি? নারী সহজে বিচলিত হয় না—সহজে পাপ পথে পা দেয় না। কতক্ষণ—কতক্ষণ রক্ষা করে চলতে পারে সে নিজেকে পুরুষের

সন্ধানরত শাণিত দৃষ্টির হাত থেকে—পুরুষের শত প্রলোভন—শত প্রেমনিবেদন উপেক্ষা করে? তবু ও নারী কখন উপযাচক হয়ে প্রেম ভিক্ষা করে না। তোমার মুখে একথা সাজে না—একথা বল্‌তে পারে সুভাষ ঠাকুরপো যাকে আমি মনে প্রাণে শ্রদ্ধা করি। বিষধর সর্পের ন্যায় সরমার চোখ দু'টো ধক্ ধক্ করে জ্বলে উঠ্‌লো। তারপর ঝড়ের বেগে সে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের দরজায় ঘন ঘন কড়া নাড়ার শব্দ হ'ল। তখন ভোরের আলো জানালার ভিতর দিয়ে একটু একটু করে ঘরের মধ্যে প্রবেশ কচ্ছিল। মণিময় ক্ষিপ্র পদে শঙ্কাকুল চিত্তে দরজা খুলে দাঁড়াল, ভয়ে ও আতঙ্কে শিউরে উঠে দু'পা পিছিয়ে এল।

আমার নমিতা—আমার নমিতা—বল কোথায় আমার নমিতা? কোথায় তাকে রেখেছ?

মণিময় বেদনা বিহ্বল চিত্তে চেয়ে রইলো, মুখখানা ম্লান করে।

বল্‌বে না? আমি যে এসেছি তাকে দেখ্‌তে। তারপর ছুটে এসে মণিময়ের হাত দু'খানা বিপুল আবেগ ভরে চেপে ধরে সুধীর বাবু বল্‌লেন—চল—আমাকে নিয়ে চল আমার মায়ের কাছে—আমি একবার দেখ্‌বো—একবার দেখ্‌বো।

মণিময় অর্দ্ধবিজড়িত স্বরে বল্‌লে—আমি তো টেলিগ্রামে সব জানিয়ে দিয়েছি।

হাঁ, তা দিয়েছ বটে; কিন্তু তারপর কি মায়ের আমার কোন সন্ধানই পাওনি? ওকি! মুখ ফিরিয়ে নিলে যে! বল?

পুলিশে সংবাদ দিয়েছি—এন্‌কোয়ারী হচ্ছে। খবর শীগগিরই পাওয়া যাবে। সুভাষকেও পাওয়া যাচ্ছে না।

কিন্তু আমি যে কাল সারারাত মাকে রাস্তায় রাস্তায় খুঁজে বেড়িয়েছি। আর তুমি নিশ্চিন্ত মনে বসে আছ? ওঃ, মা আমার! বল্‌তে বল্‌তে সুধীর বাবু গৃহের বাহির হ'য়ে পড়্‌লেন?

মণিময় একদৃষ্টে তাঁর সচঞ্চল গতি ভঙ্গীর দিকে চেয়ে রইলো।

একটু পরেই থানা হ'তে একজন পুলিশের লোক এসে হাজির হ'ল। মণিময় উদ্বিগ্নচিত্তে জিজ্ঞাসা করলে—খবর কি?

লোকটী বল্‌লে—শীগ্‌গির আসুন—পয়জন্‌ কেস্‌।

পয়জন্‌ কেস্‌!

হাঁ, অবস্থা একেবারেই ভাল নয়।

আর সুভাষ?

তিনিও সেখানে আছেন। কোথায় আর যাবেন? দেরী করবেন না—ডাইং ডিক্লারেশন্‌ তো নিতে হ'বে।

মণিময় ঘরে ঢুকে জামা কাপড় পরিধান করে বেরিয়ে পড়্‌লো।

সরমাও অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে সব শুন্‌লে ও মণিময়ের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে টল্‌তে টল্‌তে নিজের ঘরে এসে প্রবেশ করলে।



(৩৯)

সেই রাত্রে সুভাষ ডাক্তার নিয়ে এল। রোগী পরীক্ষা করে ডাক্তার বললেন,—পয়জন্ (বিষ) কেস্।

সুভাষ কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌লে,—বাঁচ্‌বে তো ?

ডাক্তার বল্‌লেন—বাঁচা মরা ভগবানের হাত। তবে চেষ্টা করে দেখা যাক।

সুভাষ ছেলে-মানুষের মত বল্‌লে,—যেমন করেই হোক বাঁচাতে হ'বে ডাক্তার বাবু।

ডাক্তার বল্‌লেন,—ব্যস্ত হ'বেন না সুভাষবাবু, আমার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে চেষ্টা করবো।

সারারাত্রি ডাক্তার রয়ে গেল। ভোরের দিকে ডাক্তার হতাশ হ'য়ে বল্‌লেন,—আর হ'ল না। রোগীর অবস্থা ভাল মনে হচ্ছে না। আশা খুব কম।

সুভাষ ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠে বল্‌লে,—কি হ'বে ডাক্তার বাবু? বাঁচান যাবে না ? যত টাকা লাগে দেব ডাক্তার বাবু, বাঁচিয়ে দিন—বাঁচিয়ে দিন।

ডাক্তার বল্লেন,—টাকা দিলে কি প্রাণ মেলে সুভাষ বাবু? কেন ছেলে-মানুষী করছেন? অমন করলে রোগীর অবস্থা আরও খারাপ হ'য়ে পড়্বে।

এমন সময় নমিতা একবার কেমন করে উঠ্লো। ডাক্তার গুম্ হ'য়ে নাড়ী দেখ্তে লাগ্লেন।

সুভাষ ব্যস্ত হ'য়ে বল্লে—কি হ'ল ডাক্তার বাবু?

ডাক্তার বাবু ইঙ্গিতে কথা বল্তে বারণ করে দিলেন।

সুভাষের সন্দেহের মাত্রা দ্বিগুণতর বেড়ে গেল। তবে কি সব শেষ? সুভাষ নেহাৎ শিশুর ন্যায় কাঁদ্তে কাঁদ্তে বল্লে—কি হ'বে ডাক্তার বাবু? কি জবাব দেব ওঁর পিতার কাছে—ওঁর আত্মীয় স্বজনের কাছে?

ডাক্তার বল্লেন,—যাক্ টাল্টা কেটে গেছে সুভাষবাবু। আপনি স্থির হন্।

সুভাষ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে স্থির হয়ে নমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

দেখ্তে দেখ্তে সকাল হ'য়ে গেল। সহসা দ্বার ঠেলে প্রবেশ করলে পুলিশের লোক—পশ্চাতে মণিময় ও সুধীর বাবু।

মণিময় চীৎকার করে বল্লে,—ঐ—ঐ সেই বদ্মায়েসটা।

সুধীর বাবু এক নজর দেখে পাষাণ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, পরে ছুটে এসে কন্যার মুখখানা কোলে করে নিয়ে ডাক্তে লাগ্লেন,—মা—মা, চেয়ে দেখ আমি এসেছি। এই যে আমি। কথা কও—চেয়ে দেখ মা।

নমিতা একবার চোখ খুলে চেয়ে দেখ্লে ও জড়িত কণ্ঠে বল্লে—

বা—বা—তু—মি। আর চোখ হ'তে জল গড়িয়ে পড়্তে লাগ্লো।

মা—মা। কেন এমন করলি? কেন এমন করলি? আমি যে তোর মুখের কথা শুন্বো বলে ছুটে এসেছি।

সুভাষের চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল ঝরে পড়্তে লাগ্লো। আর মণিময়ের চোখ দু'টো রাগে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় ফুলে ফুলে উঠ্তে লাগ্লো।

পুলিশের লোকটী বল্লে,—কেমন অবস্থা বুঝ্ছেন ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবু গম্ভীর ভাবে বল্লেন, —একেবারেই আশাপ্রদ নয়।

পুলিশের লোকটী বল্লে,—সম্ভব হয়ত ডাইং ডিক্লারেশন্ নেওয়া দরকার।

ডাক্তার গম্ভীর স্বরে বল্লেন,—চেষ্টা করে দেখ্তে পারেন। তবে কতদূর কৃতকার্য্য হওয়া যাবে বলা যায় না।

অনেক করে চেষ্টা করায় মাত্র এই উত্তর এল নমিতার মুখ হ'তে—দোষী—কেউ—নয়—আমি—। তারপর বিছানার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে কি দেখাতে লাগলো। এমন সময় তার নজরে পড়্লো মণিময়কে, জড়িত কণ্ঠে সে বল্লে,—এ—সে—ছ, নি—তে, না, বস—তো—মার—কোন—দোষ—নেই। তারপর সে যেন আর কাকে খুঁজতে লাগ্লো ও বিড়্ বিড়্ করে বল্তে লাগ্লো—সু—ভাষ—ভাই—কেঁদো—না। তারপর সব শেষ।

সুধীর বাবু কন্যার মুখের উপর মুখখানা রেখে জোরে জোরে নমিতা—নমিতা—মা আমার—বলে ডাক্তে লাগ্লেন ও অঝোরে দু'চোখ ছাপিয়ে জল পড়তে লাগ্লো।

ডাক্তার বাবু বল্‌লেন,—আর ডেকে কি করবেন? সব শেষ।

শেষ!!! সুধীর বাবু স্থির ও নিস্পন্দ হয়ে কন্যার মুখের দিকে নির্নিমেশ নয়নে চেয়ে রইলেন, সংজ্ঞাহীনের মত।

ইতিমধ্যে পুলিশের লোকটী বিছানার মধ্য হ'তে পেন্সিলে লেখা কাগজ খানি বার করে ফেল্‌লে ও সকলকে পড়ে শুনিয়ে দিলে। লেখা ছিল:—

............আমি নিজের ইচ্ছায় চলে এসেছি। কেন জানি না। বোধ হয় খেয়াল; নচেৎ কেন এমন কাজ করবো?

সুভাষ আমার ছোট ভাইয়ের মত। তার চোখে ধূলি দিয়ে একাজ করেছি। তাকে বুঝ্‌তে দিই নি, পাছে বাধা দেয়। দিদির উপর তার যে অচলা ভক্তি। তাই আমার চাতুরী তার নজরে পড়েনি। তবু সে চেয়েছিল সর্ব সময় আমাকে চোখে চোখে রাখ্‌তে; কিন্তু দিদির কথার উপর কথা বল্‌বার যে তার ক্ষমতা ছিল না। তাই কাল রাত্রে তাকে অনেক কৌশলে কাপড় কিনবার ছুতায় কাছ ছাড়া করে দিয়ে—

যাক সে কথা। স্বামীকে জান্‌তে দিইনি যখন চলে আসি। কি জানি পাছে ধরা পড়ে যাই। আমার এ মৃত্যু ইচ্ছাকৃত—স্বামী সম্পূর্ণ নির্দোষী। একথা আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করে যাচ্ছি।

শুধু দুঃখ আমার বাবার জন্য—তাঁকে এত বড় একটা আঘাত স্বেচ্ছায় আমি দিয়ে যাচ্ছি বলে। বাবা, হতভাগিনী কন্যার এই স্বেচ্ছাচার ক্ষমা করো। আমি তোমারই প্রতীক্ষায় থাকবো। মা—মা—মা।

হতভাগিনী কন্যা

নমিতা

সুধীর বাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন,—মিথ্যা কথা। মা আমার, এত বড় মিথ্যা কথা কেমন করে লিখে গেলি? স্বামীকে মুক্তি দিতে? কিন্তু, না—না—মণিময়, তোমারই নির্য্যাতনে নির্য্যাতিত হয়ে মা আমার আত্মাহুতি দিয়ে চলে গেল, তোমাকে অমোঘ বাঞ্ছিত মুক্তি দিয়ে। কি দেখ্‌ছো, মণিময়? মাকে আমার চিন্‌তে পারলে না? না না—আমি তোমায় মুক্তি দেব না—দিতে পারি না।

মণিময়ের মুখ চোখ স্ফীত হয়ে উঠ্‌লো। এক প্রকার অস্বাভাবিক উদাসীন দৃষ্টি তুলে সে হো হো করে হেসে উঠে বল্‌তে লাগ্‌লো—মুক্তি—মুক্তি—মুক্তি। এখনও অনেক দেরী। মুক্তি দিলেই কি মুক্তি পাওয়া যায়?

সুভাষ মণিময়কে জড়িয়ে ধরে বল্‌লে,—মণিদা, স্থির হও—প্রকৃতিস্থ হও।

মণিময় অস্বাভাবিক কণ্ঠে বল্‌লে,—হাঁ, হবো—একেবারে স্থির—একেবারে প্রকৃতিস্থ। কিন্তু এখনও—এখনও বাকি আছে ভাই। সুভাষ, মুক্তি—না—মুক্তি? বলে ছুট্‌তে ছুট্‌তে সে ঘরের বাহির হয়ে পড়্‌লো।

সুভাষ শশব্যস্তে বল্‌লে,—আমিও চল্‌লাম। মণিদার মাথার ঠিক নেই। বলে পিছন পিছন ধাবিত হ'ল।

মণিময় সরাসর নিজের বাড়ীতে চলে এল ও দরজা বন্ধ করে দিল। মাথার চুল রুক্ষ, অবিনীত—চক্ষু তারকা জবা ফুলের ন্যায় লাল, চাহনি ভীষণ ভ্রূকুটী মাখা। ঘরে ঢুকেই সে উচ্চৈঃস্বরে ডাক্‌লে,—বৌদি।

কোন উত্তর এল না।

মণিময় আবার বিকৃত কণ্ঠে ডাক্‌লে—বৌদি।

ঘরটা গম্ গম্ করে উঠ্‌লো মাত্র। তারপর সব নীরব—সব নিস্তব্ধ।

মণিময় এঘর ওঘর সর্ব্বত্র ঘুরে বেড়াল, উন্মত্তের ন্যায় টল্‌তে টল্‌তে; আর মাঝে মাঝে চীৎকার করে ডাকতে লাগ্‌লো—বৌদি—বৌদি।

শেষে নিরুপায় হ'য়ে কম্পিত চরণে সে সরমার ঘরে এসে দাঁড়াল। আর চোখ দু'টো হিংস্র পশুর ন্যায় যেন শিকার সন্ধানে ফিরতে লাগ্‌লো। মণিময়ের নজর পড়ে গেল টেবিলের উপর। একখানা ভাঁজকরা কাগজ না? মণিময় ছুটে গিয়ে ভাঁজ খুলে ফেল্‌লে। এ যে বৌদির হস্তাক্ষর—তাঁরই চিঠি। লেখা ছিল :—

ঠাকুরপো,

তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় কি মুহূর্ত্তে তা জানি না। এখন বুঝ্‌ছি দেখা না হ'লেই ভাল ছিল। তারপর কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল; উজান স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে আজ এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি যেখান থেকে পালান ভিন্ন আর কোন পথ নাই। তাই আজ আবার ঠিক সেই স্রোতের উজানে ভেসে চলেছি। কোথায়—কতদূরে—কিসের আশায় তা জানি না। তবু যেতে হচ্ছে, তোমাকে মুক্তি দিতে—পথের সন্ধানে। বুকটা মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে—মন চাইছে না অজানা, অচেনা, অনভ্যস্ত পথে পা দিয়ে দাঁড়াতে। কতদিন—কত দীর্ঘ দিন যে বাড়ী আঁকড়ে ধরে আমি পড়ে ছিলাম, আজ তাকে ছেড়ে যেতে আমার প্রাণের মধ্যে যে কি ভীষণ ঝড় বইছে তা ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কেউ বুঝ্‌তে পারবে না। হাঁ, একজন বুঝেছিল—সে নমিতা, কেননা তাকেও ঠিক এমনি ভাবে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল।

তাই আজ আমার মন তারই দুঃখের কথা ভেবে অনুকম্পায় ভরে উঠ্ছে। জানিনা এখনও পর্য্যন্ত নমিতা আছে কিনা; কেননা তার অবস্থার কথা অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে আমি সব শুনিছি। যদি তাকে ফিরে পাও, বলো আমাকে ক্ষমা করতে; কেননা তার কাছে ক্ষমা চাইবার অধিকার আমার নাই।

নতুন ঠাকুরপো একদিন বলেছিল—তুমি চল বৌদি কাশীতে—বিশ্বনাথের সেবা আরাধনায় জীবনটা কাটিয়ে দেবে। আজ থেকে থেকে কেবল সেই কথাই মনে পড়্ছে। তখন যদি সে কথা শুন্তাম, তাহ'লে আজ এমন ভাবে রাস্তায় এসে দাঁড়াতে হ'ত না, একেবারে সহায়হীন—কপর্দ্দক হীন—শত সহস্র লোকের দৃষ্টির সাম্নে। কিন্তু ঠাকুরপো, এই আমার উপযুক্ত শাস্তি—উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত। আজ যদি একবার সুভাষ ঠাকুরপোর দেখা পেতাম। না না, সে আশা করি না। হাঁ, তবু তাকে একবার দেখ্বার সাধ যায়। কিন্তু মনের আশা মনেই পুষে রেখে আমি বেরিয়ে পড়্লাম, অনির্দ্দিষ্ট পথে। তাতেই আমার সুখ—তাতেই আমার শান্তি—যদি কোনদিন সুভাষ ঠাকুরপোর নির্দ্ধারিত পথে গিয়ে পৌঁছিতে পারি। সুভাষ ঠাকুরপো আমার দীক্ষা গুরু। তাকে বলো আমায় ক্ষমা করতে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে ক্ষমা আমার মিল্বে।

তোমাকে বল্বার আমার কিছু নাই। মনে করো বৌদি মরে গেছে। তবু তোমাকে ফেলে চলে যেতে যে আমার একেবারে কষ্ট হচ্ছে না, একথা আমি জোর করে বল্তে পারি না। সে কষ্ট স্বাভাবিক। দীর্ঘ-সংমিশ্রণের আকর্ষণ অনেক চেষ্টা করেও মন থেকে মুছে ফেলে দেওয়া যায়না। সে আকর্ষণ যে হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে জড়িয়ে

থাকে। তোমার কাছে আমার শেষ অনুরোধ এই যে, কোনদিন আর আমার খোঁজ করো না—আর প্রার্থনা করো যেন আমি পথেরই সন্ধান পাই। বিদায়—বিদায়—বিদায়। ইতি—

বৌদিদি

মণিময় পত্র পড়ে মুহূর্ত্তের জন্য স্থির ও নিস্পন্দ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো। পরে অট্টহাস্যে ঘরখানা মুখরিত করে তুলে বিকৃত কণ্ঠে বল্‌লে—সব শেষ—বাকি আমি। নমিতা চেয়ে দেখ। যে মুক্তি তুমি নিজের জীবন দিয়েও দিতে পারনি—আজ সেই মুক্তি আমার একেবারেই করায়ত্ত—হাতের মুঠোর মধ্যে। হাঃ—হাঃ—হাঃ। মুক্তি—মুক্তি—মুক্তি।

ঠিক এই সময় সুভাষ দরজা ভেঙ্গে ধরে ঢুক্‌লো।

মণিময় হো হো করে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে,—ঐ—ঐ—ঐ। ঐ যে মুক্তি পত্র। পড়ে দেখ সুভাষ।

সুভাষ ছুটে গিয়ে কম্পিত হস্তে চিঠিখানা কুড়িয়ে নিল ও পড়্‌তে পড়্‌তে চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল ঝরে পড়তে লাগ্‌লো।

—শেষ—